৫৭ বছরের ঐতিহ্যবাহী সাপ্তাহিক পত্রিকা

আলিপুর বার্তা

কলকাতা ঃ ৫৭ বর্ষ, ৩৮ সংখ্যা, ২২ আষাঢ় – ২৮ আষাঢ়, ১৪৩০ ঃ ৮ জুলাই – ১৪ জুলাই, ২০২৩

Kolkata : 57 year : Vol No.: 57, Issue No. 38, 8 July - 14 July, 2023

৮ পাতা, মূল্য ৩ টাকা

ফিরে দেখা ৫০

শব্দহীন ইতিহাসের ভাষাকে বাঙ্ময় করে তুলতে সেদিনের শব্দচয়ন ও বানান অবিকৃত রেখে এবার আপনাদের সামনে তুলে ধরব ৫০ বছর আগের কিছু সংবাদ, প্রবন্ধ।

তিনের পাতায়

নিখিলবঙ্গ কল্যাণ সমিতির সাংস্কৃতিক বিভাগ মাঙ্গলিকী

৭ এর পাতায়

দিনগুলি মোর...

সাত দিন, সাত সকাল। গত সাতটা দিন কোন কোন খবর আমাদের মন রাঙালো। কোন খবরটা এখনও টাটকা। আবার কোনটা একেবারেই মুছে গেল মন থেকে। গত সাতটা দিনের রঙ বেরঙের খবরের ডালি নিয়ে এই বিভাগ। আমাদের সপ্তাহ শুরু শনিবার, শেষ শুক্রবার।

শনিবার : নেতাজি সুভাষ চন্দ্র বসুর মৃত্যু গণ্ডা গণ্ডা বিতর্ক

থাকলেও ফের গবেষকরা যেটাকে ভুয়ো বলে দাবী করেন সেই চিতাভস্ম নিয়ে এসে ডিএনএ পরীক্ষার দাবী জানিয়ে চিঠি দিলেন তৃণমূল সাংসদ জহর সরকার।

রবিবার : আদালতের নির্দেশে প্রেসিডেন্সি জেলের সুপারের বিরুদ্ধে

পুলিশের কাছে অভিযোগ দায়ের করল কারা দপ্তর। জেলের নিয়ম ভেঙে পার্থ চ্যাটার্জি কেন আংটি পড়ে আছেন তার সদুত্তর দিতে পারেননি সুপার। তাই তাঁর বিরুদ্ধে মামলার নির্দেশ দিয়েছেন বিচারক।

সোমবার : কোভিডে তাল কেটেছিল আগেই। আবারও

পিছিয়ে গেল জনগণনার কাজ। এই মর্মে রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলে নির্দেশ পাঠিয়েছে রেজিস্টার জেনারেল অফ ইন্ডিয়া।

মঙ্গলবার : ৩৩৭ কোম্পানি কেন্দ্রীয় বাহিনী ইতিমধ্যে এসেছে

রাজ্যে। আদালতের নির্দেশ মেনে বাকি ৪৮৫ কোম্পানিও পাঠানো হবে বলে জানিয়ে দিল কেন্দ্রে। তবে তা আসতে কিছুটা দেরি হবে।

বুধবার : পঞ্চায়েত নির্বাচনে রাজ্যে হিংসার পরিস্থিতি খতিয়ে

National Human Rights Commission

দেখতে জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের নোটিশ খারিজ করেছিল কলকাতা হাইকোর্টের সিঙ্গেল বেঞ্চ। ডিভিশন বেঞ্চের দ্বারস্থ হয়েছে কমিশন।

বৃহস্পতিবার : পঞ্চায়েত ভোটের প্রাক্কালে রাজ্যে মৃত্যু

অব্যাহত। ভোটের মাত্র ৩ দিন আগে উত্তর ২৪পরগনার দেগঙ্গায় বোমা ফেটে মর্মান্তিকভাবে মারা গেল ১৭ বছরের এক কিশোর।

শুক্রবার : ভোট পরবর্তী হিংসা ঠেকাতে পঞ্চায়েত নির্বাচনের ফল

প্রকাশের পর আরও ১০ দিন রাজ্যে থাকবে কেন্দ্রীয় বাহিনী। কলকাতা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতির ডিভিশন বেঞ্চ এই নির্দেশ দেয়।

সবজান্তা খবরওয়ালা

পঞ্চায়েত ভোটই কি রাজ্যে ডেকে আনবে ৩৫৫ ধারা?

গ্রাম বাংলায় ক্রমশঃ চেপে বসছে ভোটের ভয়

নিজস্ব প্রতিনিধি : এবার ত্রিস্তর নির্বাচন ঘিরে রাজ্য জুড়ে হিংসা, সন্ত্রাস ও মৃত্যুর ঘটনায় উদ্বিগ্ন রাজ্যবাসী। গত ৮ জুন নির্বাচনের দিনক্ষণ প্রকাশ হয়। তারপর মনোনয়ন পর্ব থেকে ভোটের আগের দিন পর্যন্ত সারা রাজ্যে ১৮ জনের মৃত্যু হয়। দক্ষিণ ২৪ পরগণায় ৫ জন, মুর্শিদাবাদে ৪ জন, কোচবিহারে ২ জন, উত্তর ২৪ পরগণায় ২জন, উত্তর দিনাজপুরে ১ জন, মালদায় ১ জন, পুরুলিয়ায় ১ জন এবং বীরভূমে ১ জনের মৃত্যু হয়। এই কপি লিখতে লিখতে খবর আসে সন্ত্রাস বিধ্বস্ত মুর্শিদাবাদে রাজ্যপালের সফরের দিনও একজন কংগ্রেস কর্মীকে পিটিয়ে খুন করা হয়। এছাড়া বিভিন্ন জেলায় গুলিবিদ্ধ হওয়ার ঘটনা তো আছেই। প্রতিটি বুথে কেন্দ্রীয় বাহিনী থাকার নিদান হাইকোর্ট দিলেও শুক্রবার সকাল ১১টা পর্যন্ত কোথাও কেন্দ্রীয় বাহিনীর রুট মার্চও চোখে পড়ছে না। সূত্রের খবর ৬ জুলাই নাকি দক্ষিণ শহরতলীর বিভিন্ন থাকা থেকে কেন্দ্রীয় বাহিনী আনার জন্য বিভিন্ন জেলায় লোক পাঠানো হয়েছে। কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা সূত্রের খবর এবার ভোটের দিন রাজ্য জুড়ে ব্যাপক সন্ত্রাসের ঘটনা ঘটবে। মৃত্যুরও আশঙ্কা থাকছে। বিশেষ করে দক্ষিণ ২৪ পরগনা, মুর্শিদাবাদ, মালদা, বীরভূম, উত্তরবঙ্গে ব্যাপক সংঘর্ষের ঘটনা ঘটার আশঙ্কা থাকছে। সূত্রের খবর এই সমস্ত জেলায় প্রচুর অবৈধ অস্ত্রশস্ত্র, বোম মজুদ করা হয়েছে। কোথাও তৃণমূল ভার্সেস বিক্ষুব্ধ নির্দল দলের সমর্থক,

সুষ্ঠ ভোটের আশায় চলেছেন ভোটকর্মীরা। ছবি : অরুণ লোধ

কোথাও তৃণমূল ভার্সেস সব বিরোধী দলের সঙ্গে সংঘর্ষের আশঙ্কা থাকছে।

ভোট পরবর্তী সময়েও বেশ কিছু জেলায় সংঘর্ষের আশঙ্কা থাকছে। তাই ভোট মিটে গেলেও গণনার পরেও এলাকায় এলাকায় কেন্দ্রীয় বাহিনীর যেন টহলদারী জারি থাকে সেটা প্রশাসনকে নিশ্চিৎ করতে হবে।

ভোটের প্রচার পর্ব শেষ হতেই গ্রামে গ্রামে দুষ্কৃতিরা বিভিন্ন বাড়িতে গিয়ে হুমকি দিচ্ছে। এমনও অভিযাগ আমাদের দপ্তরে এসেছে। সাধারণ গ্রামবাসীরা ভেবে ছিলেন ভোটের আগে থেকেই কেন্দ্রীয় বাহিনী রুট মার্চ করবে, কিন্তু কোথায় কেন্দ্রীয় বাহিনী?

রাজ্যপাল বিভিন্ন সন্ত্রাস কবলিত এলাকায় যাচ্ছেন ঠিকই কিন্তু নির্বাচন কমিশন শাসক দলের হয়েই ব্যাট করছেন। ভোটের দিন যদি ভোট কেন্দ্রের কড়া নজরদারি না থাকে তাহলে বিভিন্ন এলাকায় বড় বিশৃঙ্খলার ঘটনা ঘটবে। ছাপ্পা, বুথ জ্যাম, ভোট লুটের আশঙ্কাও থাকছে। অনেকেই মনে করছেন যদি ৮ জুলাই রাজ্য জুড়ে হিংসা সন্ত্রাস ও মৃত্যুর ঘটনা লাগাম ছাড়ায় তাহলে রাজ্যে ৩৫৫ ধারা জারির সম্ভাবনা উজ্জ্বল হবে। অন্যদিকে রাজনৈতিক ও প্রশাসনিকর তরফ থেকেও একটা চাপা আতঙ্ক তৈরি করার চেষ্টা হচ্ছে। এখন দেখার ৮ জুলাই ত্রিস্তর পঞ্চায়েতের দিন কতটা শান্তিপূর্ণ, অবাধ, রক্তপাতহীন, মৃত্যুহীন নির্বাচন সম্পন্ন হয়।

ভোট মিটলে স্বজনহারাদের পাশে কারা?

ওঙ্কার মিত্র

১৯৬৭ সালের ১ মার্চ। মুখ্যমন্ত্রী প্রফুল্ল চন্দ্র সেনের নেতৃত্বে কংগ্রেসী মন্ত্রীসভা শেষ করল নিরবিচ্ছিন্ন ৫ বছরের ঘটনাবহুল কার্যকাল। এরপর রাজ্যের কংগ্রেস ভাগ হয়ে গেল হুগলি আর মেদিনীপুর গ্রুপে। একদিকে যথাক্রমে অতুল্য ঘোষ ও প্রফুল্ল চন্দ্র সেন, অন্যদিকে অজয় মুখার্জি, সতীশ সামন্ত ও সুশীল ধাড়া। শুরু হল রাজনৈতিক হানাহানি, সংঘর্ষ এমনকি দু একটা খুনও। ফল ১৯৬৭ থেকে ১৯৭১ এর মধ্যে মাত্র ৫ বছরে ভাঙা গড়ায় বাংলায় এল ৫টা সরকার, ২টো রাষ্ট্রপতি শাসন। বাংলার এই রাজনৈতিক ঝঞ্ঝা থামলো ১৯৭২ সালের নির্বাচনে সিদ্ধার্থ শংকর রায় মন্ত্রীসভা ক্ষমতায় আসার মধ্যে দিয়ে। বাংলার রাজনীতিতে শুরু হল নতুন দিগন্ত। এরপর থেকে আজ পর্যন্ত ৫ বছরের আগে ভেঙে পড়েনি বাংলার কোনো সরকার। জনমত যতই ভিন্ন হোক না কেন এই ৫১ টা বছর জোর জবরদস্তি করে নিজের শাসন কায়েম করার যুগ। এই সময় যতগুলি নির্বাচন হয়েছে ৩/৪টি বাদ দিয়ে প্রত্যেকটি রিগিং, সায়েন্টিফিক রিগিং, সন্ত্রাসে কলঙ্কিত। আবার বাংলায় এই সিদ্ধার্থ রায় মন্ত্রীসভা ক্ষমতা বিকেন্দ্রীকরণের নামে পঞ্চায়েতী রাজ আইনের জন্ম দিয়েছিল ১৯৭৩ সালে। মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসুর মন্ত্রীসভা নির্বাচনের মাধ্যমে যার পূর্ণাঙ্গ রূপদান করল ১৯৭৮ সালে। পঞ্চায়েত আইনে যতই রাজনীতিহীন, নিরপেক্ষ গ্রাম সংসদের কথা বলা থাক না কেন নিজের দলের নেতাদের কাছে ক্ষমতা কুক্ষিগত রাখার বাসনায় তৈরি হল রাজনৈতিক হানাহানির আর এক নতুন ক্ষেত্র। আগে ছিল ৫ বছরের ব্যবধানে লোকসভা ও বিধানসভা নির্বাচন। এখন মাঝখানে ঢুকল পঞ্চায়েত নির্বাচন। বাম আমল থেকে তৃণমূল

আজ পর্যন্ত এর কোনো ব্যতিক্রম হয় নি।

আজ আমরা আর একটা পঞ্চায়েত নির্বাচনের মুখোমুখি। রাজ্য নির্বাচন কমিশন, রাজ্যপাল, কেন্দ্রীয় সরকার, রাজ্য সরকার সকলেই রং বেরঙের অভিযোগে কাঠগড়ায়। আদালত পর্যন্ত বিরক্ত পশ্চিমবঙ্গের পঞ্চায়েত নির্বাচন নিয়ে। ইতিমধ্যে ১৮ জনের লাশ উপহার পেয়েছে বঙ্গবাসী। অতীতের বাম আমলের শত শত লাশের পরিসংখ্যান দিচ্ছেন শাসক নেতারা। বিরোধীরা শোনাচ্ছেন ২০১৩ ও ২০১৮ নির্বাচনের সন্ত্রাসের কাহিনী। পুলিশ রিপোর্ট স্বীকার করছে এবারে ইতিমধ্যে ৩২৮টি সংঘর্ষের ঘটনায় আহতের সংখ্যা ৪৪৪। এটা অবশ্য ৩ দিন আগের পরিসংখ্যান, এখন নিশ্চয়ই তা আরও বেড়েছে।

এবারের নির্বাচনে নতুন মাত্রা যোগ করেছেন মাননীয় রাজ্যপাল সি ভি আনন্দ বোস। ছুটে যাচ্ছেন সন্ত্রাস কবলিত অঞ্চল এবং নিহত আহতদের ঘরে ঘরে। বলছেন পাশে আছি।

আজ নির্বাচন, ৩ দিন বাদে ফল ঘোষণা, ১০ দিন পরে কেন্দ্রীয় বাহিনী গমন। তারপর! সত্যি কি কেউ থাকবে স্বজনহারা পরিবারগুলোর পাশে? লাশের দাম তো নির্বাচনের পর এক কানাকড়িও নয়। আশঙ্কার কারণ নেতা মন্ত্রী থেকে শুরু করে আমলাদের মনোভাব। এত খুনোখুনির পরও কোনো দলের কোনো নেতা নেত্রী শান্তির জন্য আবেদন রাখলেন না। যৌথ বিবৃতি দিয়ে শান্তি প্রতিষ্ঠার বার্তা দিলেন না। বরং উস্কানি দিলেন। মুখ্যমন্ত্রী তথা শাসক দলের সর্বোচ্চ নেত্রী হুমকির স্বরে বললেন পঞ্চায়েতে হারলেও সরকারটা তাঁরই থাকবে। কেউ আবার সন্ত্রাসের কুৎসিত আওয়াজ ভাসিয়ে দিলেন বাংলার বাতাসে। এরা কেউ যে নিহত আহত পরিবারের পাশে থাকবেন না, এটা নিশ্চিত। এদের লাশের দরকার ক্ষমতা পেতে ও টিকিয়ে রাখতে। কিন্তু প্রশাসন! নির্বাচন কমিশনের আমলারা লাশের সংখ্যা কমিয়ে দিচ্ছেন। স্বয়ং ডিজি এত খুন জখমকে আমল না দিয়ে বলছেন দুএকটা ছোটখাটো ঘটনার কথা। আজকেও সেই বাম আমলের শত শত লাশের যুগের আমলাদের কণ্ঠের প্রতিধ্বনি শোনা যাচ্ছে। মাননীয় রাজ্যপাল চোখ রাঙাচ্ছেন, হুমকি দিচ্ছেন কিন্তু ক্ষমতা প্রয়োগ করছেন না। কেন্দ্রীয় সরকার দিল্লি থেকে বসে বঙ্গের অধঃপতন দেখছে। কিন্তু কোনো হেলদোল দেখাচ্ছে না। ব্রিটিশ আমলে সব হারানো বাঙালির জন্য প্রার্থনা করে রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন, 'বাংলার প্রাণ, বাংলার মন / বাঙালীর ঘরে যত ভাই বোন / এক হউক, এক হউক, এক হউক হে ভগবান।' ভেবে দেখুন এটাই কি বর্তমান বাঙালিরও বাঁচবার একমাত্র পথ নয়।

শাক–সবজির বাজার ক্রমশ আগুন হচ্ছে

কুণাল মালিক

গ্রাম পঞ্চায়েত নির্বাচন ঘিরে এখন রাজনৈতিক উত্তাপ ক্রমশই বাড়ছে। তার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে বাড়ছে নিত্য প্রয়োজনীয় শাক–সবজি–মাছ ও মাংসের দাম। প্রতিদিন বাজারে গিয়ে মানুষদের নাজেহাল হতে হচ্ছে। কাঁচা লঙ্কা ৩৫০–৪০০ টাকা কেজি, আলু – ২০ টাকা, লক্ষ্মীর ভাণ্ডার চালু রাখতে জোড়া ফুলে ভোট দিন। আবার কেউ বলছে চোরমুক্ত পঞ্চায়েত গড়তে পদ্মফুলে ছাপ দিন। কিন্তু সাধারণ মানুষ কীভাবে খাবে, সে ব্যাপারে কেউ আলোকপাত করছে না।

হঠাৎ কবে সবজির দাম বাড়ল কেন? এই প্রশ্নে একজন কৃষক নেপাল ভৌমিক জানান, দেখুন গত বছর সবজি চাষ করে কৃষকরা লাভ পায়নি। কারণ লেবারের সমস্যা

কৃষি বিপণন দপ্তর কি ভাবছে?

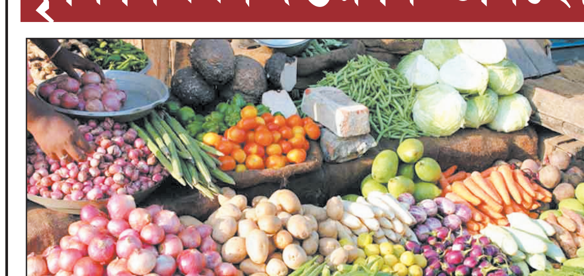

বেগুন–ঢেড়শ ৮০ টাকা কেজি। চিচিংঘা ৫০ কেজি, টমেটো ২২৫ টাকা কেজি, মুরগির মাংস ২২০ টাকা কেজি দরে বিকোচ্ছে। সাধারণ মধ্যবিত্ত দিন আনা দিন খাওয়া মানুষদের প্রশ্ন খাব কী? শাসক ও বিরোধী দলের নেতা–নেত্রীরা তাদের ভোট প্রচার নিয়ে ব্যস্ত। কেউ বলছে কন্যাশ্রী, স্বাস্থ্যসাথী, ছিল এবারেও আছে। সারের মূল্য বৃদ্ধি হয়েছে। ডিএপির দাম ছিল ২০ টাকা কেজি, সেটা হয়েছে ৪০ টাকা কেজি। পটাশ ছিল ৫ টাকা, হয়েছে ৪০ টাকা। সেইসঙ্গে বীজ, বিষেরও বড় দাম বেড়েছে। তাই এবারে অনেক কৃষক চাষ করেননি। ১০ শতাংশ চাষ হয়েছে।

এরপর পাঁচের পাতায়

কী হবে ভোটের ফল, ধন্দে শাসক দলও

নিজস্ব প্রতিনিধি : দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার আলিপুর সদর মহকুমার বজবজ–১ নম্বর ব্লক বাদে চারটি ব্লকে ত্রিস্তর নির্বাচনে শাসক তৃণমূলের বিরুদ্ধে বিজেপি, সিপিএম, কংগ্রেস এসইউসিআই রীতিমতো লড়াই করছে। কেউ কাউকে ছেড়ে কথা বলছে না। বজবজ–১ ব্লকের একটি জেলা পরিষদ আসনে শাসক দলকে লড়তে হচ্ছে। অনেক জায়গায় দেখা যাচ্ছে তৃণমূলের টিকিট না পেয়ে বিক্ষুব্ধ হয়ে নির্দল হিসাবে কেউ আম বা জোড়া পাতা চিহ্নে দাঁড়িয়ে পড়েছেন। যেমন বজবজ ২নম্বর ব্লকে সাতগাছিয়া অঞ্চলে দুটি গ্রামসভার বুথে তৃণমূলের বিরুদ্ধে সরাসরি লড়াই হচ্ছে নির্দল আম চিহ্নের সঙ্গে। দুই দলেরই দাবি তারা জিতবে। সমিতির ক্ষেত্রেও এক মহিলা জোড়া পাতা চিহ্নে দাঁড়িয়েছেন। বিষ্ণুপুর–২ ব্লকে ৬৭ নম্বর আসনে লড়ছেন জেলা পরিষদের তিন বারের সভাধিপতি সামিমা শেখ। তিনি জানালেন প্রতিদিন ২০ কিলোমিটার হেঁটে জনসংযোগ করছেন। এখানে চতুর্মুখী লড়াই হচ্ছে। বিজেপি ও সিপিএম দাবি করছে তৃণমূলের দুর্নীতির জবাব দেবে মানুষ। সামিমা শেখ বলছেন, ৩৬৫ দিন আমরা মানুষদের পরিষেবা দিয়েছি। তাই মানুষ আমাদেরই আশির্বাদ–দোয়া দেবেন। বজবজ–২ নম্বর ব্লকে শাসক দলের ৭১ নম্বর জেলা পরিষদের প্রার্থী শেখ বাপি। এখানেও চতুমুর্খী লড়াই হচ্ছে। বিজেপির সঙ্গে জোর ফাইট হবে বলেই মনে করছে রাজনৈতিক মহল। তবে সেখ বাপির প্রচারে জনসংযোগে কোনো খামতি রাখছেন না।

অন্যদিকে, বিষ্ণুপুর–২, টিএম ব্লকে জোরদার লড়াই হবে শাসক ও বিরোধী শিবিরের মধ্যে। ২০১৮ সালে আলিপুর সদর মহকুমায় প্রায় সর্বত্রই শাসক দলের প্রার্থীরা বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় জিতে গিয়েছিল। ২০২১ সালের নির্বাচনে দেখা যায় বিভিন্ন বিধানসভায় তৃণমূল প্রার্থীরা জিতে গেলেও হিন্দু অধ্যুষিত অনেক বুথেই নিঃশব্দে বিজেপির উত্থান হয়েছে।

এরপর পাঁচের পাতায়

ভোট পরবর্তী হিংসার আশঙ্কা

নিজস্ব প্রতিনিধি : দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলায় ফলতা এবং বজবজ–১ নম্বর ব্লকে ৮ জুলাই গ্রাম ও সমিতি স্তরে কোনো ভোট নেই। কারণ বিরোধী প্রার্থীরা কেউ মনোনয়নই করতে পারে নি। বজবজ–১ ব্লকে দু–এক জন করলেও তারা নাম প্রত্যাহার করে নেন। বজবজ–১ ব্লকের নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক বহুজন জানিয়েছেন আমাদের এখানে তালিবানী শাসন চলছে। সব জায়গায় ভোট হচ্ছে আমাদের এখানে হচ্ছে না। ২০১৮ সালেও এখানে ভোট হয়নি। শাসক তৃণমূল কংগ্রেস আশ্রিত দুষ্কৃতিরা বিরোধী দলের

ফলতা–বজবজ–১

কাউকেই ভোটে দাঁড়াতে দেয়নি। শুধুমাত্র ১টি জেলা পরিষদে ভোট হচ্ছে। সেখানেও মনে হয় সাধারণ মানুষ অবাধে ভোট দিতে পারবে না। চলছে ধমকানি–চমকানি। আমরা কি ভোটাধিকার প্রয়োগ করতে কোনোদিন পারব না? অন্যদিকে ফলতা পঞ্চায়েত ও সমিতির সব আসনে শাসক তৃণমূল কংগ্রেসের প্রার্থীরা বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় জিতে গেছে। জেলা পরিষদের আসনগুলোতে লড়াই হচ্ছে। কিন্তু এখানেও চলছে সন্ত্রাস। এমনই অভিযোগ করলেন বিজেপির এক মণ্ডল সভাপতি। তিনি বললেন শাসক দলের মস্তান বাহিনী বলে গেছে কেউ ভোট দিতে যাবেন না। ডাঃ হারবার বিজেপির সাংগঠনিক জেলার সংখ্যালঘু সেলের নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক এক নেতা জানালেন, ২০১৭ সালের ১৩ এপ্রিল আমাদের ফলতায় এক সভা হয়েছিল। তারপর আর সভা সমিতি হয়নি। তৃণমূলের যুব নেতা জাহাঙ্গীর খানের ভয়ে এখানে গণতন্ত্রের উৎসব বন্ধ হয়ে গেছে। আমাদের বিজেপি নাকি পৃথিবীর সর্ববৃহৎ রাজনৈতিক দল। চিন, পাকিস্তানকে সায়েস্তা করেছে, আর ফলতায় গণতন্ত্র ফেরাতে পারছে না। সংবাদ মাধ্যমে জেলা পরিষদের প্রার্থী জাহাঙ্গীর খান জানিয়েছেন, আমরা কাউকে বাধা দিইনি। বিরোধীদের প্রার্থী নেই আমরা কী করব। তাহলে জেলা পরিষদে ভোট হচ্ছে কী করে।

রাস্তা ও পোলের বেহাল অবস্থা

নিজস্ব প্রতিনিধি : দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার ঠাকুরপুকুর–মহেশতলা ব্লকের অন্তর্গত আশুতি–১ নম্বর পঞ্চায়েত সংযোগকারী কাঠের পোলটির ভগ্ন দশায় মানুষ আতঙ্কিত। যে কোনো সময় এখানে দুর্ঘটনা ঘটে যেতে পারে। এলাকার বাসিন্দা

আশুতি–১ ও চট্টা

এলাকার দক্ষিণ খানবেড়িয়া অঞ্চলের রাস্তার বেহাল অবস্থায় জেরবার হচ্ছেন নিত্য পথযাত্রী ও পরিবহন ব্যবস্থা। ময়নাগড় থেকে ৬ কিলোমিটার রাস্তা সংস্কার না হওয়ায় এলাকার মানুষ ক্ষোভে ফুঁসছেন। এই পথে ম্যাজিক গাড়ি চলাচল করে। ম্যাজিক স্ট্যান্ডের পরে একটি কাঠের পোল আছে। পোলের উল্টো দিকে এলাকাটি হল চট্টা গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার সানপুকুর সর্দারপাড়া। দুটি পঞ্চায়েত এলাকার আলাউদ্দিন মণ্ডল জানালেন, আমাদের কাঠের পোলটির অবস্থা খুবই খারাপ। এই পোলটির সংস্কার হলে মানুষ উপকৃত হবে। এই প্রসঙ্গে ঠাকুরপুকুর মহেশতলা ব্লকের বিডিও সঞ্জয় কুমার গুছাইত বলেন, আশুতি–১ পঞ্চায়েত এলাকায় জলের পাইপ লাইনের জন্য রাস্তার হাল খারাপ হয়েছে। পিএইচইকে বলা হয়েছে খুব শীঘ্রই রাস্তা সংস্কার হবে। কাঠের পোলটিরও সেচ দপ্তর দ্রুত সংস্কার করবে।

দুর্নীতিমুক্ত পঞ্চায়েত স্থাপনই মানুষের অগ্রাধিকার

কল্যাণ রায়চৌধুরী

অনেক টালবাহানা ও দোলাচল পর্ব অতিক্রম করে ২০২৩–এর পঞ্চায়েত নির্বাচন বাস্তবায়িত হচ্ছে। এই প্রতিবেদন যখন প্রকাশিত হবে, তখন চলতি পর্বের ত্রিস্তরীয় পঞ্চায়েত নির্বাচন সঙ্ঘটিত হচ্ছে। ফলে নির্বাচনের ফলাফল যাই হোক বা যে দলই ক্ষমতায় আসুক না কেন তারা প্রত্যেকেই জনগণের নির্বাচিত প্রতিনিধি। তাদের কাছে গ্রামের মানুষের নানা আশা–আকাঙ্ক্ষা।
তাদের প্রত্যাশা প্রসঙ্গে সর্বভারতীয় মতুয়া মহাসঙ্ঘের সাধারণ সম্পাদক তথা শিক্ষক মহীতোষ বৈদ্য তার প্রতিক্রিয়ায় বলেন, 'পঞ্চায়েত ভোটে নির্বাচিত হয়ে যে জন

প্রতিনিধিরা আসছেন, তাদের কাছে সাধারণ মানুষের একটাই প্রত্যাশা, তা হল পরিষেবাটা ঠিকঠাক পাওয়া। কারণ গ্রামে তো সাধারণত প্রান্তিক মানুষের বসবাস। তাই দলমত নির্বিশেষে গ্রামীণ সমস্যাগুলির সমাধান করা। যেমন আবাস যোজনার বাড়ি যেন সঠিক মানুষেই পায়। এছাড়া লক্ষ্মীর ভাণ্ডার, একশো দিনের কাজ, এসব ব্যাপারগুলো নিয়ে দীর্ঘ দিন ধরে স্বজন পোষণ বা পাইয়ে দেবার অভিযোগ নিয়ে তিতিবিরক্ত। তাই যারাই নির্বাচিত হয়ে আসুক না কেন, যেন এই বিষয়গুলো নিয়ে নিরপেক্ষতা বজায় রাখেন। এটাই কাম্য।'
বিশিষ্ট শিশু শল্য চিকিৎসক ডাঃ তপনজ্যোতি বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, 'আমার মতে প্রথম কথাই হল, শৃঙ্খলা পরায়ণতা। নির্বাচিত প্রতিনিধিরা সাধারণ মানুষের জন্য আইন শৃঙ্খলা বজায় রেখে এক দুর্নীতিমুক্ত সভ্য সমাজ ব্যবস্থা উপহার দিক। বর্তমানে গোটা সমাজ অসম্ভব দুর্নীতিতে ভরে গিয়েছে।

এরপর পাঁচের পাতায়

Alipur Barta: 57 year : Vol No.: 57, Issue No. 38, 8 July - 14 July, 2023

উত্তরের আঙিনায়

উত্তরবঙ্গে আবারো দুর্যোগের হাতছানি!

নিজস্ব প্রতিনিধি : আবার উত্তরবঙ্গে দুর্যোগের হাতছানি। হওয়া অফিস থেকে জানানো হয়েছে উত্তরবঙ্গের আলিপুরদুয়ার, জলপাইগুড়ি, কোচবিহারে ভারী বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা রয়েছে। শুধু এখানেই নয় দার্জিলিং ও কালিম্পংও ভারী বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা রয়েছে। ইতিমধ্যেই রাজ্যে বর্ষা প্রবেশ করেছে। শুরু থেকেই বর্ষা উত্তরবঙ্গে দুর্দান্ত ফর্মে! এবারে পাহাড়ে প্রথম থেকেই ব্যাপক বৃষ্টিপাত হচ্ছে। দার্জিলিং, কালিম্পং সিকিম সহ অন্যান্য পাহাড়ি এলাকায় ভারী বৃষ্টিপাতের কারণে মাঝে মাঝেই

পাহাড়ী রাস্তায় ধ্বস নামার ঘটনা ঘটছে।

অপরদিকে আলিপুর আবহাওয়া দপ্তর সূত্রে জানানো হয়েছে, দক্ষিণবঙ্গ জুড়ে বজ্রবিদ্যুৎ সহ মাঝারি বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা রয়েছে। দক্ষিণবঙ্গ থেকে উত্তরবঙ্গের উপরের জেলা গুলিতে ভারী থেকে অতিভারি বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা রয়েছে।

ডাবগ্রাম দুই নম্বর পঞ্চায়েত এলাকায় সাংবাদিক বৈঠকে মেয়র গৌতম দেব

নিজস্ব প্রতিনিধি : যারা দল বিরোধী কাজ করবেন তাদের আর দলে নেওয়া হবে না। এদিন ফুলবাড়িতে সাংবাদিক বৈঠকে এসে জানালেন শিলিগুড়ি পুরো নিগমের মেয়র গৌতম দেব। বৃহস্পতিবার বিকেলে অনুষ্ঠিত সাংবাদিক বৈঠকে মেয়র জানান যারা দল বিরোধী কাজ করেছে তাদের ইতিমধ্যেই দল থেকে বহিষ্কার করা হয়েছে। উল্লেখ্য তারা অনুরোধ করলেও তাদের আর দলে ফেরানো হবে না। উক্ত বিষয়টি ইতিমধ্যেই অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কে জানানো হয়েছে। গৌতম দেব আরো জানান,তৃণমূল কংগ্রেস ক্ষমতায় থাকাকালীন ডাবগ্রাম–ফুলবাড়ি

এলাকায় অনেক উন্নয়নমূলক কাজ হয়েছে। তবে এখানকার বিধায়ক কোনো কাজ করেননি। মানুষ সুযোগ দিলে আমরা আবার এই এলাকায় উন্নয়ন করব। প্রসঙ্গত ডাবগ্রাম–ফুলবাড়ি এলাকাটিকে শিলিগুড়ি পুরনিগমের আওতায় আনার অনুরোধ জানানো হবে, মুখ্যমন্ত্রীর সাথে আলোচনাও করা হবে বলে জানান ।

প্রচারের শেষ দিনে জলপাইগুড়িতে দিলীপ ঘোষ

নিজস্ব প্রতিনিধি : ৮ জুলাই রাজ্যে পঞ্চায়েত ভোট। তারই প্রচার সারতে জলপাইগুড়ি যান দিলীপ ঘোষ। এদিন প্রচারের শেষ দিনে জলপাইগুড়ির বেলাকোবায় বিজেপির প্রার্থীদের নিয়ে জোর কদমে ভোট প্রচার সারলেন বিজেপির সর্বভারতীয় সহ সভাপতি দিলীপ ঘোষ। বেলাকোবার অন্তর্গত পানিট্যাঙ্কি মোড় থেকে বটতলা পযর্ন্ত দিলীপ ঘোষের নেতৃত্বে প্রচার একটি মিছিল করা হয়। প্রার্থীদের পাশাপাশি এই মিছিলে পা মেলান শতাধিক বিজেপিকর্মীরাও। উক্ত মিছিলে ছিলেন জলপাইগুড়ি বিজেপি সাংসদ জয়ন্ত কুমার রায় সহ অন্যান্যরা।

এদিন প্রচারে গিয়ে দিলীপ ঘোষ বলেন, 'রাজ্যের মানুষ এখন শাসকদলের দিকে আর তাকাতে চাইছে না। তাই আমরা এতটাই নিশ্চিত যে এই পঞ্চায়েত নির্বাচনে আমরা আগের থেকে অনেকটাই এগিয়ে থাকব। আমার বিশ্বাস, গ্রাম–গঞ্জের মানুষ সবই বুঝতে পারছে। কিন্তু তারা কিছু করতে পারছে না। তাই এই ভোট ব্যাঙ্কের মাধ্যমেই তাদের সেবা করতে আমাদের ভোট দিয়ে জিতিয়ে আনবে।' আমরা চাই রাজ্যে হিংসা বা খুন খারাপি না হয়ে শান্তিতে ভোট হোক। তাতে বুঝতে পারা যাবে এখনকার মানুষ কাদের দিকে বেশি ঝুঁকছে। রাজ্যে পুলিশ ও কেন্দ্রীয় বাহিনী দিয়ে ভোট করানো হচ্ছে। আশা করছি মানুষ তাদের রায় শান্তিতে জানাতে পারবে।

সাপ্তাহিক রাশিফল

প্রিয়া জ্যোতিঃশাস্ত্রী

৮ জুলাই – ১৪ জুলাই, ২০২৩

মেষ রাশি : শারীরিক সমস্যার দরুণ কর্মক্ষেত্রে সমস্যায় পড়তে পারেন। এছাড়া ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের বিরাগ ভাজন হওয়ার সম্ভাবনা। সন্তানের আচরণে মানসিক শান্তি ব্যাহত হতে পারে। কর্মক্ষেত্রে বিপত্তি। বিলাস জাতীয় দ্রব্যের ব্যবসায় সাফল্য। কর্মক্ষেত্রে বিদেশ যাওয়ার সম্ভাবনা। পারিবারিক সমস্যা বৃদ্ধি।

প্রতিকার : প্রতিদিন ২৭ বার 'ওঁ ভৌময় নম' জপ করুন।

বৃষ রাশি : অর্জিত অর্থের অপব্যয়ের সম্ভাবনা। ব্যবসায় সাফল্য। সাংসারিক সমস্যার সমাধান। কর্মক্ষেত্রে বদলি। বিষয় সম্পত্তি নিয়ে সমস্যা সৃষ্টি হলেও তা থেকে অব্যহতির সম্ভাবনা। অর্থ ফেরৎ পাওয়ার সম্ভাবনা। সন্তান থেকে শুভ সংবাদ পেতে পারেন।

প্রতিকার : ললিতা সহস্রনাম জপ করুন।

মিথুন রাশি : অন্য মনস্কতার দরুন কাজকর্মে বিপত্তি হতে পারে। কর্মক্ষেত্রে প্রতিকূলতা এলেও তা বুদ্ধিমত্তার সঙ্গে সব বাধা কাটিয়ে ওঠার সম্ভাবনা। প্রতিবেশীদের সঙ্গে বিবাদ চরমপর্যায়ে পৌঁছতে পারে। যে কোনো কর্ম আলোচনা করে সিদ্ধান্ত নেওয়া উচিত। ভাই বোনের সঙ্গে সম্পর্কের উন্নতি।

প্রতিকার : প্রতিদিন ২১ বার 'ওঁ বুধায় নম' জপ করুন।

কর্কট রাশি : সঞ্চিত অর্থ ব্যয়ের সম্ভাবনা। স্বজনের সঙ্গে সম্পর্কের অবনতি। জবি বা বাড়ি ক্রয় করার সুযোগ আসতে পারে। রাস্তাঘাটে সাবধানে চলাফেরা করা প্রয়োজন। কর্মক্ষেত্রে পরিশ্রম করা সত্ত্বেও আশাতীত ফল লাভে বিলম্ব। গুপ্ত শত্রু বৃদ্ধি। সন্তানের পরীক্ষায় সাফল্যে বিলম্ব। দাম্পত্য সম্পর্কের অবনতি।

প্রতিকার : প্রতিদিন ১১ বার 'ওঁ দুর্গায় নমঃ জপ করুন।

সিংহ রাশি : দাম্পত্য সম্পর্কে চিড় ধরতে পারে। উঁচু স্থান থেকে পতনের সম্ভাবনা। শিল্পী সত্তার বিকাশের সঙ্গে আর্থিক উপার্জনের সুযোগ আসতে পারে। বিমানে ভ্রমণ এড়িয়ে চলাই শ্রেয়। আর্থিক ক্ষতির সম্ভাবনা। জমি বা বাড়ি ক্রয় করার ক্ষেত্রে সাবধানতা অবলম্বন প্রয়োজন। শারীরিক পীড়া বৃদ্ধির সম্ভাবনা।

প্রতিকার : ১৯ বার 'ওঁ ভাস্করায় নম' জপ করুন।

কন্যা রাশি : দুর্ঘটনা থেকে সাবধান। সৃষ্টিশীল কর্মে শিল্পীসত্তার বিকাশের সঙ্গে উপার্জন করার সুযোগ আসতে পারে। কর্মক্ষেত্রে প্রতিকূলতা কিছু কাটিয়ে ওঠার সম্ভবনা। প্রতিবেশির সঙ্গে সম্পত্তি নয়ে বিবাদের সম্ভাবনা। সামাজিক কাজকর্মে দুঃসাহসিকতার পরিচয়। স্বাস্থ্য খাতে ব্যয় বৃদ্ধি।

প্রতিকার : প্রতিদিন ৪১ বার 'ওঁ নমো নারায়ণ' জপ করুন।

তুলা রাশি : যে কোনো ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নিতে দ্বিধাগ্রস্তভাব। কর্মক্ষেত্রে সাফল্যে বাধা। ব্যবসায় সাফল্যে বিলম্ব। সম্পত্তি নিয়ে ভাই বোনের সঙ্গে সম্পর্কের অবনতি হতে পারে। সন্তানকে নিয়ে দাম্পত্য অশান্তি ব্যহত হতে পারে। স্বাস্থ্য নিয়ে চিন্তার কারণ আছে।

প্রতিকার : শুক্র গ্রহের জন্য শুক্রবার যজ্ঞ করুন।

বৃশ্চিক রাশি : হিতৈষী সেজে প্রতারণা করার জন্য আসতে পারে। কর্মোন্নতিতে বাধা। ব্যবসায় বিনিয়োগে ঝুকি রয়েছে। বিলাস ব্যসনে অর্থের অপব্যয় বৃদ্ধি। আর্থিক ক্ষতির সম্ভাবনা। ভ্রমণের পরিকল্পনা থেকে বিরত থাকায় শ্রেয়। গুরুজনের স্বাস্থ্যের যত্ন নেওয়া প্রয়োজন। শারীরিক পীড়া বৃদ্ধি। সন্তানের আচরণে মানসিক চাপ বৃদ্ধি।

প্রতিকার : হনুমান চালিশা পাঠ করুন।

ধনু : পারিবারিক সমস্যা বৃদ্ধি পেলেও প্রতিকূল অবস্থার জট কাটিয়ে অগ্রগতির সম্ভাবনা। বিভিন্ন ক্ষেত্র থেকে আর্থিক উপার্জন। হৃদজনিত রোগের সম্ভাবনা বৃদ্ধি। অর্জিত অর্থ ব্যয় হওয়ার সম্ভাবনা। বন্ধুর বিশ্বাসঘাতকতায় মনোকষ্ট বৃদ্ধি।

প্রতিকার : প্রত্যহ ২১ বার 'ওঁ গুরবে নম' জপ করুন।

মকর রাশি : স্বজনের কাজকর্মে মানসিক চাপ বৃদ্ধি। শেয়ার বা লটারী বা ফাটকা অর্থের জন্য বিনিয়োগ না করাই শ্রেয়। পারিবারিক সমস্যা বৃদ্ধি। গুরুজনের স্বাস্থ্য নিয়ে চিন্তার কারণ থাকবে। কোনো প্রতারকের পাল্লায় পড়তে পারেন। কর্মক্ষেত্রে সমস্যার সম্মুখীন হতে পারেন। ব্যবসায় সাফল্য। শারীরিক সমস্যা বৃদ্ধি হতে পারে।

প্রতিকার : শনিবার দিন শনিবার যজ্ঞ করুন।

কুম্ভ রাশি : রোগের প্রকোপ বৃদ্ধি। দাম্পত্য সম্পর্কের উন্নতি এবং পারিবারিক সমস্যার সমাধান। চাকরিতে পদোন্নতির সুযোগ রয়েছে। সম্পত্তি রক্ষণাবেক্ষণে ভাইবোনর সম্মতি। নামী কোম্পানিতে কর্ম পাওয়ার সুযোগ আসতে পারে। কর্মক্ষেত্রে দায়িত্ব বৃদ্ধির সঙ্গে প্রশংসা ও মান সম্মান বদ্ধি। স্বাস্থ্য খাতে ব্যয় বৃদ্ধি।

প্রতিকার : শনিবার গরিবদের দান করুন।

মীন রাশি : বন্ধুর থেকে প্রতারিত হওয়ার সম্ভাবনা। পাড়া প্রতিবেশির সঙ্গে সম্পর্কের উন্নতি। চাকরিতে সাফল্য। সন্তানের আচরণে মানসিক প্রশান্তি। কর্মক্ষেত্রে প্রতিকূলতা সত্ত্বেও কর্মোন্নতির সম্ভাবনা। তীর্থক্ষেত্রে ভ্রমণের সুযোগ আসতে পারে।

প্রতিকার : বৃহস্পতিবার বৃদ্ধ ব্রাহ্মণদের দান করুন

সেবিতে ২৫ অফিসার

নিজস্ব প্রতিনিধি : সিকিউরিটি অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ বোর্ড অফ ইন্ডিয়া লিগ্যাল শাখায় 'অফিসার গ্রেড–এ (অ্যাসিস্ট্যান্ট ম্যানেজার)' পদে ২৫ জন লোক নিচ্ছে। আইনের ডিগ্রি কোর্স পাশরা আবেদন করতে পারেন। অ্যাডভোকেট হিসাবে অন্তত ২ বছরের পোস্ট কোয়ালিফিকেশন অভিজ্ঞতা থাকলে ভালো হয়। বয়স হতে হবে ৩১ মে ২০২৩ সালের হিসাবে ৩০ বছরের মধ্যে অর্থাৎ, জন্ম তারিখ হতে হবে ১ জুন ১৯৯৩ বা তারপর। তপশিলি, ওবিসি'রা যথারীতি বয়সে ছাড় পাবেন। শুরুতে ২ বছরের প্রবেশন। মূল মাইনে : ৪৪,৫০০ থেকে ৮৯,১৫০ টাকা। শূন্যপদ: ২৫টি (জেনা : ১১, ওবিসি ৭, তঃজাঃ ৩, তঃ উঃ জাঃ ২, ইডব্লু.এস ২)।

প্রার্থী বাছাই হবে দুটি ফেজে। প্রথম ফেজের পরীক্ষা হবে অনলাইনে। পরীক্ষা হবে ৫ আগস্ট, কলকাতা, আসানসোল, শিলিগুড়ি, ধানবাদ, জামশেদপুর, রাঁচী, আগরতলা, গ্যাংটক। প্রথম ফেজে ২০০ নম্বরের দুটি পেপার থাকবে।

প্রথম পেপারে ১০০ নম্বরের মাল্টিপল চয়েজ টাইপের প্রশ্ন হবে এই সব বিষয়ে। ইংলজি ল্যাঙ্গোয়েজ, কোয়ান্টিটেটিভ অ্যাপ্টিটিউট টেস্ট অফ রিজনিং। সময় থাকবে ৬০ মিনিটে। দ্বিতীয় পেপারে ১০০ নম্বরের ৪০ মিনিটের পরীক্ষায় প্রশ্ন থাকবে সংশ্লিষ্ট বিষয়ের ওপর।

দ্বিতীয় ফেজের পরীক্ষা হবে ৯ সেপ্টেম্বর। প্রথম পেপারে ১০০ নম্বরের ৬০ মিনিটের পরীক্ষায় প্রশ্ন হবে ইংরিজি ডেসক্রিপ্টিভ টাইপের টেস্ট আর দ্বিতীয় পেপারে ১০০ নম্বরের ২১০ মিনিটের পরীক্ষায় থাকবে সংশ্লিষ্ট বিষয়ের ওপর প্রশ্ন। এম.সি.কিউ. টাইপের পার্টে নেগেটিভ মার্কিং আছে। প্রতিটি প্রশ্নের ভুল উত্তরের জন্য প্রাপ্ত নম্বর থেকে ১ নম্বর কাটা যাবে।

দ্বিতীয় ফেজের পরীক্ষায় প্রথম পেপারে ৩০ শতাংশ ও দ্বিতীয় পেপারে ৪০ শতাংশ নম্বর পেলে কোয়ালিফাই করতে পারবেন। এরপর হবে ইন্টারভিউ।

দরখাস্ত করবেন অনলাইনে, ৯ জুলাই পর্যন্ত। এই ওয়েবসাইটে : www.sebi.gov.in এজন বৈধ একটি ই–মেল আইডি থাকতে হবে।

প্রথমে পাশপোর্ট মাপের ফটো, সিগনেচার, লেফট থাম্ব ইমপ্রেশন স্ক্যান করে নেবেন। এছাড়াও নীচের এই প্যারাগ্রাফটি নিজের হাতে লিখে স্ক্যান করে নেবেন'I---(Name of the candidate), hereby declare that all the information submitted my me in the application form is correct, true and valid. I will present the supporting documents as and when required.'

এবার ওই ওয়েবসাইটে গিয়ে যাবতীয় তথ্য দিয়ে সাবমিট করলেই নাম রেজিস্ট্রেশন হয়ে যাবে। তারপর পরীক্ষা ফী বাবাদ ১,০০০ (তপশিলি, প্রতিবন্ধী হলে ১০০) টাকা ডেবিট কার্ড, ক্রেডিট কার্ড বা, অনলাইনে দিতে হবে। টাকা জমা দেওয়ার পর সিস্টেম জেনারেটেড অ্যাপ্লিকেশন ফর্ম প্রিন্ট করে নেবেন। আরো বিস্তারিত তথ্য পাবেন ওই ওয়েবসাইটে।

কাজের খবর

এইমসে ৩২৬ ক্লার্ক, অ্যাডেন্ড্যান্ট, স্টোরকিপার

নিজস্ব সংবাদদাতা : চণ্ডীগড়ের রাইপুরের অল ইন্ডিয়া ইনস্টিটিউট অফ মেডিক্যাল সায়েন্সেস হসপিটাল অ্যাটেন্ড্যান্ট, স্টোরকীপার কাম ক্লার্ক, ডিসপেনসিং অ্যাটেন্ড্যান্টস, ফার্মাসিস্ট, স্টোরকীপার, ইলেকট্রিশিয়ান, মেকানিক, ওয়্যারম্যান ট্রেডে ৩২৬ জন লোক নিচ্ছে. কারা কোন পদের জন্য যোগ্য :

হসপিটাল অ্যাটেন্ড্যান্ট গ্রেড ৩ (নার্সিং অর্ডারলি) : মাধ্যমিক পাশরা কোনো স্বীকৃত প্রতিষ্ঠান থেকে হসপিটাল সার্ভিসের (সেন্ট জন অ্যাম্বুলেন্স) সার্টিফিকেট কোর্স পাশ হলে আবেদন করতে পারেন। হসপিটালে কাজ করার অভিজ্ঞতা থাকলে ভালো হয়। বয়স হতে হবে ৩০ বছরের মধ্যে। শূন্যপদ : ৩০টি। (জেনারেল ১৩, ওবিসি ৮, তফশিলি জাতি ৪, তফশিলি উপজাতি ২, ইডব্লুএস ৩)।

ফার্মাসিস্ট গ্রেড ২ : ফার্মাসির ডিপ্লোমা কোর্স পাশরা ফার্মাসিস্ট হিসাবে নাম নথিভুক্ত থাকলে যোগ্য। ফার্মাসির ডিগ্রি কোর্স পাশ হলে ভালো হয়। বয়স হতে হবে ২১ থেকে ২৭ বছরর মধ্যে। মাইনে লেভেন–৫ অনুযায়ী। শূন্যপদ (২৭টি (জেনারেল ১২, ওবিসি ৭, তফশিলি জাতি ৪, তফশিলি উপজাতি ২, ইডব্লুএস ২)।

ডিসেকশন হল অ্যাটেন্ড্যান্ট : মাধ্যমিক পাশরা ৩ বছরের আর উচ্চ মাধ্যমিক পাশরা ১ বছর সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে কাজ করার অভিজ্ঞতা থাকলে যোগ্য। বয়স হতে হবে ৩০ বছরের মধ্যে। শূন্যপদ : ৮টি (জেনারেল ৫, ওবিসি ২, তফশিলি জাতি ১)

সিনিয়র নার্সিং অফিসার : বিএসসি, নার্সিং কোর্স পাশরা যোগ্য। পোস্ট বেসিক বিএসসি নার্স কোর্স পাশরাও আবেদন করতে পারেন। রাজ্য বা, ভারতীয় নার্সিং কাউন্সিলে নার্স ও মিডওয়াইফ হিসাবে নাম নথিভুক্ত থাকতে হবে। অন্তত ২০০ শয্যার হাসপাতালে স্টাফ গ্রেড হিসাবে অন্তত ৩ বছর কাজ করার অভিজ্ঞতা থাকতে হবে। বয়স হতে হবে ৩৫ বছরের মধ্যে। মাইনে পে লেভেল ৮ অনুযায়ী। শূন্যপদ : ১২৬টি (জেনারেল ৫২, ওবিসি ৩৪, তফশিলি জাতি ১৯, তফশিলি উপজাতি ৯, ইডব্লুএস ১২)।

ডায়াটেশিয়ান : এমএসসি (ফুড সায়েন্স, ফুড অ্যান্ড নিউট্রিশন), এমএসসি, ক্লিনিক্যাল নিউট্রিশন অ্যান্ড ডায়াটেটিক্স), এমএসসি (ফুড সায়েন্স অ্যান্ড নিউট্রিশন), এমএসসি (ফুড অ্যান্ড নিউট্রিশন ডায়াটেটিক্স), এমএসসি (ফুড সার্ভিস ম্যানেজমেন্ট অ্যান্ড ডায়াটেটিক্স) কোর্স পাশরা যোগ্য। অন্তত ২০০ শয্যার হাসপাতালে অন্তত ৩ বছর কাজ করার অভিজ্ঞতা থাকতে হবে।বয়স হতে হবে ৩৫ বছরের মধ্যে। মাইনে পে লেভেল ৭ অনুযায়ী। শূন্যপদ ১০ টি (জেনারেল ৫, ওবিসি ৩, তফশিলি জাতি ১, ইডব্লুএস ১)।

স্টোরকীপার কাম ক্লার্ক : যেকোনো শাখার গ্র্যাজুয়েটরা স্টোর্সের কাজে অন্তত এক বছরের অভিজ্ঞতা থাকলে যোগ্য। মেটেরিয়াল ম্যানেজমেন্টের পোস্ট–গ্র্যাজুয়েট ডিগ্রি বা, ডিপ্লোমা কোর্স পাশ হতে ভালো হয়। বয়স হতে হবে ৩০ বছরের মধ্যে। মূল মাইনে : ১৯৯০০–৬৩,২০০ টাকা। শূন্যপদ : ৮৫টি (জেনারেল ৩৭, ওবিসি ২২, তফশিলি জাতি ১২, তফশিলি উপজাতি ৬, ইডব্লুএস ৮)।

ওয়্যারম্যান : মাধ্যমিক পাশরা ইলেক্ট্রিশিয়ান ট্রেডের সার্টিফিকেট বা, ডিপ্লোমা কোর্স পাশ হলে যোগ্য। ইলেক্ট্রিক্যাল ওয়ার্কম্যান সার্টিফিকেট অফ কম্পিটেন্সি থাকতে হবে আর ইলেক্ট্রিক্যাল ট্রেডে অন্তত ৫ বছর কাজ করার অভিজ্ঞতা থাকতে হবে। বয়স হতে হবে ১৮ থেকে ৩০ বছরের মধ্যে। মূল মাইনে : ১৯,৯০০ থেকে ৬৩,২০০ টাকা। শূন্যপদ ২০টি (জেনারেল ৯, ওবিসি ৫, তফশিলি জাতি ৩, তফশিলি উপজাতি ১, ইডব্লুএস ২)।

ইলেক্ট্রিশিয়ান : মাধ্যমিক পাশরা ইলেক্ট্রিশিয়ান ট্রেডের সার্টিফিকেট বা, ডিপ্লোমা কোর্স পাশ হলে যোগ্য। ইলেক্ট্রিক্যাল সুপারভাইজর সার্টিফিকেট থাকতে হবে আর ইলেক্ট্রিক্যাল ট্রেডে অন্তত ৫ বছর কাজ করার অভিজ্ঞতা থাকতে হবে। বয়স হতে হবে ১৮ থেকে ৩০ বছরের মধ্যে। মূল মাইনে : ১৯,৯০০ থেকে ৬৩,২০০ টাকা। শূন্যপদ ৬টি(জেনারেল ৫, ওবিসি ১)।

স্টোরকীপার : যেকোনো শাখার গ্র্যাজুয়েটরা মেটেরিয়াল ম্যানেজমেন্টের পোস্ট গ্র্যাজুয়েট ডিগ্রি বা, ডিপ্লোমা কোর্স পাশ হলে যোগ্য। মেটেরিয়াল ম্যানেজমেন্টের ডিগ্রি কোর্স পাশরা স্টোর হ্যান্ডলিংয়ের কাজে অন্তত ৩ বছরের অভিজ্ঞতা থাকলেও যোগ্য। বয়স হতে হবে ১৮ থেকে ৩৫ বছরের মধ্যে। মূল মাইনে ১৯,৯০০ – ৬৩,২০০ টাকা শূন্যপদ : ৮টি (জেনারেল ৫, ওবিসি ২, তফশিলি জাতি ১)।

সবক্ষেত্রে শুরুতে ২ বছরের প্রবেশন। সব পদের বেলায় বয়স গুণতে হবে ১৯–৭–২০২৩ সালের হিসাবে। তপশিলিরা ৫ বছর, ওবিসিরা ৩ বছর আর প্রতিবন্ধীরা ১০ বছর বয়সে ছাড় পাবেন। মূল মাইনে পে ম্যাট্রিক্স লেভেল ২ অনুযায়ী। এই পদের বিজ্ঞপ্তি নং প্রার্থী বাছাই হবে অনলাইনে পরীক্ষার মাধ্যমে। ৯০ মিনিটের ১০০ নম্বরের ১০০টি প্রশ্ন। এরপর হবে স্কিল টেস্ট। পরীক্ষা হবে পূর্ব ভারতে কলকাতা, গুয়াহাটি, পাটনা। কবে কোথায় পরীক্ষা হবে তা ওয়েবসাইটে জানতে পারবেন। দরখাস্ত করবেন অনলাইনে ১৯ জুলাইয়ের মধ্যে। এই ওয়েবসাইটে : www.aiimsraipur.edu.in. এজন্য বৈধ একটি ইমেল আইডি থাকতে হবে। এছাড়াও পাশপোর্ট মাপের ফটো ৫০ কেবির মধ্যে আর সিগনেচার ৩০ কেবির মধ্যে জেপিজি ফর্ম্যাটে স্ক্যান করে নেবেন। দরখাস্ত করার আগে পরীক্ষা ফি বাবদ ১,০০০ (তফশিলি, প্রতিবন্ধী, মহিলা, প্রাঃসংকঃ হলে ১০০) টাকা ইন্টারনেট ব্যাঙ্কিং, ডেবিট কার্ড, ক্রেডিট কার্ডে জমা দেবেন। এবার যাবতীয় তথ্য দিয়ে ফটো ও সিগনেচার আপলোড করে সাবমিট করলেই নাম রেজিসেস্ট্রশন হয়ে যাবে। তখন সিস্টেম জেনারেটেড অ্যাপ্লিকেশন ফর্ম প্রিন্ট করে নিজের কাছে রেখে দেবেন। প্রার্থী বাছাই পরীক্ষার সময় যাবতীয় প্রমাণপত্রের মূল ও প্রত্যয়িত জেরক্স সঙ্গে নিয়ে যাবেন।

শব্দবার্তা ২৫৪

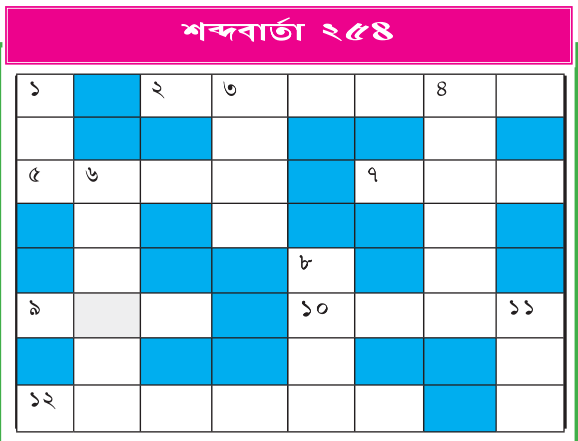

শুভজ্যোতি রায়

পাশাপাশি

২। বৌদ্ধ মতে জ্ঞানের দেবী ৫। সালাম, নমস্কার ৭। দীন ৯। 'তোমার —— শূন্য আজি' ১০। ভ্রমরী ১২। ফণীশ্বর নাথ রেণু রচিত হিন্দি উপন্যাস।

উপর–নীচ

১। অবস্থা, দশা ৩। জ্ঞানে পরিপূর্ণ ৪। বাগ্‌ধারা বিশেষ ৬। মাঝে–মাঝে ৮। ক্রমাগত বকুনি, তিরস্কার ১১। ময়ূর।

সমাধান : ২৫৩

পাশাপাশি : ১। অধিকার ৪। বিধানসভা ৫। শতধার ৭। ফরমান ৯। বিমানডাক ১০। থানাদার।

উপর–নীচ : ১। অনুদেশ ২। রবিবার ৩। আসরে নামা ৬। তরঙ্গমালা ৭। ফলকথা ৮। নটবর।

ফ্যাটি লিভার নিয়ে চিন্তিত?

ডাঃ মানস কুমার সিনহা

আরও একটি অনিয়মিত জীবনশৈলী এবং খাদ্যাভ্যাসের পরিণতি হল ফ্যাটি লিভার বা যকৃতে অতিরিক্ত চর্বি বৃদ্ধি। আজকাল আল্ট্রাসাউন্ডের জমানায় খুব সহজেই এই ফ্যাটি লিভার ডায়াগনোসিস করা সম্ভব। এই রোগে আক্রান্ত হওয়ার সংখ্যা নেহাত কম নয়। লিভারের রোগ যে অ্যালকোহলিকদের ক্ষেত্রে বেশি মাত্রায় হয়ে থাকে এ ধারণা প্রায় প্রত্যেকেরই আছে। কিন্তু নন অ্যালকোহলিকদের ক্ষেত্রেও যে ফ্যাটি লিভারে আক্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনা থাকে সেটা কিন্তু মাথায় রাখতে হবে। গত কয়েক দশকে অনিয়ন্ত্রিত জীবনধারার ফলে জনসংখ্যার এক বৃহদাংশ (৭ – ৩০ %) নন অ্যালকোহলিক ফ্যাটি লিভার ডিজিজ এ ভুগছেন। সাধারণত লিভারে কিছু পরিমাণ চর্বি থাকা স্বাভাবিক কিন্তু এই চর্বির মাত্রা বাড়তে শুরু করে লিভারের ওজনের পাঁচ থেকে দশ শতাংশ বৃদ্ধি হলে তাকে ফ্যাটি লিভার বলা হয়। এরপর লিভারের কোষের প্রদাহ শুরু হতে পারে এবং আস্তে আস্তে লিভারের কোষ ক্ষতিগ্রস্ত হতে থাকে। লিভারের গঠন হয়ে পড়ে এবড়ো খেবড়ো। পরবর্তীকালে লিভার ফাইব্রোসিস, সিরোসিস, লিভার ফেলিওর এমনকি লিভার ক্যান্সারের মতো সাংঘাতিক পরিণতির দিকে অগ্রসর হয়।

খাদ্য তালিকা

Breakfast	- এক কাপের ও অর্ধেক ওটস এর সঙ্গে 2 টেবিল স্পুন আমন্ড বাটার। - এক কাপ কফির সঙ্গে সর-তোলা দুধ কিংবা ফ্যাট ছাড়া দুধ।
Lunch	- সুগন্ধি মেশানো ভিনিগার দিয়ে পালং শাক এবং অলিভ অয়েল ছড়ানো। - 250 গ্রাম গ্রিল চিকেন - একটা ছোট সেদ্ধ আলু - এক কাপ রান্না করা ব্রকলি, গাজর কিংবা অন্য সবজি। - একটা আপেল। - এক গ্লাস দুধ।
Snacks	- 1/2 টেবিল স্পুন পিনাট বাটার এবং টুকরো টুকরো করে কাটা আপেল। - সাথে কাঁচা সবজির হিউমাস
Dinner	- সিম বা বিনসের মিক্সড সবজি - 250 গ্রাম গ্রিলড স্যালমন মাছ - এক কাপ রান্না করা ব্রকলি - একটা গোটা শস্য দিয়ে তৈরি রোল - এক কাপ মিক্সট বেরি

এই রোগের একটি মূল কারণ হলো স্থূলতা। বিশেষ করে পেটের চর্বি বৃদ্ধি। এছাড়া অনিয়ন্ত্রিত ব্লাড প্রেশার, টাইপ টু ডায়াবেটিস, ইন্সুলিন রেজিস্ট্যান্স, উচ্চ কোলেস্টেরল এবং টাইগ্লিসারাইডের সমস্যায় যারা ভুগছেন তাদেরও ফ্যাটি লিভারে আক্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনা অত্যন্ত বেশি। কিছু বিশেষ বিশেষ ওষুধের সেবনের ফলেও ফ্যাটি লিভার হবার সম্ভাবনা থাকে।

সাধারণত এই রোগে আক্রান্তদের প্রথমদিকে কোন উপসর্গ থাকে না কিন্তু পরবর্তীকালে রোগের প্রগতির সঙ্গে সঙ্গে পেটের উপরিভাগের ডান দিকে ব্যথা ও ভার হয়ে থাকা, বমি বমি ভাব, খিদে কমে যাওয়া ওজন হ্রাস পাওয়া, ত্বক বা চোখের সাদা অংশ হলুদ হয়ে যাওয়া, পেট এবং পা ফুলে যাওয়া, অত্যাধিক ক্লান্তি, মানসিক বিভ্রান্তি, দুর্বলতা ইত্যাদি উপসর্গ দেখা যায়। এই রোগ ডায়াগনোসিস করতে সাধারণত চিকিৎসকেরা লিভার এনজাইমের পরীক্ষা করে থাকেন। এনজাইমের বৃদ্ধি লক্ষ্য করলে চিকিৎসকেরা পরবর্তীকালে আলট্রাসাউন্ড, সিটি স্ক্যান, লিভার বায়পসি, এবং ফাইব্রোস্কান পরীক্ষাও করতে পারেন। এই রোগ থেকে পরিত্রাণ পেতে গেলে অবিলম্বে অ্যালকোহল পরিত্যাগ করতে হবে। ওজন কমানো অত্যন্ত জরুরি, নিয়মিত ওষুধ সেবন করে ডায়াবেটিস, কোলেস্টেরল এবং টাইগ্লিসারাইড নিয়ন্ত্রণ করতে হবে। নিয়মিত ব্যায়াম করা দরকার। পরিমাণ মতো ফলমূল শাকসবজি খেতে হবে। সাধারণত অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ফ্যাটি লিভারে আক্রান্ত রোগীর রোগ নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব। যাতে সিরোসিসের মতো মারাত্মক পরিণতির দিকে রোগটি না এগোয় তা দেখতে হবে এবং প্রাথমিক ক্ষেত্রেই ব্যবস্থা নিতে হবে।

লিভারের এক আশ্চর্যজনক ক্ষমতা রয়েছে নিজেকে মেরামত করে নেওয়ার। তাই সঠিক সময়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিলে লিভারের ক্ষতি এড়ানো সম্ভব।

সভা, সাহিত্যসভা, সেমিনার, বই প্রকাশ, সিডি প্রকাশের জন্য আপনাদের অপেক্ষায়
হিন্দ্ সংঘ
যোগাযোগ
৮৫৮২৯৫৭৩৭০

বিজ্ঞপ্তি
কম খরচে পাত্র–পাত্রী, কর্মখালি, টেন্ডার নোটিশ সহ ক্লাসিফায়েড বিজ্ঞাপন দিতে যোগাযোগ করুন আলিপুর বার্তা দফতরে। ই–মেলেও বিজ্ঞাপন পাঠাতে পারেন।

কর্মখালি
দক্ষিণ ২৪ পরগনার বিষ্ণুপুরের সামালি এলাকায় সমাজ কল্যাণ দফতর অনুমোদিত আবাসিক হোমে ছেলেদের দেখাশোনা করার জন্য একজন মাঝ বয়সী লেখাপড়া জানা অভিজ্ঞ সর্বক্ষণের পুরুষ কেয়ার টেকার প্রয়োজন। সত্বর যোগাযোগ করুন এই নম্বরে : ৮০১৩৫২৩০৯৫/ ৯৮৩০২৮৪৯৯২

আলিপুর বার্তার সার্কুলেশনের জন্য যোগাযোগ করুন এই নম্বরে
৯৮৭৪০১৭৭১৬

এনআইএ স্ক্যানারে তৃণমূল প্রার্থী

নিজস্ব প্রতিনিধি : বিস্ফোরক উদ্ধারের ঘটনায় বানিওড় গ্রামপঞ্চায়েতের তৃণমূল প্রার্থী মনোজ ঘোষকে তলব করেছে এনআইএ। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, গোপনসূত্রে খবর পেয়ে নলহাটি ১ নং ব্লকের বাহাদুরপুর গ্রামে পাথর ব্যবসায়ী মনোজ ঘোষের অফিস রাজলক্ষ্মী এন্টারপ্রাইজে ২৮ জুন সকাল সাতটা থেকে তল্লাশি করে জাতীয় তদন্তকারী সংস্থা (এনআইএ)। দুপুর সাড়ে তিনটে পর্যন্ত চলে তল্লাশি। পরিত্যক্ত ঘর থেকে একটি দেশি পিস্তল, চারটে কার্তুজ, একশো তিরিশ জিলোটিন স্টিক, একটি নজর ক্যামেরার ডিভিআর, পঞ্চাশ কেজি অ্যামোনিয়াম নাইট্রেট উদ্ধার করে এনআইএ। মনোজের হিসাব নিকাশ অফিস সিল করে দিয়েছে এনআইএ। অভিযানের খবর পেয়ে এলাকা ছেড়েছে মনোজ। পঞ্চায়েত ভোটে বানীওড় গ্রামপঞ্চায়েতের তৃনমূলপ্রার্থী মনোজ ঘোষ। মনোজকে ফাঁসানো হয়েছে বলে দাবি নলহাটি ১ নং ব্লক তৃণমূল সভাপতি অশোক ঘোষের

গোষ্ঠীদ্বন্দ্বে রণক্ষেত্র ডুমুরগ্রাম

নিজস্ব প্রতিনিধি : সোমবার রাতে মুরারই এক নং ব্লকের ডুমুরগ্রাম পঞ্চায়েতের প্রাক্তন প্রধান কাজী আসরাফুল নবাব এবং তৃনমূল নেতা টনিক শেখের অনুগামীদের মধ্যে মারামারি ইটবৃষ্টিতে রণক্ষেত্র হয়ে ওঠে এলাকা। জখম হয় ৩ জন। নির্বাচনী কার্যালয় ভাঙচুর করা হয়। জখমরা রামপুরহাট মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। দুইপক্ষের ১০ জনকে আটক করেছে মুরারই থানার পুলিশ।

ডায়মন্ড হারবারে জোয়ারের জলের তোড়ে ভাঙল একাধিক বাড়ি

অর্ঘ রায়, ডায়মন্ড হারবার: খালের জোয়ারের জলের তানে ভেঙে পড়ল একাধিক বাড়ি। ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে দক্ষিণ ২৪ পরগনার ডায়মন্ড হারবার পুরসভার ১৪ নং ওয়ার্ডের শান্তিপল্লীতে। বাড়ি ভেঙে পড়ায় গৃহহীন কয়েকটি পরিবার। স্থানীয়দের দাবি, গত কয়েক বছর ধরে ভাঙন শুরু হয়েছে ডায়মন্ড হারবার মগরাহাট খালের তীরবর্তী এলাকা ডায়মন্ড হারবার পুরসভার ১৪ নং ওয়ার্ডের শান্তি পল্লীতে। অবশ্য রাজ্য সরকারের উদ্যোগে শান্তিপল্লী খাল তীরবর্তী এলাকায় কংক্রিটের বাঁধ করা হলেও বেশ কিছুটা জায়গায় কংক্রিটের বাঁধ নির্মাণ করা হয়নি। এরই জেরে বৃহস্পতিবার ভোররাতে আবারো খালের জোয়ারের জলের তোড়ে ভেঙে পড়ে শান্তিপল্লীর একাধিক বাড়ি। ফলে গৃহহীন হয়ে পড়েছেন শান্তি পল্লীর একাধিক পরিবার।
অবশ্য ডায়মন্ড হারবার পুরসভার চেয়ারম্যান প্রণব দাস বলেন, গতবছর ওই এলাকায় ভাঙন দেখা দিয়েছিল রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে কংক্রিটের বাঁধ করা হয়েছে কিন্তু আবার কেন এলাকায় বাড়ি ভেঙে পড়ছে তা খতিয়ে দেখে পুরসভার পক্ষ থেকে ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

পুলিশ ও শাসকদলের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ ও ডেপুটেশন

নিজস্ব প্রতিনিধি : ভোটের প্রচার কাজ শেষ হয়ে গেছে। শনিবার ভোট রাজ্যের ত্রিস্তর পঞ্চায়েতে। তবে এবারের ভোটের মনোনয়নপত্র জমা দেওয়া থেকে শুরু করে এখনো সারা রাজ্যে বিক্ষিপ্ত গন্ডগোল চলছে। বহু ক্ষেত্রে বিরোধী দলের অভিযোগ পুলিশকে কাজে লাগিয়ে তৃণমূল বিরোধীদলের কর্মী ও প্রার্থীদের ভয় দেখাচ্ছে। মিথ্যা কেসে ফাঁসাচ্ছে। আর এই সব অভিযোগকে সামনে রেখে বৃহস্পতিবার জয়নগর ২ নং ব্লকের বকুলতলা থানায় বিক্ষোভ ও গণ ডেপুটেশন কর্মসূচি পালন করল এসইউসিআই কর্মীরা। এ ব্যাপারে এদিন বিক্ষোভস্থল থেকে জয়নগরের প্রাক্তন বিধায়ক তরুণকান্তি নস্কর বলেন, ভোটের ঠিক আগে বকুলতলা থানার পুলিশ ও তৃণমূলের গুন্ডা বাহিনী এস ইউ সি আই কর্মী ও প্রার্থীদের হুমকি দিচ্ছে। পুলিশ মিথ্যা ভাবে এসইউসিআই কর্মীদের গ্রেপ্তার করছে। এরা ভালো ভাবে ভোট করাতে চায় না। কারণ এরা জানে মানুষ তাঁর নিজের ভোট নিজে দিতে পারলে তৃণমূলের বিরুদ্ধেই দেবে। তাই সন্ত্রাস করে প্রশাসনকে কাজে লাগিয়ে ক্ষমতায় আসতে চাইছে। মিথ্যাভাবে বাইশহাটায় আমাদের কর্মীদের উপর অত্যাচার করছে তৃণমূল পুলিশের মদতে। জয়নগর, কুলতলি সর্বত্র একই অবস্থা। আর এর বিরুদ্ধে বৃহস্পতিবার বকুলতলা থানায় বিক্ষোভ ও গণডেপুটেশন কর্মসূচি পালন করা হয় এসইউসিআইয়ের পক্ষ থেকে।

গণেশনগরে বেহাল নদী বাঁধ, আতঙ্কিত এলাকাবাসী

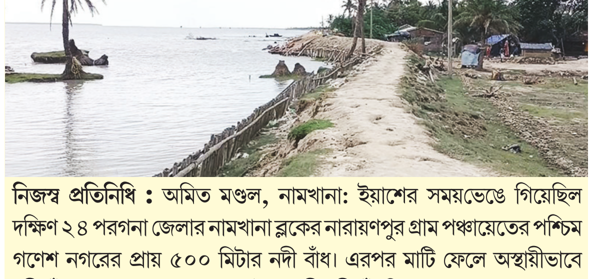

নিজস্ব প্রতিনিধি : অমিত মণ্ডল, নামখানা: ইয়াশের সময়ভেঙে গিয়েছিল দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার নামখানা ব্লকের নারায়ণপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের পশ্চিম গণেশ নগরের প্রায় ৫০০ মিটার নদী বাঁধ। এরপর মাটি ফেলে অস্থায়ীভাবে নদী বাঁধের মেরামত করা হয়। সেই অস্থায়ী নদী বাঁধটিরও এখন বেহাল অবস্থা। যে কোনো মুহূর্তে এই নদী বাঁধটি ভেঙে প্লাবিত হতে পারে গ্রাম, এমনটাই আশঙ্কা করছেন গ্রামবাসীরা। এ বিষয়ে গ্রামবাসীরা জানান, ইয়াশের সময় এই নদী বাঁধটি ভেঙে নোনা জলে প্লাবিত হয়েছিল গ্রাম। এরপর অস্থায়ীভাবে নদী বাঁধটির মেরামত করা হয়। আর সেভাবেই থেকে গিয়েছে বাঁধটি। নদীর ঢেউ লেগে লেগে এখন বাঁধটির আরও বেহাল অবস্থা। বর্তমান বর্ষাকাল চলছে, সামনে পূর্ণিমা ও অমাবস্যার ভরা কোটাল রয়েছে, কীভাবে কাটবে দিন আতঙ্কে দিন কাটাচ্ছেন গ্রামবাসীরা। তবে এবিষয়ে বিজেপি নেতা সত্যব্রত গিরি জানান, কেন্দ্রীয় সরকার সুন্দরবনের জন্য যে পরিমাণ টাকা পাঠায়, সেই টাকার সঠিক ব্যবহার করা হলে, সুন্দরবন অঞ্চলের নদী বাঁধের অবস্থা এই রকম বেহাল থাকতো না। ইয়াশের সময়ে ওই নদী বাঁধটি ভেঙে গিয়েছিল। সেই সময় অস্থায়ীভাবে মেরামত করা হয়েছিল। এরপর এই নদী বাঁধটি স্থায়ীভাবে মেরামত করার জন্য, এলাকাবাসীরা বিভিন্ন দপ্তরে জানিয়েছিলেন, কিন্তু কোনো সুরাহা হয়নি। অন্যদিকে, নামখানার তৃণমূল নেতা ধীরেন দাস জানান, তথ্যটি সম্পূর্ণ মিথ্যা। কেন্দ্রীয় সরকার কোন টাকা দেয়নি। সুন্দরবনের নদী বাঁধ মেরামত করার দায় শুধু রাজ্য সরকারের নয়, কেন্দ্রীয় সরকারেরও রয়েছে। সুন্দরবন অঞ্চলের পুরো নদী বাঁধ কংক্রিটের তৈরি করার জন্য, রাজ্য সরকার কেন্দ্র সরকারের কাছে ১০ হাজার কোটি টাকার একটি প্রকল্প পাঠিয়েছিল। কিন্তু কেন্দ্র সরকার সেই প্রকল্পটিকে উপেক্ষা করেছে, একটিও টাকা বরাদ্দ করেনি। বর্তমান যে নদী বাঁধ গুলি মেরামত করা হচ্ছে, রাজ্য সরকার নিজস্ব তহবিল থেকে করছে। ভোটের মুখে মিথ্যা অপপ্রচার করার জন্য বিজেপি এসব কথা বলছে।

রেল লাইনে বোমাতঙ্ক, আরপিএফের তৎপরতায় রেল চলাচল স্বাভাবিক

সুভাষ চন্দ্র দাশ, ক্যানিং : সাত সকালে রেল লাইনের ধারে এক ব্যাগ বোমা উদ্ধার হওয়ায় এলাকায় ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে।যদিও ঘটনার পর আরপিএফ এর তৎপরতায় রেল চলাচল স্বাভাবিক ছিল।ঘটনাটি ঘটেছে বুধবার সকালে শিয়ালদহ দক্ষিণ শাখার ক্যানিং লাইনের তালদি স্টেশন সংলগ্ন উত্তর রাজাপুর ডাউন রেললাইনের পাশে।

জানা গিয়েছে এদিন সকালে রেললাইন ধরে সাধারণ মানুষজন তালদি স্টেশনের দিকে যাচ্ছিলেন।রেল লাইনের পাশে একটি বোমা ভর্তি ব্যাগ তাদের নজরে পড়ে।এমন খবর এলাকায় চাউর হতেই এলাকায় ব্যাপক চাঞ্চল ছড়িয়ে পড়ে।ঘটনার খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে তড়িঘড়ি হাজীর হয় ক্যানিং আরপিএফ, জিআরপি ও ক্যানিং থানার বিশাল পুলিশ বাহিনী। জায়গাটি ঘিরে রেখে খবর দেওয়া হয় বোম্ব স্কোয়াডকে। দুপুর ১২টা নাগাদ ঘটনাস্থলে বোম্ব স্কোয়াডের টিম পৌঁছায়। উদ্ধার হয় ৫ টি বোমা। কে বা কারা, কেন কি উদ্দেশ্য নিয়ে রেললাইনের পাশে বোমার ব্যাগ রেখেছিল সে বিষয়ে তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

অন্যদিকে, এমন বোমাতঙ্ক ঘিরে শুরু হয়েছে রাজনৈতিক তরজা।স্থানীয় তালদি গ্রাম পঞ্চায়েত উপপ্রধান কালিচরণ মালের দাবী, '৮ জুলাই পঞ্চায়েত নির্বাচন। বিজেপি কোন লোকজন না থাকায় ক্যানিং ১ ব্লকের কোন পঞ্চায়েতে প্রার্থী দিতে পারেনি। তারা।এলাকা উত্তপ্ত করতে রেললাইনের পাশে বোমা ভর্তি ব্যাগ রেখে গিয়েছে।এলাকায় সন্ত্রাসের পরিবেশ তৈরী করতে চাইছে বিজেপি আশ্রিত দুষ্কৃতিরা।'

অন্যদিকে ঘটনা প্রসঙ্গে বিজেপির রাজ্য নেতা তথা গোসাবা ৪ নম্বর জেলা পরিষদ আসনের বিজেপি প্রার্থী সঞ্জয় কুমার নায়েক জানিয়েছেন, 'রাজ্যের শাসক দল ব্যাপক উন্নয়ন করেছে। সেই উন্নয়ন রাস্তায় রাস্তায় দাঁড়িয়ে রয়েছে। পঞ্চায়েত নির্বাচনে ক্যানিং ১ ব্লকে সন্ত্রাস সৃষ্টি করে বিরোধীদেরকে পঞ্চায়েত নির্বাচনে মনোনয়ন দিতে বাধা দেওয়া হয়েছে। এলাকার ক্ষমতা কার হাতে থাকবে? সেই নিয়ে বর্তমানে শাসক দলের মধ্যে রয়েছে চরম গোষ্ঠি কোন্দল। তারাই রেল লাইনের পাশে বোমা রেখে এলাকা উত্তপ্ত করে মানুষের মনে আতঙ্কের পরিবেশ তৈরি করে বিজেপির নামে দোষারোপ করতে চাইছে। এটা অত্যন্ত লজ্জাজনক। কারণ বিজেপি বোমা–বন্দুকের রাজনীতি করে না। তৃণমূল কংগ্রেস কিন্তু রক্তের রাজনীতিতে সিদ্ধহস্ত। সেটা ক্যানিং মহকুমা সহ রাজ্যের সমস্ত মানুষ ইতিমধ্যে জেনে গিয়েছেন।'

ডিইবি ও পুলিশের যৌথ থানায় ৫২ লক্ষ টাকার কাঁচামাল সহ গ্রেপ্তার ৩

নিজস্ব প্রতিনিধি : উত্তর ২৪ পরগণার দত্তপুকুরের পর বারাসতে বেআইনি কারখানার হদিশ। হানা দিয়ে তিনজনকে গ্রেপ্তার করল পুলিশ। এর আগেও দত্তপুকুরের নিবাধুই স্কুল পাড়া এলাকায় শ্যামল ঘোষের বাড়িতে থানা দিয়ে নামী–দামী কোম্পানির মোবিল কোম্পানির লোগো বানানোর মেশিন সহ লক্ষ লক্ষ টাকার কাঁচামাল উদ্ধার হয়। এবারের এদিন সকালে সেই একই অভিযোগে ডিইবি এবং বারাসত থানার যৌথ অভিযানে বারাসতের বামুনমুড়া এলাকা থেকে কয়েক লক্ষ টাকার কাঁচামাল সহ মেশিন উদ্ধার করে। এর পাশাপাসি কোম্পানির মালিক শ্রীবাস হালদার এবং দু'জন শ্রমিককে গ্রেপ্তার করে বারাসত থানার পুলিশ। এপ্রসঙ্গে হিরো কোম্পানির জনৈক কর্মকর্তা রসবাল বলেন, 'আমরা বিশ্বস্ত সূত্রে খবর পেয়ে বারাসত পুলিশ জেলার এসপিকে অভিযোগ জানাই। এরপর ডিইবি এবং বারাসত থানার পুলিশ যৌথভাবে অভিযান চালায়। আমরা প্রায় তিন–চার মাস ওয়াচ করি। তারপর নিশ্চিত হয়ে অভিযোগ দায়ের করি। এদিন ডিইবি ও পুলিশের তরফ থেকে অভিযান চালিয়ে ৫২ লক্ষাধিক টাকার অবৈধ জিনিসপত্র উদ্ধার সহ কারখানার মালিক এবং ২জন কর্মীকে গ্রেপ্তার করে।' তবে এই ধরনের অবৈধ সংস্থা এই জেলায় আরো আছে কিনা এ ব্যাপারে পুলিশ নিশ্চিত নয়। বিষয়টি গুরুত্ব সহকারে খতিয়ে দেখা হচ্ছে বলে পুলিশের তরফ থেকে জানানো হয়েছে।

বিদ্যালয়ে বোমা উদ্ধার, আতঙ্ক

নিজস্ব প্রতিনিধি : পছিয়ারা তেঁতুলপাড়া গ্রামের তৃণমূল নেতা শেখ জানে আলমের বাড়িতে বোমা মজুত রয়েছে খবর পেয়ে দুবরাজপুর থানার পুলিশ তল্লাশি করে খড়ের গাদার নীচ থেকে এক ড্রাম তাজা বোমা উদ্ধার করে। ২০টি বোমা ছিল বলে পুলিশ সূত্রে খবর। সোমবার সকালে আদমপুর প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ছাদ থেকেও এক জার তাজা বোমা উদ্ধার করে দুবরাজপুর থানার পুলিশ। তখন বিদ্যালয়ে ছিল ২২০ জন পড়ুয়া। এলাকায় তীব্র আতঙ্কের সৃষ্টি হয়। দুবরাজপুর বিধানসভাকেন্দ্রের বিজেপি বিধায়ক অনুপ সাহা বলেন, জনগণ ভোট দিতে চাইলেও তার পরিবেশ নষ্ট করছে তৃণমূল এবং স্থানীয় প্রশাসন। আমরা চুপচাপ বসে থাকবো না। স্থানীয় মানুষদের নিয়ে আন্দোলন করবো।

গুলি করে যুব তৃণমূল কর্মীকে খুন, এলাকায় চরম উত্তেজনা

নিজস্ব প্রতিনিধি : গুলি করে এক যুব তৃণমূল কর্মীকে খুন করার অভিযোগ উঠল মাদার তৃণমূল আশ্রিত দুষ্কৃতিদের বিরুদ্ধে। নিহত তৃণমূল কর্মীর নাম জিয়ারুল মোল্লা (৪০)। ঘটনাটি ঘটে শনিবার রাতে দক্ষিণ ২৪ পরগনার বাসন্তী থানার ফুলমালঞ্চ গ্রাম পঞ্চায়েতের ঘাগরামারী এলাকায়। স্থানীয় ও পুলিশ সূত্রে খবর, গত শনিবার বিশেষ কাজের জন্য ক্যানিংয়ে গিয়েছিলেন রামচন্দ্রখালি পঞ্চায়েতের খিরীশখালি গ্রামের সক্রীয় তৃণমূল কর্মী সমর্থক জিয়ারুল মোল্লা। বাইক চালিয়ে এদিন রাতে তিনি বাড়িতে ফিরছিলেন। ফুলমালঞ্চ পঞ্চায়েতের ঘাগরামারী এলাকায় রাতের অন্ধকারে দুটি বাইকে করে এসে দুষ্কৃতিরা তাকে ঘিরে ধরে। মাথা লক্ষ্য করে কয়েক রাউন্ড গুলি চালায়। তার মাথায় ও পেটে গুলি লাগে। ঘটনাস্থলে রক্তাক্ত অবস্থায় লুটিয়ে পড়েন। রাতের অন্ধকারে গুলির আওয়াজ শুনে আশপাশের লোকজন বাইরে বেরিয়ে আসে। অভিযোগ উঠছে তৃণমূলের অন্য গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে। বাসন্তী থানার পুলিশ জিয়ারুলকে ক্যানিং মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে আসে। হাসপাতালে চলে আসেন ক্যানিং মহকুমা পুলিশ আধিকারীক দিবাকর দাস, ক্যানিং থানার আইসি সৌগত ঘোষ সহ বিশাল পুলিশ বাহিনী। পাশাপাশি হাসপাতালে এসে পৌঁছান ক্যানিং পশ্চিমের বিধায়ক পরেশরাম দাস, বাসন্তী ব্লক যুব তৃণমূল নেতা আমানুল্লাহ লস্কর, ইউসুব আনসারী সহ অন্যান্যরা। চিকিৎসকরা ওই যুব তৃণমূল কর্মী সমর্থককে মৃত বলে ঘোষণা করেন। মৃত্যুর খবর শুনে মৃতের পরিবারের লোকজন কান্নায় ভেঙে পড়েন। ঘটনা প্রসঙ্গে মৃত তৃণমূল কর্মীর ছেলে মিজানুর মোল্লা বলেন, আমার বাবাকে যারা গুলি করে মারল তাদের যেন উপযুক্ত শাস্তি হয়।'

বাসন্তীতে শাসক দলের গোষ্ঠিদ্বন্দ্ব

নিজস্ব প্রতিনিধি : শাসক দলের গোষ্ঠিদ্বন্দ্বে আবারও উত্তপ্ত হয়ে উঠলো বাসন্তী। ঘটনাটি ঘটেছে শনিবার রাতে বাসন্তীর কাঁঠালবেড়িয়া পঞ্চায়েতের কলতলা এলাকায়। গুরুতর জখম অবস্থায় মাদার তৃণমূল কর্মী সমর্থক হালিম সরদার ও আমীর আলি গায়েন বাসন্তীর শিমূলতলার কাঁঠালবেড়িয়া সুস্বাস্থ্য কেন্দ্রে চিকিৎসাধীন। ক্যানিং মহকুমা পুলিশ আধিকারিক দিবাকর দাসের নেতৃত্বে বাসন্তী থানার বিশাল পুলিশ বাহিনী ঘটনাস্থলে হাজির হয়ে মৃদু লাঠি চার্জ করে উভয় পক্ষকে হটিয়ে দিয়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে। উভয় পক্ষই পুলিশের কাছে অভিযোগ জানিয়েছে। বাসন্তী ব্লক মাদার তৃণমূল নেতা রাজা গাজীর দাবী, এদিন ফুলমালঞ্চ থেকে নির্বাচনী প্রচার সেরে ফিরছিলেন। তার সাথে দলের লোকজন বাইকে করে আসছিল। সেই সময় বিজেপি, আইএসএফ, বামফ্রন্ট আশ্রিত দলের দুষ্কৃতিরা আমাদের দুই কর্মীকে অতর্কিতে মারধর করে এলাকায় উত্তেজনা পরিবেশ সৃষ্টি করে। ঘটনা দুজন কর্মী আহত হয়েছে। পুলিশকে জানিয়েছি। যারা এমন কাজ করছে তাদের কে গ্রেফতার করার জন্য।' অন্যদিকে বাসন্তী ব্লক যুব তৃণমূল নেতা আমানুল্লাহ লস্কর জানিয়েছেন, 'এদিন কলতলা এলাকায় চারজন প্রার্থীর সমর্থনে প্রচার চলছিল। সেই সময় ত্রিশ পঁত্রিশটি বাইকে করে শতাধিক দুষ্কৃতি হাজির হয়। আমাদের কর্মীদের অশ্লীল ভাষায় গালিগালাজ করে। আমরা প্রতিবাদ করলে চড়াও হয়ে আমাদের কর্মীদের মারধর করে। ঘটনার বিষয়ে দলের উর্দ্ধতন কর্তৃপক্ষকে জানিয়েছি। পাশাপাশি পুলিশ প্রশাসনকে ও অবগত করেছি।বাসন্তীতে যাতে শান্তি বিরাজ করে তার জন্য দুষ্কৃতিদের গ্রেফতার করার জন্য আবেদন জানিয়েছি।' এলাকায় রয়েছে চরম উত্তেজনা। চলছে পুলিশী টহল।

ফিরে দেখা ৫০

আলিপুর বার্তা গত ১৩ অক্টোবর ২০২২ ৫৬ পেরিয়ে পা দিয়েছে ৫৭ বছরে। নিরবিচ্ছিন্ন এই চলার পথে পাতায় পাতায় ছড়িয়ে রয়েছে অজস্র সংবাদ, প্রবন্ধ, গবেষণা ও সাহিত্য যা প্রকাশনা সমুদ্রের গভীরে থাকা এক একটি রত্ন স্বরূপ। অতীতের নস্টালজিক দর্পণে এই রত্ন আকর বলে যায় ৫০ বছর আগের দিনগুলির নানা কথা। এইসব শব্দহীন ইতিহাসের ভাষাকে বাঙ্ময় করে তুলতে সেদিনের শব্দচয়ন ও বানান অবিকৃত রেখে এবার আপনাদের সামনে তুলে ধরব ৫০ বছর আগের কিছু সংবাদ, প্রবন্ধ। কেমন লাগছে জানালে আপনাদের মতামত উৎসাহিত করবে আমাদের।— সম্পাদক

বারাসাত সরকারী হাসপাতালের চরম দুর্দশা

(নিজস্ব সংবাদদাতা)

বারাসাত হাসপাতাল। উত্তর ২৩ পরগনার একমাত্র বড় সরকারী হাসপাতাল। মহকুমা শহরের এই হাসপাতালের যে শোচনীয় চেহারা দেখলাম তারই চিত্র তুলে ধরছি। প্রথমেই দেখলাম ভিতরে ও বাহিরে বেশ নোংরা জমে আছে। কোন কোন জায়গায় নাকে রুমাল দিয়ে ঢুকতে হয়েছিল। এই দুর্গন্ধে রোগীদের অবস্থা কি হয় তা অনুমান করে নিন। খবর নিয়ে জানলাম এখানে নিয়মিত ঝাড়ু দেওয়া ও ময়লা পরিষ্কারের কাজ হয়না। খাদ্যদ্রব্যের মানও খুব নিম্নশ্রেণীর। সরকার প্রতি রোগী বাবদ যা ব্যয় করেন তাতে এর থেকে ভাল খাদ্য সরবরাহ করা উচিত ছিল। শুনলাম খাদ্য সম্পর্কে রোগীদের কোন অভিযোগে হাসপাতাল কর্ত্তৃপক্ষ কান দেন না। খবর নিয়ে জানলাম, খারাপ খাদ্য দেওয়াতে গত ২০শে জুন এখানকার রোগীরা বিশেষ বিক্ষোভ প্রদর্শন করেন। রোগীদের সাথে হাসপাতাল কর্মচারীদের মারামারিও হয়েছে। এই ব্যাপার নিয়ে পুলিশী তদন্তও হয়েছে। তথাপি কর্ত্তৃপক্ষ নীরব। অতীতে এই হাসপাতালে দুধে ভেজাল দেওয়ার ঘটনাও ঘটেছে। হাতে নাতে ধরে প্রচুর ভেজাল দুধ নষ্ট করে ফেলা হয়েছে শুনলাম। কোন কোন চিকিৎসক ও সেবিকার রূঢ় ব্যবহার সম্পর্কেও রোগীদের অভিযোগ আছে। বারাসাত হাসপাতালে চূড়ান্ত অব্যবস্থা ও দুর্নীতি সম্পর্কে অবিলম্বে স্বাস্থ্য দপ্তর তদন্ত করুন নচেৎ সামগ্রিকভাবে এই কলঙ্ক সরকারকেই কলঙ্কিত করবে।

৭ম বর্ষ ৭ই জুলাই, ১৯৭৩, ২৩শ সংখ্যা, ২২শে আষাঢ়, ১২৮০, শনিবার

মহম্মদবাজারে বিজেপি বুথ সভাপতির মৃতদেহ উদ্ধার

নিজস্ব প্রতিনিধি : গত বৃহস্পতিবার ভোরে সারেণ্ডা থেকে চন্দ্রপুর গ্রাম যাওয়ার রাস্তার কুলুপুকুরের ধার থেকে মহম্মদবাজার বি মণ্ডলের হিংলো গ্রামপঞ্চায়েতের ২২৪ নং বুথের বিজেপি সহসভাপতি দিলীপ মাহারার (৪৮) মৃতদেহ উদ্ধার হয়। বাড়ি সারেণ্ডা গ্রামে। দিলীপের স্ত্রী ছবি মাহারা পালান সংসদ থেকে নির্দল প্রার্থী হয়ে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছে। এলাকায় তীব্র চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে। মৃতের ছেলে উৎপল মাহারা বলেন, তৃণমূল নেতা কালীপ্রসাদ ব্যানার্জীর নেতৃত্বে বাবাকে খুন করা হয়েছে। গলায় দড়ির দাগ রয়েছে। মহম্মদবাজার থানার মেজোবাবু সাদা পোশাকে এসে মৃতদেহের পাশ থেকে গুলির খোল নিয়ে চলে গিয়েছিল। আমরা ফিঙ্গার প্রিন্ট তদন্তের দাবি জানাচ্ছি। মহম্মদবাজার বি মণ্ডল বিজেপি সভাপতি পিনাকী মন্ডল বলেন, বুধবার তৃণমূল নেতা কালীপ্রসাদ ব্যানার্জীর স্ত্রী যেখানে প্রার্থী হয়েছে সেখানে দিলীপ মাহারা বিজেপির হয়ে প্রচার করতে গিয়েছিল। সেই রাগে কালীপ্রসাদ ব্যানার্জী গুণ্ডা দিয়ে দিলীপকে খুন করা করিয়েছে। গ্রামবাসীদের চাপে পড়ে গুলির খোল আবার মৃতদেহের পাশে রেখে যায়। কালীপ্রসাদ ব্যানার্জীর শাস্তির দাবি জানাচ্ছি। ঘটনায় সিবিআই তদন্তের দাবি জানায় মৃতের পরিবার এবং গ্রামবাসীরা। জেলা পুলিশ সুপার রাজনারায়ণ মুখোপাধ্যায় বলেন, তদন্ত শুরু হয়েছে।

টোটোচালকের সঙ্গে মারপিটে ধৃত ১

নিজস্ব প্রতিনিধি : স্থানীয় এক টোটোচালকের সঙ্গে বচসা ও মারপিটের অভিযোগে জয়নগর থানার নেউতলার বাড়ি থেকে ধৃতকে বৃহস্পতিবার জয়নগর থানা থেকে বারুইপুর মহকুমা আদালতে পাঠানো হয়। বুধবার দুপুরে জয়নগর থানার নেউতলা এলাকায় স্থানীয় এক টোটোচালকের সঙ্গে স্থানীয় রাইহান গাজী নামে এক ব্যক্তির প্রথমে বচসা ও পরে মারামারির ঘটনা ঘটে। আর বুধবার রাতে ওই টোটোচালক স্থানীয় ওই ব্যক্তির নামে জয়নগর থানায় অভিযোগ দায়ের করে। আর তারপরেই জয়নগর থানার পুলিশ তদন্তে নেমে বৃহস্পতিবার সকালে জয়নগর থানার নেউতলা গাজী পাড়ার বাড়ি থেকে রাইহান গাজী নামে এক ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করে জয়নগর থানায় নিয়ে আসে। ধৃতকে বৃহস্পতিবার বারুইপুর মহকুমা আদালতে পাঠানো হয়।

বিশ্ব জুনসিস দিবস পালন বর্ধমানে

দেবাশিস রায় : ৬ জুলাই বিশ্বজুড়ে জুনসিস দিবস পালনের মধ্য দিয়ে প্রাণীবাহিত নানাবিধ রোগ সংক্রমণ বিষয়ে জনসচেতনতা বৃদ্ধির চেষ্টা করা হল।এই উপলক্ষ্যে বর্ধমান শহরের কাঞ্চননগরে এদিন একটি অ্যান্টির‍্যাবিস ভ্যাকসিন ক্যাম্পের আয়োজন করা হয়েছিল। বর্ধমানের একটি পশুপ্রেমী স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন এবং আরও একটি বাণিজ্য সংস্থার যৌথ উদ্যোগে আয়োজিত ওই ক্যাম্পের মাধ্যমে এদিন কাঞ্চননগরে শতাধিক পথকুকুরকে জলাতঙ্ক রোগ প্রতিরোধের টিকাকরণ করা হয়। একইসঙ্গে একাধিক বিড়ালকেও এদিন টিকাকরণ করা হয়েছে। বর্ধমান শহরের পথকুকুরদের মধ্যে যাতে প্রাণঘাতী জলাতঙ্ক রোগের জীবাণু বাসা বাঁধতে না পারে তা সুনিশ্চিত করতেই এধরনের টিকাকরণের উদ্যোগ। বিগত কয়েক বছর ধরে এভাবেই পথকুকুর সহ বিড়ালকে টিকাকরণের মধ্য দিয়ে বিভিন্ন প্রাণীবাহিত একাধিক রোগ সংক্রমণ বিষয়ে জনসচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে বিশ্ব জুনসিস দিবস পালিত হচ্ছে।

উদ্যোক্তাদের পক্ষ থেকে অর্ণব দাশ বলেন, দিন সাতেক আগেই এই কাঞ্চননগরে একটি জলাতঙ্ক আক্রান্ত কুকুরের সন্ধান মিলেছিল। সেই জলাতঙ্ক আক্রান্ত কুকুরটি আরও কিছু কুকুর এবং মানুষকে কামড়ালে এলাকায় আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়তে থাকে। যেকারণে এবারে বিশ্ব জুনসিস দিবসে আমরা এই কাঞ্চননগরকেই পথকুকুর এবং বিড়ালের টিকাকরণ ক্যাম্প হিসেবে বেছে নিয়েছিলাম।এই টিকাকরণ হওয়ার কারণে এলাকার পথকুকুরদের মধ্যে জলাতঙ্ক রোগ বাসা বাঁধতে পারবে না এবং ফলে অন্যান্য প্রাণীরাও জলাতঙ্ক রোগ সংক্রমণ থেকে সুরক্ষিত থাকবে বলে আমরা বিশ্বাস করি।প্রসঙ্গত, প্রাণঘাতী জলাতঙ্ক রোগাক্রান্ত কুকুর, বিড়াল প্রভৃতি প্রাণীর কামড়ে মানুষ সহ অন্যান্য প্রাণীদের প্রাণসংশয় দেখা দেয়। জলাতঙ্ক রোগের কারণে জীবজগৎ সংকটের মুখে পড়তে থাকলে বিষয়টি নিয়ে চরম উদ্বিগ্ন হয়েছিলেন মহান বিজ্ঞানী লুই পাস্তুর। তিনি এনিয়ে বিস্তর গবেষণা শুরু করেন। একসময় তিনি জলাতঙ্ক রোগের প্রতিষেধক আবিষ্কার করতে সক্ষম হন। মানবসভ্যতার পাশাপাশি প্রাণীজগতের কল্যাণ্যে তাঁর আবিষ্কৃত সেই অ্যান্টির‍্যাবিস ভ্যাকসিনটিই ১৮৮৫ সালের এদিনই সর্বপ্রথম প্রয়োগ করা হয়েছিল। পরবর্তীতে এই মহান বিজ্ঞানীর অবদানকে চিরস্মরণীয় করে রাখতে প্রতি বছর ৬ জুলাই সর্বত্র বিশ্ব জুনসিস ডে পালন করা হয়।

উত্তিষ্ঠিত জাগ্রত প্রাপ্য বরাণ নিবোধত

আলিপুর বার্তা

কলকাতা : ৫৭ বর্ষ, ৩৮ সংখ্যা, ৮ জুলাই – ১৪ জুলাই, ২০২৩

কর্তব্যকাল

অমৃতকাল শেষ হয়েছে। শেষ হবার কথা ছিল ২০৪৭ সাল অর্থাৎ ২৫ বছর পর। ভারতের প্রধানমন্ত্রী অমৃতকালের পরিবর্তে কর্তব্যকাল হিসাবে আগামী বছর গুলিতে অগ্রসর হবার নিদান দিয়েছেন। ইতিপূর্বে রাজধানী দিল্লির রাজ পথের নামকরণ করেছিলেন কর্তব্য পথ। সেদিন নেতাজির পূর্ণাবয়ব প্রস্তর মূর্তির আবরণ উন্মোচন করেন। মোদীজি ইতিপূর্বে অনেক চমকপ্রদ স্লোগান এর সূচনা করেছিলেন। আচ্ছে দিন, সবকা সাথ সবকা বিশ্বাস, স্বচ্ছ ভারত, বেটি বাঁচাও বেটি পড়াও, মেক ইন ইন্ডিয়া, ভোকাল ফর লোকাল, আত্মনির্ভর ভারত, মিনিমাম গর্ভনমেন্ট ম্যাক্সিমাম গর্ভন্যান্স, এক ভরত শ্রেষ্ঠ– ইত্যাদি নানা বৈচিত্রময় স্লোগান সরকারী নানা দপ্তরে প্রচারিত ও প্রসারিত হয়েছে। অত্যন্ত আকর্ষণীয় এই স্লোগান নিয়ে বিরোধী পক্ষ নানা সমালোচনা করলেও দেশবাসীর কাছে নিঃসন্দেহে নানা ভাবে কমবেশি প্রভাব পড়েছে।

কর্তব্যকালের মধ্যেই আগামী লোকসভা নির্বাচন হতে চলেছে। দেশের রাজনৈতিক দলগুলির মধ্যে কতটা কর্তব্যবোধ জাগরিত হবে কিংবা দেশের সাধারণ মানুষের মধ্যে কর্তব্য সম্পর্কে সচেতন করা যাবে তা আগামী দিনে হয়ত পরিচয় পাওয়া যাবে।

রাজ্যের রাজ্যপাল সম্প্রতি পঞ্চায়েত নির্বাচনকে নিয়ে যেভাবে রাজধর্ম পালনের জন্য সক্রিয় হয়েছেন তা নিয়ে বিরোধীপক্ষ যথেষ্ট নিন্দালাপ করলেও বাস্তব ক্ষেত্রে সবাই যদি তার পদের প্রতি কর্তব্য বোধ পালন করেন তা হলেই কর্তব্যকাল সঠিক হবে। প্রকৃত চিত্র ভয়ঙ্কর, বাংলার নানা দুর্নীতি, হিংসা যখন মাথা চাড়া দিয়েছে তখন কর্তব্য শব্দটি প্রহসনে পরিণত হয়েছে। শাসকের শাসনে সব রাজ্যেই দেখা গেছে পুলিশ প্রশাসন সেই রবি ঠাকুরের 'তাসের দেশের' নাটকের মতো। 'চল নিয়ম মতে 'গোছের। নিময় মতে চলতে গিয়ে অনিয়ম এতটাই হয় যে প্রশাসন সম্পর্কে সাধারণ মানুষের মনে বিরূপ ভাবনার উদয় হয়, কর্তব্যের প্রতি অবিচল থাকার মানুষ সংখ্যায় যেন অনেক কমতে থাকে দিনের পর দিন। পুলিশ, আইনজীবী, চিকিৎসা জগৎ এছাড়াও নানা পেশাজীবীদের মধ্যেও কর্তব্য বোধ জাগরণের সরকারী কার্যসূচি গ্রহণ করলে, নাগরিক সচেতনতার বোধ জাগরণের পরিকল্পনা নিলে আগামী দিনে সমাজ সংসার সর্বত্রই প্রকৃত এক ভারত শ্রেষ্ঠ শুধু স্লোগানে আবদ্ধ থাকতে হবে না। কর্তব্য কাল প্রকৃতই হয়ে উঠুক কর্তব্যকাল অমৃতকালের অবসান শেষে।

যোগবশিষ্ঠ সংবাদ

'মুমুক্ষু ব্যবহার প্রকরণ'

মরীচিকার জলে তৃষ্ণা নিবৃত্তি যেমন হয় না, তেমনই 'ব্রহ্মই ভোগ্য' তা যথার্থ হলেও তার দৃশ্যত্ব নেই এবং তাতে কৃতকৃত্যতাও হয় না।

সুতরাং রাম! ব্রহ্ম সাক্ষাৎকার না হওয়া পর্যন্ত তুমি তত্ত্ববিচার করতে থাক।

তারপর বশিষ্ঠ বললেন, – মোক্ষর্থী প্রথমে সাধু সঙ্গলাভ করে তাঁর উপদেশ শুনবে এবং সদাচার পরায়ণ হবে। মহাপুরুষের নির্দেশিত পথে নিজের মহাত্মতা সাধনে যত্নবান হবে। তাতে সদজ্ঞান লাভ করবে। মহাত্মার কাছে শিক্ষালাভ না করলে জ্ঞানবান হওয়া দুরূহসাধ্য। সাদাচার, শাস্ত্রবিচার দ্বারা শম–দম ইত্যাদি সদ্‌গুণ লাভ হয়। সদগুণে জ্ঞান লাভ হয়। আবার জ্ঞান লাভ হলে সদ্‌গুণের বৃদ্ধি হয়। সদাচার ও জ্ঞান পরস্পর অঙ্গাঙ্গীভাবে থাকে, যেকোনো একটি অপরটিকে বৃদ্ধি করে। জ্ঞান ও সদাচার যুগপৎ অনুশীলিত না হলে তা আয়ত্ব করা দুরূহ হয়ে যায়। হে রাঘব। আমি তোমাকে সদাচারী ও জ্ঞানার্থী হওয়ার উপদেশ দিলাম। পরবর্তী প্রকরণ আলোচনা কালে তোমায় জ্ঞানোপদেশ দান করব।

ইতি বৌরাগ্য প্রকরণ

'উৎপত্তি প্রকরণ'

বশিষ্ঠ বললেন,– 'তৎ ত্বম অসি' বা 'তত্ত্বমসি' (তুমি তা ই হও) এই বেদবাক্য বিশ্লেষণ ও অর্থগ্রহণ করে জীব আত্মজ্ঞানের সন্ধান পেয়েছে এবং আত্মতত্ত্ব সাক্ষাৎকার দ্বারা পূর্ণ ব্রহ্মরূপে অবস্থান করতে পেরেছে। স্বপ্নসার এই সংসারে আবদ্ধ থাকলে, স্বরূপে অর্থাৎ ব্রহ্মভাবে সংস্থিত হওয়া যায় না। কিন্তু আত্মজ্ঞান লাভ করলে সংসার বন্ধন ছিন্ন হয়ে স্বয়ং আত্মাই হয়ে যাওয়া যায়। যেহেতু আত্মা আকাশের মত নিরাকার, সাক্ষিস্বরূপ এবং চৈতন্যস্বরূপ, তাই সেই স্বস্থ পুরুষ এই জগৎকে স্বপ্নের মত অসত্য দেখেন। তার এই সত্যরূপে প্রতীত এই জগৎ যে প্রকৃত অর্থে অসত্য, তা তিনি দেখেন। যেমন লোকে স্বপ্ন দেখে সে কথা সত্য, কিন্তু স্বপ্নে যে দৃশ্য দেখা যায়, জাগ্রতাবস্থায় বোধগম্য হয় সেই স্বপ্নদৃশ্য সত্য নয়।

উপস্থাপক : শ্রী সুদীপ্তচন্দ্র

ফেসবুক বার্তা

কালিঘাটের মহামায়ার একটি দুর্লভ প্রাচীন চিত্র প্রত্যক্ষ দর্শন করুন।

মক্কা থেকে মনোনয়ন, নেতার মাথায় পুলিশি ছাতা– ভোট ফসলে উন্নত সার

উজ্জ্বল গোঁসাই

উর্বর জমিতে যদি পরিপক্ক বীজ ছড়িয়ে দেওয়া যায় এবং উপযুক্ত সময়ে যদি জল সার পড়ে তবে ফসল যে প্রত্যাশা ছড়িয়ে যাবে তাতে সন্দেহ নেই। আবার বীজ ভাল জমি ভালো কিন্তু যে ফসল যে সময়ে বোনার কথা তা যদি না হয়, অর্থাৎ চাষির ভাষায় জো চলে গেলে আর ফসল ফলানো যায় না। পশ্চিমবঙ্গে ভোট ফসল চাষের ক্ষেত্রে সব ঠিকঠাক আছে। মাটি উর্বর বীজ পরিপুষ্ট, সময় নির্ঘন্ট মেনে শাসক চাষি পঞ্চায়েত ভোট ফসল বুনে ফেলেছে। ফলে ফসল যে গুদামজাত হবে তাতে সন্দেহ নেই। কংগ্রেস, সিপিএম, বিজেপি শৌখিন চাষিরা সেভাবে মাঠে নামতেই পারেনি। ফলে অকর্ষিত জমিতে নিম্নমানের বীজ ছড়িয়ে তারা আশানুরূপ ফসল পেতে পারে না। বীজ যা ফেলেছে তার ১০% বড় জোর ফসল ফলতে পারে, এর বেশি কিছু নয়।

আমরা জানি যে একই জমিতে বার বার চাষ করার ফলে জমি তার স্বাভাবিক উর্বরতা শক্তি হারায়। তাই ফসল ফলাতে হলে চাই কেমিক্যাল সার। শাসক দল একবার দুবার ভালো ফসল স্বাভাবিকভাবেই যখন পেয়ে থাকে, তখন তৃতীয়বার সেই জমির উপর আর ভরসা রাখতে পারে না। তারা তখন কেমিক্যাল সার ব্যবহার করে ফসল ফলাতে চায়। সেই সার হল সন্ত্রাস। বাজারে বিভিন্ন রকমের সার পাওয়া যায়। মাটি পরীক্ষা করে অর্থাৎ চরিত্র বিশ্লেষণ করে তবে ঠিক করা হয় কোন মাটিতে কোন সারের প্রয়োজন। ঠিক তেমনিভাবে ভোট ফসলের ক্ষেত্রেও বিভিন্ন রকমের সন্ত্রাসের রকম ফের দেখা যায়। যেখানে চোখ রাঙালে কাজ হয়, সেখানে কোদালের বাঁট বা ইউকেটের প্রয়োজন পড়ে না। বোমা ফাটানো অপ্রয়োজনীয় হয়ে পড়ে। পিস্তল হাতে দৌড় ঝাঁপ করে হয়রানির একশেষ হতে হয় না। 'মাস্টার মশাই আপনি কিছুই দেখেননি' এই ধরনের দু একটা বাক্য খরচেই কিস্তি মাত হয়। আমরা সাধারণত বোমা গুলির লড়াই, ঘর ভাঙা, ঘর জ্বালানো, গাড়ি ভাঙচুর, গাড়ি জ্বালানো, দু'চারটে লাশ দেখেই সন্ত্রাসকে চিহ্নিত করে থাকি। এবং তা যাতে বন্ধ হয় তার জন্য কেন্দ্রীয় বাহিনীর জন্য গলা ফাটাই– আদালতে ছুটোছুটি করি। ভাবখানা যেমন কেন্দ্রীয় বাহিনী এলেই সন্ত্রাস বন্ধ হয়ে যাবে। আবার তার মানে এই নয় যে কেন্দ্রীয় বাহিনীর প্রয়োজন নেই। কেন্দ্রীয় বাহিনী না থাকলে সন্ত্রাস লাগাম ছাড়া হবে, আর কেন্দ্রীয় বাহিনী থাকলে সন্ত্রাসে একটু লাগাম টানা যাবে। দু চারটে প্রাণহানি হয়তো ঠেকানো যাবে। কিন্তু সন্ত্রাস বন্ধ হবে না। কারণ শাসকদল উপযুক্ত সময়ে বীজ বপন করে ফেলেছে, তা থেকে চারাগাছ বের হবেই।

সাধারণ খাদ্যশস্য চাষ করে চাষিকে অনেক রকমের হ্যাপা পোহাতে হয়। জমিতে আগাছা পরিষ্কার করতে হয় নিড়েন দিতে হয়। তারপর ফসল ধরলে তা রক্ষা করার জন্য রাতপাহারা দিতে হয়। পাখিতে যাতে ফসল নষ্ট না করে তার জন্য জমিতে কাকতাড়ুয়া বসাতে হয়। চোর যাতে ফসল চুরি করতে না পারে, তার জন্য কুঁড়ে বেঁধে রাতে পাহারা দিতে হয়।

আবার কোথাও কোথাও জোতদার জমিদার গুণ্ডা লাগিয়ে মাঠের ফসল কেটে নিয়ে চলে যায়। তার প্রতিরোধ করতে হলে দু একটা খুন খারাবি স্বাভাবিক ঘটনা।

ভোট ফসলের ক্ষেত্রেও এমন অনেক স্তর অতিক্রম করতে হয়। ভোটার পাহারা দিতে হয়। কেউ যাতে আমার পক্ষের ভোটারকে প্রলোভন দেখিয়ে দলে না টানতে পারে তার প্রতি সজাগ থাকতে হয়। জমি পাহারার মতো এখানে বুথ পাহারা দিতে হয়। জমিদারের লেঠেলদের মতো ভোট বাক্স যেন কেউ লুঠ না করতে পারে তার বন্দোবস্ত করতে হয়। ফলে ভোট ফসল গুদামজাত করা সোজা কথা নয়। আর এতোগুলো স্তর পেরোতে গিয়ে দাঙ্গা হাঙ্গামা ঠেলাঠেলি, ধাক্কাধাক্কি হবে না তা কি হলপ করে বলা যায়।

তবে আমাদের রাজ্যের চিত্রটা একটু অন্যরকম। এখানে সারা বছর ধরে শাসকের নীরব সন্ত্রাস চলে। ভোটের নমিনেশন জমা দেওয়ার সময় যা দেখা গেছে সেটা যারা চোখারাঙানীতে ভয় না পেয়ে মুখোমুখি দাঁড়াতে চেয়েছে তার চিত্র। কিন্তু প্রশ্ন হল সাহসী মানুষ কতজন আছে? যেখানে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় শাসক দল জিতেছে, সেখানকার মানুষ ভয় ভাঙতে পারেনি। আবার যেখানে লড়াই হচ্ছে সেখানেও যে পরিবেশ শান্ত তা কিন্তু নয়।

২০২১ এর বিধানসভা ভোটের পর যারা ঘর ছাড়া হয়েছিল তারা ঘরে ফিরে আবার শাসকের বিরুদ্ধে ভোট দেওয়ার সাহস পাবে কি? বিভিন্ন স্থানে বাজারের যে সমস্ত দোকানদার একটু খোলাখুলি বিরোধী দল বিশেষ করে বিজেপির হয়ে কাজ করেছিল তাদের হয় জরিমানা দিতে হয়েছে। নয়তো শাসকের ঝাণ্ডা বইতে হয়েছে। তবে দোকান খুলতে পেরেছে। পুলিশে জানাবার সাহসই পায়নি। সেই সব মানুষেরা বা তাদের প্রতিবেশী প্রতিজনেরা যারা এইসব প্রত্যক্ষ করেছে তারাও সাহস পাবে কি এই দলের বিরোধিতা করার? যে বুথে তৃণমূল কম ভোট পেয়েছিল সেই বুথের সব কাজ বন্ধ হয়ে ছিল পঞ্চায়েত থেকে। এই যে ভয় ভীতি যা মানুষের মনে গেঁথে আছে সেটাই মূলধন এই ভোটে। অর্থাৎ জমি আগে থেকেই প্রস্তুত। তার উপর মুখ্যমন্ত্রী ঘোষণা করলেন যে পঞ্চায়েতে হারলেও সরকার আমাদের থাকবে। এটা প্রশাসনের সর্বোচ্চ স্তর থেকে এক ধরনের হুমকি। পঞ্চায়েত ভোটের সরকার পাল্টায় না একথা সবার জানা– মনে করিয়ে দেবার মানে কি? যারা বোঝার তারা ঠিকই বুঝবে। মক্কায় বসে এখানে নমিনেশন জমা হয়ে যাচ্ছে। আবার বিডিও নিজে বিরোধী প্রার্থীর নমিনেশন পত্র বিকৃত করছে। পুলিশ খোলাখুলি তৃণমূলের মদত দাতা।

এই যে রাজ্য প্রশাসন একটা দলের পক্ষে কাজ করছে এটাই সব থেকে বড় সন্ত্রাস। নীরবে নিঃশব্দে হাজার গুন কাজ করে দেবে প্রশাসন। বোমা গুলির প্রয়োজন পড়বে না। রাজ্য প্রশাসনের সর্বোচ্চ স্তর থেকে একবারও কেউ বলেনি যে আমরা সন্ত্রাস মুক্ত নির্বাচন করতে চাই। জনগণের ভরসার স্থান কোথায়? ২০১৮এর পঞ্চায়েত ভোট যেখানে যে কারণে হয় নি সেই সব কারণ বজায় থেকেই এবারের ভোট হচ্ছে। সেবারে ভোট কাউকে দিতে হয় নি। কিন্তু এবারে কাকে দিতে হবে তা বুঝে নিতে হবে বুদ্ধিমানকে। কলকাতার নেতারা কেউ বাঁচাতে আসবে না, তা গ্রামের মানুষ জানে। দশজন কেন্দ্রীয় বাহিনী বুথ পাহারা দিলেও একই ফল হবে। যে সন্ত্রাসকে চোখে দেখা যায় না তা নিবারণ করা আদালত বা কেন্দ্রীয় বাহিনীর সাধ্য নয়। সন্ত্রাসের যে চিত্র বাইরে আসছে তা হিমশৈলের চূড়া মাত্র। নেতার মাথায় পুলিশের ছাতা ধরার দৃশ্য দেখে পঙ্গু প্রশাসনের পরিচয় পেতে কিছু বাকি থাকে কী?

দেশ দেশান্তরে

এসসিও বৈঠক

প্রণব গুহ

চিন–পাকিস্তান অর্থনৈতিক করিডর বহুদিন ধরেই ভারতের মাথাব্যথার কারণ। কারণ এই করিডর চলেছে পাক অধিকৃত কাশ্মীরের মধ্যে দিয়ে। আবার ভারতের অবিচ্ছেদ্য কাশ্মীরের এই অংশকে পাকিস্তানের কবল থেকে ছিনিয়ে নিতে বদ্ধপরিকর ভারত। পাকিস্তান জানে ভারতের সঙ্গে লড়ে অধিকৃত কাশ্মীর ধরে রাখা তাদের পক্ষে মুশকিল। তাই এই অংশকে করিডরের নামে তুলে দিয়েছে চিনের হাতে। ফলে এই করিডর এখন ভারতের গলার কাঁটা। আর গলার কাঁটা আরও চেপে বসল সদ্য অনুষ্ঠিত এসসিও বৈঠকে। বাণিজ্যের লোভে এবারের বৈঠকের সভাপতি ভারতকে একঘরে করে এই করিডরকে সমর্থন জানিয়ে বসল রাশিয়া সহ বেশিরভাগ দেশ। এর ফলে ভারত পড়েছে চরম অস্বস্তিতে। এটা বুঝেই পাক প্রধানমন্ত্রী

শাহবাজ শরীফ মন্তব্য করেছেন, 'এই করিডর এই অঞ্চলের খেলাটাই ঘুরিয়ে দেবে।' স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে এই করিডর নিয়ে চিন–ভারত দু'জনেরই বদ মতলব কাজ করছে। আর এই মতলব চরিতার্থ করতে পরিকল্পনা মাফিক এসসিও বৈঠককে কাজে লাগাল চিন, সঙ্গে যোগ্য সঙ্গত করল পাকিস্তান। ভারত অবশ্য এই কূটনৈতিক অস্বস্তি সামাল দিয়েছে সন্ত্রাসবাদের প্রশ্নে পাকিস্তানকে কোণঠাসা করে। শাহবাজ শরীফকে সামনে রেখে ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী তীব্র ভাষায় বলেন, 'যে দেশ সন্ত্রাসবাদকে সমর্থন করে এসসিও যেন তার সমালোচনা করতে দ্বিধা না করে'। আন্তঃসীমান্ত সন্ত্রাসের বিরোধিতা করে ভারত আক্রমণ শানিয়েছে চিন–পাকিস্তান দু'দেশকে লক্ষ্য রেখে। পাকিস্তানের নাম না করে মোদী বলেছেন, 'আফগানিস্তানের জমি ব্যবহার করে যেন প্রতিবেশী রাষ্ট্রের অস্থিরতা বাড়ানোর চেষ্টা না করা হয়। শুধু সন্ত্রাসবাদ নয়, মৌলবাদ রোখার কথাও জোরের সঙ্গে বলেছেন ভারতের প্রধানমন্ত্রী। শেষ পর্যন্ত যৌথ ঘোষণাপত্রে লিখিত হয়েছে সন্ত্রাসবাদ ও মৌলবাদ রুখবার অঙ্গীকার। সঙ্গে এসেছে ধর্মীয় অসহিষ্ণুতা ও জাতীয়তাবাদের বিষয়টিও।

জি টোয়েন্টি সম্মেলনের ধারাবাহিক বৈঠক চলছে ভারতে। তার মধ্যে অনুষ্ঠিত হয়ে গেল সাংহাই কোঅপারেশন অর্গানাইজেশানের বৈঠক। এবারের বৈঠকের সভাপতি দেশ ছিল ভারত। তবে অনেকে এই বৈঠকে সরাসরি যোগ দিতে না চাওয়ায় বৈঠক হল ভার্চুয়ালের মাধ্যমে যেখানে উপস্থিত ছিল সন্ত্রাসবাদ ও হামলায় অভিযুক্ত চিন, পাকিস্তান, রাশিয়ার মতো দেশ। প্রতিদিন এরা অপর দেশের উপর আগ্রাসনের প্রক্রিয়া চালিয়ে গেলেও যৌথ ঘোষণাপত্রে শপথ নিচ্ছে সন্ত্রাসবাদ মোকাবিলার। এর ফল যে প্রকৃতপক্ষে অন্তঃসারশূন্য তা বোঝাই যায়। ঘোষণাপত্রে সই করার পরমুহূর্ত থেকেই এরা লেগে যাবে সন্ত্রাসবাদে মদত দিতে, সীমান্তে হামলার ছক কষতে। সহযোগিতার বদলে অসহযোগিতাই প্রকট হবে বারবার। ফলে এসব গালভরা অর্গানাইজেশানের আদৌ কোনো প্রয়োজন আছে কিনা তাই নিয়েই প্রশ্ন ওঠে। সহযোগিতার জন্য গড়ে তোলা যে সংগঠন পারস্পরিক সহযোগিতাকে নিশ্চিত করতে পারে না, বরং বৈরিতা বাড়ায় সেই সংগঠনের থাকার মানে কি?

মিঠুন চক্রবর্তী কী বিজেপি'র রাজ্যসভার সাংসদ হচ্ছেন?

রাজনীতির পটে

আরিফুল ইসলাম

রাজ্যে গুরুত্বপূর্ণ একটি নির্বাচন দশম পঞ্চায়েত নির্বাচন এখনও মেটেনি। তা–ই নিয়ে রাজ্য রাজনীতি রীতিমতো সরগরম ও উত্তাল। তারই মধ্যে বাংলায় ফের একটি ভোটের ডঙ্কা বাজছে। যদিও এখানে সাধারণ নাগরিকের সক্রিয় কোনও ভূমিকা থাকছে না। তবুও রাজনৈতিক দলের শক্তির নিরিখে বা জাতীয় রাজনীতির প্রেক্ষাপটে এই নির্বাচন ভীষণ গুরুত্বপূর্ণ। সংসদীয় গণতন্ত্রে যাকে 'লোয়ার হাউস' অর্থাৎ রাজ্যসভা বলা হয়। আগামী ২৪ জুলাই রাজ্যসভার এই নির্বাচন হচ্ছে। জাতীয় নির্বাচন কমিশন এমনটাই ঘোষণা করেছে। আর ওই দিন সন্ধেতেই ফলাফল ঘোষণা হবে। পশ্চিম বাংলার রাজ্যসভার নির্বাচনের সঙ্গে একই দিনে গোয়ায় একটি এবং গুজরাতের তিনটি রাজ্যসভা মিলিয়ে সারাদেশে মোট ১০টি আসনের ভোট হবে। এই জুলাইয়ে রাজ্যসভায় বাংলা থেকে ৬ টি আসন ফাঁকা হচ্ছে। এই ফাঁকা আসনের মধ্যে রয়েছে তৃণমূল কংগ্রেসের ডেরেক ও ব্রায়েন, দোলা সেন, শান্তা ছেত্রী ও সুখেন্দু শেখর রায়। এরা সকলেই বাংলার। এর সঙ্গে কয়েক বছর আগে তৃণমূল কংগ্রেস সর্বভারতীয় পরিচিতি বৃদ্ধি করতে উত্তর – পূর্ব ভারতের বিশিষ্ট ও বর্তমানে প্রয়াত কংগ্রেস নেতা সন্তোষ মোহন দেবের কন্যা সুস্মিতা দেব'কে এবং গোয়ার প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী লুইজিনহো ফেলেইরো'কে রাজ্যসভায় জিতিয়ে নিয়ে এসেছিল। লুইজিনহো সেলেইরো অবশ্য কিছু দিন পরই আসন থেকে পদত্যাগ করেন ও তৃণমূল কংগ্রেস দল ত্যাগ করেন। এদিকে মেয়াদ পূর্ণ হচ্ছে জাতীয় কংগ্রেসের প্রবীণ নেতা প্রদীপ ভট্টাচার্যের। রাজ্যে সিপিআই(এম) ও জাতীয় কংগ্রেসের বিধায়ক ও সাংসদের সংখ্যার নিরিখে যে শক্তি তাতে জাতীয় কংগ্রেসের কোনও প্রার্থী দাঁড় করিয়ে জয়লাভ করানো অসম্ভব। সুতরাং রাজ্য বিধানসভায় শক্তির নিরিখে এই আসনটি বিজেপির দখলে যাওয়া এক প্রকার নিশ্চিত। সুতরাং সাজসাজরব পড়ে গেছে দুই শিবিরে।

তৃণমূল শিবিরের খবর পুরনোদের মধ্যে ডেরেক, সুখেন্দু শেখর, দোলা, শান্তা এমনকি সুস্মিতার প্রার্থী পদ প্রায় ৯০ শতাংশ নিশ্চিত। বাকি একটি আসনে তৃণমূল কংগ্রেস নতুন কোনও মুখ দিতে পারে। আগামী বছর লোকসভা নির্বাচনের কথা মাথায় রেখে সেটা অবশ্যই হবে সর্বভারতীয় নিরিখে।। আর শেষ কথা বলবেন অবশ্যই তৃণমূল সুপ্রিম মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।

বাংলা থেকে এই প্রথমবার রাজ্যসভার একটি নিশ্চিত আসনে প্রার্থী হবার জন্য বঙ্গ বিজেপিতে ইতিমধ্যেই প্রতিযোগিতা শুরু হয়ে গিয়েছে। চলছে দিল্লিতে তদ্বির তোষামোদ। তবে দিল্লির শীর্ষ নেতারা বাংলায় বিধায়কদের একটু বাজিয়ে নিতে চাইছেন। রাজ্যে বিজেপির প্রার্থী সংখ্যা ৭৭। একটি আসনে ৪২ টি ভোট পেলেই বিজেপির প্রার্থীর জয় নিশ্চিত। কিন্তু বাকি লোকসভা সদস্য ও বিধায়কের সংখ্যায় দ্বিতীয় প্রার্থীর জয়লাভ করানোর সম্ভাবনা খুবই কম।

বিজেপির শীর্ষ নেতৃত্বের বক্তব্য, উপর থেকে কাউকে চাপিয়ে দিলে ক্ষোভের সৃষ্টি হতে পারে। এর ফলে ক্রস ভোটিং–এর সম্ভাবনা উড়িয়ে দেওয়া যায় না। বিধায়কদের সঙ্গে কথাবলার জন্য শুভেন্দু অধিকারীকে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। এদিকে উত্তরবঙ্গের সাংসদ ও বিধায়কদের বক্তব্য যেহেতু এদের অঞ্চল থেকে সাংসদ ও বিধায়ক সংখ্যা বেশি তা–ই এই অঞ্চল থেকেই রাজ্যসভা সদস্য মনোনীত করা হোক। তবে স্বপন দাশগুপ্ত, মিঠুন চক্রবর্তী ও অনির্বাণ গঙ্গোপাধ্যায়ের নাম বিজেপির কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব ভেবে রেখেছেন।

বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদ স্বপন দাশগুপ্ত আবার প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর খুব পছন্দের মানুষ। ২০২১ – এর নির্বাচনে বাংলায় বিজেপি ক্ষমতা দখল করছেই এই ভেবে স্বপন দাশগুপ্তকে মুখ্যমন্ত্রী বা অর্থমন্ত্রী করার পরিকল্পনা করেছিল। সেইভাবে স্বপন দাশগুপ্তকে সেই সময় রাজ্যসভার সাংসদ পদ থেকে ইস্তফাও দেওয়ানো হয়। ফলে সেই পরিকল্পনা যখন বাস্তবায়িত হয়নি তখন স্বপন দাশগুপ্ত রাজধানী ফিরে যেতে চাইছেন। এছাড়া মিঠুন চক্রবর্তী তৃণমূল কংগ্রেসের সাংসদ ছিলেন। ওই পদে ইস্তফা দিয়ে মিঠুন চক্রবর্তী বিজেপিতে যোগদান করেন। নিচুতলার কর্মীদের চাঙ্গা করার জন্য করার জন্য গেরুয়া শিবির তাঁকে একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিশেষের দায়িত্ব দিয়ে ময়দানে নামায়। শুধু তা–ই নয় মিঠুন চক্রবর্তী বিজেপি'র শীর্ষ নেতৃত্বের খুব পছন্দেরও। সুতরাং এই বাংলা থেকে বিজেপি'র রাজ্যসভার সাংসদ কে হন তা দেখার জন্য আর কয়েকটা দিন অপেক্ষা করতে হবে।

পাঠকের কলমে

অভিনব রোজগার সোনারপুরে

রাস্তার পাশেই বহুতল আবাসন। নাম 'আনন্দম্'। রাজপুর পৌরসভার লস্করপুর রবীন্দ্রনগর ৩০ নম্বর ওয়ার্ডের জি আর ঘোষ গার্ডেনের কাছে। আবাসনের পাশ দিয়ে চলে যাওয়া সরু রাস্তায় একটুখানি এগোলেই বাঁদিকে পড়বে একটি জলাশয়। মাঝখানে আগাছা। পাড় কলাগাছে ভর্তি। চোখের অন্তরালে চলে যাওয়া জলাশয়টি একটু একটু করে ভরাট করছিল সিন্ডিকেট বাহিনী। মানুষের প্রতিবাদে তারা আপাতত সরে গেলেও জলাশয়ের কিছু অংশ চুরি করে পাড় দিয়ে তৈরি হলো একটা লম্বা রাস্তা। নির্বিবাদে পুকুরের বড়ো অংশ রাবিশ দিয়ে বুজিয়ে এই রাস্তা তৈরি হলো পিছনের জমিতে বহুতল বানাবার পরিকল্পনা বাস্তবায়িত করতে। জলাশয় বুজিয়ে প্রাকৃতিক ভারসাম্য নষ্ট হচ্ছে দেখেও প্রশাসন চোখে ঠুলি এঁটে বসে রয়েছে। কারণ পরিবেশ বাঁচিয়ে তাদের আখেরে কোনও লাভ নেই। বরং বহুতল হলে সবারই জুটবে অবৈধ রোজগার। এই আশাতেই রাজপুর–সোনারপুর পুরসভা এলাকা জুড়ে চলছে নেতা–প্রোমোটার–প্রশাসন ত্রিভূজের চক্র। সাধারণ মানুষের প্রতিবাদ স্তব্ধ হয়ে গেছে ভয় ভীতিতে। তাহলে কি এই খেলা অবাধে চলবে আর পুকুর জলা বুজে গিয়ে ভারসাম্য হারাবে প্রকৃতি? কারোর কি কিছুই করার নেই?

রাজেশ গোস্বামী, সোনারপুর

সুফলা বঙ্গের কৃষি কথা

ঝুঁকি থাকলেও লাভবান হচ্ছেন পান চাষিরা

নিজস্ব প্রতিনিধি : একটি অত্যন্ত লাভজনক অর্থকারী ফসল পান। পান খুব সুখী গাছ। ময়নাগুড়ির বিভিন্ন এলাকার বেশ কয়েকজন কৃষক পান চাষ করে আর্থিকভাবে লাভবান হয়।

তাই এর চাষের পদ্ধতিও খুব নিবিড় ও ব্যয় বহুল। উপরন্তু আর্দ্র গরম আবহাওয়ায় এর চাষ হয় বলে পোকা-মাকড় এবং ছত্রাক জাতীয় রোগের উপদ্রব পানের ক্ষেত্রে অনেক বেশি। ফলে প্রায়শই পান চাষিদের বিভিন্ন সংকটের সম্মুখীন হতে হয়। জলপাইগুড়ি জেলার ময়নাগুড়ির উত্তর মৌয়ামারি এলাকার একজন পান চাষি বিমল মহন্ত। তিনি দীর্ঘ কুড়ি বছর ধরে পান চাষ করে অর্থনৈতিকভাবে স্বাবলম্বী হয়েছেন। প্রথম দিকে পান চাষ করতে তার ২০-৩০ হাজার টাকা খরচ হয়। এরপর প্রতিবছর পরিচর্যার জন্য খরচ হয় ১৫-২০ হাজার টাকা।

‘ঝুম’ পদ্ধতির চাষের কথা শুনেছেন? জেনে নিন চাষের সুবিধা-অসুবিধা

নিজস্ব প্রতিনিধি : ভারত একটি কৃষিপ্রধান দেশ এবং জনসংখ্যার প্রায় ৬০ শতাংশ কৃষির উপর নির্ভরশীল। তাই কৃষিকে বাঁচিয়ে রাখার জন্য ক্রমাগত নিত্য-নতুন পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে চলেছে কৃষি বিজ্ঞানীরা। প্রাচীনকালে যে সকল পদ্ধতি অবলম্বন করে কৃষি কাজ করা হত অনেক ক্ষেত্রে আজও সেই পদ্ধতিগুলি অবলম্বন করে কৃষিকাজ করা হয়। যার মধ্যে একটি হল ঝুম পদ্ধতি। আজকের এই প্রতিবেদনে আমরা ঝুম পদ্ধতি নিয়ে আলোচনা করব।

আমাদের দেশে অনেকেই আছে যারা ঝুম পদ্ধতি সম্পর্কে তেমন কিছু জানেন না। তথ্যের অভাবে অনেকেই এই পদ্ধতি অবলম্বন করতে পারেন না।

ঝুম চাষ পদ্ধতি

ঝুম চাষ এক ধরনের স্থানান্তরিত কৃষিপদ্ধতি। এটি মূলত জঙ্গল কেটে বা পুড়িয়ে চাষ করা হয়। জমির উর্বরতা কমে গেলে পূর্বের স্থান হতে কৃষি জমি স্থানান্তরিত করে অন্যত্র আবার কৃষি জমি গড়ে তোলা হয়। পাহাড়ের গায়ে ঢালু এলাকায় এই চাষ করা হয়। এই পদ্ধতির চাষে বছরের বিভিন্ন সময় বিভিন্ন ফসল উৎপাদন করা সম্ভব হয়।

ঝুম পদ্ধতির মাধ্যমে এই ফসলগুলি চাষ করা যেতে পারে ঝুম পদ্ধতির মাধ্যমে ভুট্টা, লঙ্কা এবং শাকসবজি সহ প্রধান ফসল চাষ করা যায়। এই পদ্ধতিতে বেশিরভাগ শাকসবজি এবং স্বল্প মেয়াদী ফসলকে গুরুত্ব দেওয়া হয়। ফসলের অবশিষ্টাংশ এবং মাটিতে জন্মানো আগাছা মাটিতে ছেড়ে দেওয়া হয় যা পরবর্তী ফসলের জন্য সার হিসাবে কাজ করে।

ব্রহ্মপুত্রের চরে বিপুল তরমুজ চাষ!

নিজস্ব প্রতিনিধি : চাষিদের জীবনে এবার পরিবর্তন নাকি ইতিহাসের প্রত্যাবর্তন

বাংলাদেশের ব্রহ্মপুত্রের চর অঞ্চলে এবার বিপুল পরিমাণে তরমুজের চাষ হচ্ছে। যা রীতিমত বৈপ্লবিক পরিবর্তন আনতে পারে বাংলাদেশের তরমুজ চাষিদের জীবনে। দিন দিন এই চরে চাষিদের সংখ্যা বাড়ছে। আশা করা যাচ্ছে ফলনও হবে বেশি।

কুড়িগ্রাম কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর সূত্রে জানা গেছে, জেলার ১৬টি নদীতে প্রায় ৪৫০টি চর রয়েছে যার প্রায় ৪৫ হাজার হেক্টর আবাদি জমি রয়েছে। কৃষকরা ৩৬৮টি চরে ৩৫,০০০ হেক্টর জমিতে চাষ শুরু করেছেন এবং তারা ভুট্টা, তরমুজ, শসা, মিষ্টি কুমড়া এবং গোলমরিচের মতো বিভিন্ন ফসল চাষ করছেন।

গত বছর জেলার উলিপুর উপজেলার হাতিয়া ইউনিয়নের চর বাগুয়া গ্রামে ৫০ একর জমিতে তরমুজ চাষ হয়েছিল। দুর্ভাগ্যবশত, প্রথম দিকের বন্যার কারণে ৪০ একর ফসল নিমজ্জিত এবং ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছিল। তবে এ বছর চরে ৩৪ হেক্টর জমিতে তরমুজ চাষ করেছেন চাষিরা, ফলন শুরু করেছেন তারা। আবহাওয়া অনুকূলে থাকায় আশার চেয়ে ফলন ভালো হওয়ায় এবার ভালো লাভের আশা করছেন তারা।

হাওড়া কর্পোরেশনের ইউটিউব

নিজস্ব প্রতনিধি : হাওড়া করপোরেশনের চেয়ার পার্সন ডাঃ সুজয় চক্রবর্তী নতুন উদ্যোগ নিয়ে স্থাপন করলেন ইউ টিউব চ্যানেল। যেখান থেকে মানুষ এক ক্লিকেই দেখতে পাবে বিভিন্ন জনসেবা মূলক কর্মধারা এবং বিভিন্ন সামাজিক কাজকর্মের তথ্য। প্রোপার্টি ট্যাক্স, আবর্জনা নিষ্কাষণ, স্বাস্থ্য বিষয়ক বিভিন্ন সমস্যার হবে সমাধান। গত ২৭ জুন হাওড়া টাউন হলে ঋষি অরবিন্দের ঐতিহাসিক বক্তৃতার দিন পালন উপলক্ষ্যে ইউ টিউব বার্তাটি সাধারণ মানুষের কাছে একটি দুষ্প্রাপ্য নথি হিসাবে সঞ্চিত থাকবে। ইউ টিউব লিংক নাম্বারটি হল http://www.youtube.com/@HMV। এছাড়াও সাম্প্রতিক আরও এক উদ্যোগ এক ডাকে সমাধান। মানুষ ছোট খাট সমস্যা নিয়ে এলে তাহার আশু সমাধানের জন্যে এই উদ্যোগ এখন দেখা যাবে। হাওড়া বাসীর দীর্ঘদিনের সমস্যা জমা জলের নিকাশি ব্যবস্থা এবং রাস্তা ঘাটের বেহাল অবস্থা কতখানি পরিবর্তন হয় সেটাই এখন দেখার।

ধন্দে শাসক দলও

প্রথম পাতার পর

তার পরে রাজ্য জুড়ে তৃণমূল কংগ্রেস নানা দুর্নীতির অভিযোগে জর্জরিত। তার প্রভাব যদি ভোটে পড়ে তাহলে হয়তো অনেক বুথ এবং সমিতি ও জেলা পরিষদে বিরোধী দলের জয় হাসিল হতে পারে। ডায়মণ্ড হারবার বিজেপির সাংগঠনিক জেলার সহ সভাপতি সুফল ঘাঁটু বলেন, ‘দেখুন যদি অবাধ শান্তিপূর্ণ ভোট এবং ভোটগণনা ঠিক ভাবে হয় তাহলে সর্বত্র আমরাই জিতব।’ তৃণমূল নেতা বুচান ব্যানার্জি বলেন, ‘যেখানে যেখানে তৃণমূল লড়ছে, সর্বত্রই আমাদের জয় হবে।’

শাক-সবজির বাজার

প্রথম পাতার পর

অর্থাৎ চাহিদার তুলনায় উৎপাদন কম হয়েছে। তারও পর এবছর বৃষ্টিও হয়নি। ফলে প্রচণ্ড গরমে ফুল-ফল ভালো হয়নি। সেই কারণেই দাম বাড়ছে।

অন্য এক সূত্র জানাচ্ছে জিনজিরা বাজার, নেপালগঞ্জ, আমতলা, মল্লিকপুর সহ যে সব জায়গায় চাষিরা গাড়ি করে মাল বিপণন করতে আসে সেখানে পুলিশদের নাকি তোলা দিতে হয়, ফলে সেখানেও নিত্যপ্রয়োজনীয় শাক-সবজির মূল্যবৃদ্ধির ক্ষেত্রে প্রভাব পড়ছে। এ ব্যাপারে কৃষি বিপণন দপ্তরকে তৎপর হতে হবে। অনেকেই প্রশ্ন তুলছেন কৃষি পেনশন সহ বিনামূল্যে চাষিদের নানা পরিষেবা দেওয়া সত্ত্বেও দিন দিন ধান সহ অন্যান্য সবজির উৎপাদন কমে যাচ্ছে কেন? আবার অনেকে বলছেন, কৃষি পেনশন যারা পাচ্ছেন তারা আদৌ চাষ বাস করছে তো?

দুর্নীতিমুক্ত পঞ্চায়েত

প্রথম পাতার পর

এই সকল দুর্নীতিকে শক্ত হাতে দমন করতে হবে। এবং তা দলমত নির্বিশেষে। নতুন প্রজন্মের কাছে এক দুর্নীতিমুক্ত সমাজব্যবস্থার দৃষ্টান্ত স্থাপন করতে হবে। যারা দুর্নীতি করে তারা আসলে কোনও রাজনীতি করেনা। তারা আশ্রয় নেয় বিভিন্ন রাজনৈতিক ছত্রছায়ায়। একমাত্র সমাজবিরোধী ছাড়া তাদের আর কোনও পরিচয় নেই। এইসব অপরাধীদের চিহ্নিত করে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির ব্যবস্থা করতে হবে।’ কারণ দুর্নীতির মধ্যে থাকলে কোনও জাতি, কোনও দেশ এগোতে পারবে না।’

উত্তর চব্বিশ পরগণার অবসরপ্রাপ্ত জেলা স্বাস্থ্য পরিদর্শক অসিত চক্রবর্তী তার প্রতিক্রিয়ায় বলেন, ‘নির্বাচিত জন প্রতিনিধিদের কাছে এটাই প্রত্যাশা, এলাকায় শান্তি-শৃঙ্খলা বজায় রেখে রাজ্য সরকারের অধীন জন পরিষেবাগুলি গ্রামীণ ও প্রান্তিক মানুষের কাছে সুষ্ঠুভাবে পৌঁছে দেওয়া। এর পাশাপাশি মানুষের রুজি-রোজগারের ব্যবস্থা সহ দুর্নীতিমুক্ত নিয়োগ ব্যবস্থার প্রতি নজর দেওয়া। নিত্য প্রয়োজনীয় খাদ্যশষ্য ইত্যাদি সাধারণ মানুষের কাছে পৌঁছানোর ব্যবস্থা দলমত নির্বিশেষে। এটাই আমার অভিমত।’

নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক জনৈক সংখ্যালঘু শিক্ষক তার প্রতিক্রিয়ায় বলেন, ‘সরকারি যে সমস্ত সুযোগ সুবিধা আছে এ ব্যাপারে যেন সাধারণ মানুষকে অবগত করা হয় এবং তা নিরপেক্ষভাবে প্রদান করা হয়। বিগত দিনে আবাস যোজনা ক্ষেত্রে ব্যাপক অনিয়ম ও দুর্নীতির অভিযোগ উঠেছে। এক্ষেত্রে এক শ্রেণীর দালালচক্র গ্রামীণ দরিদ্র খেটে খাওয়া মানুষদের থেকে কাটমানি বা দালালি খেয়েছে। এমনকি স্বজন পোষণের অভিযোগ উঠেছে। এমনও দেখা গিয়েছে, আবাস যোজনার ঘর পাইয়ে দেবার নামে অগ্রিম কাটমানি খেয়েছে। কিন্তু দুর্নীতির জন্যে আবাস যোজনা বন্ধ হওয়ায় টাকা ফেরতের ভয়ে সেইসব দালালরা গ্রামছাড়া হয়ে আছে। এছাড়া রাজ্য জুড়ে ঘটে যাওয়া নিয়োগ দুর্নীতি তো আজ সর্বজন বিদিত। তাই সাধারণ মানুষের প্রত্যাশা, অন্ততঃ আমার তো এমনটাই মনে হয়, যে সর্বসাধারণ স্তরে যে কোনও জন পরিষেবা হোক দুনীর্তিমুক্ত। এমনটাই প্রত্যাশা সাধারণ মানুষের এমনই অভিমত আমার।’

মৌশুনী গ্রাম পঞ্চায়েত কার দখলে থাকবে, শুরু রাজনৈতিক তরজা

নিজস্ব প্রতনিধি : আজ রাজ্যের পঞ্চায়েত নির্বাচন। দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার নামখানা ব্লকের বিচ্ছিন্ন দ্বীপ মৌসুনি এবার কার দখলে থাকবে তা নিয়ে শুরু হয়েছে রাজনৈতিক তর্জা। শাসক বিরোধী দুই পক্ষই মৌসুনী গ্রাম পঞ্চায়েত দখলের জন্য মরিয়া চেষ্টা চালাচ্ছে। শাসকের হাতিয়ার উন্নয়ন ও বিরোধীদের হাতিয়ার দুর্নীতি। এই নিয়ে প্রচারে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল দুই পক্ষই। এবারের পঞ্চায়েত নির্বাচনে মৌসুনিতে কুড়িটি আসনে ভোট হচ্ছে। যা গত বারের পঞ্চায়েত নির্বাচনের থেকে পাঁচটি আসন বেশি। এককভাবে সংখ্যাগরিষ্ঠতা নিয়ে মৌসুনি গ্রাম পঞ্চায়েতের ক্ষমতায় আসতে হলে, যেকোনো রাজনৈতিক দলকে ১১ টি আসনে জিততে হবে। এবারের পঞ্চায়েত ভোটে কুড়িটি আসনের মধ্যে সবকটি আসনে তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থী দিয়েছে।মৌসুনি গ্রাম পঞ্চায়েতের তৃণমূলের বিদায়ী সদস্যদের মধ্যে একজন সদস্য এবারের পঞ্চায়েত ভোটে পঞ্চায়েত স্তরে টিকিট পেয়েছে। বিদায়ী প্রধান ও উপ প্রধান টিকিট পাননি। তবে সিপিআইএম সবকটি আসনে প্রার্থী দিতে পেরেছে। তবে বিজেপির সব আসনে প্রার্থী দিতে পারেনি। তবে এবারের পঞ্চায়েত ভোটে নির্দলের হয়ে তিনজন প্রার্থী প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন। এবারের পঞ্চায়েত ভোটে বিজেপির সমর্থিত নির্দলের হয়ে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন নামখানা পঞ্চায়েত সমিতির বিদায়ী শিক্ষা কর্মাধ্যক্ষ তথা মৌসুনি গ্রাম পঞ্চায়েতের এক সময় তৃণমূলের দাপুটে নেতা শুভেন্দু বিকাশ মান্না। তিনি মৌসুনি গ্রাম পঞ্চায়েতের ২৫৯ নম্বর বুথ থেকে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন। প্রধান প্রতিপক্ষ হিসেবে তৃণমূলের প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন প্রদীপ হাতী। যিনি গত বিধানসভায় ভোটে বিজেপি কর্মী হিসেবে কাজ করেছেন। ২০১৮ সালের আগে পর্যন্ত এই বুথটি সিপিআইএমের দখলে ছিল।২০১৮ সালে পঞ্চায়েত নির্বাচনে তৃণমূল কংগ্রেস জয়ী হয়। তারপরে দুটি নির্বাচনে বিধানসভা ও লোকসভায় বিজেপি এগিয়ে ছিল। সবার নজর রয়েছে এই বুথের দিকে। মৌসুনি গ্রাম পঞ্চায়েতের ২৫৮ নম্বর বুথে কাকিমার বিরুদ্ধে ভোটের প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন ভাইঝি। কাকিমার সবিতা রানী সিট প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন তৃণমূলের হয়ে ও ভাইজি রিনা সিট গিরি প্রতিদন্দ্বিতা করছেন বিজেপির হয়ে। এই বুথটি ও ২০১৮ সালের আগে পর্যন্ত সিপিআইএমের দখলে ছিল। ২০১৮ সালে পঞ্চায়েত নির্বাচনে তৃণমূল জয়ী হয়। পরের দুটি নির্বাচনে লোকসভা ও বিধানসভায় বিজেপি এগিয়েছিল। এবারের পঞ্চায়েত ভোটে মৌসুনি গ্রাম পঞ্চায়েতের সিপিআইএম এর প্রাক্তন প্রধান সেক ইলিয়াসের বিরুদ্ধে, ভোটে দাঁড়িয়েছেন তৃণমূল কংগ্রেসের বিদায়ী সদস্য কাউম খাঁন।

অন্যদিকে , মৌসুনি গ্রাম পঞ্চায়েতের তৃণমূলের প্রাক্তন যুব সভাপতি বীরেন গিরি নির্দলের হয়ে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন। এবারের পঞ্চায়েত নির্বাচনে মৌসুনি গ্রাম পঞ্চায়েতের সবথেকে কনিষ্ঠতম প্রার্থীর নাম বিজেপির মালতী ভূঁইয়া দাস। ২০০৩ সালের আগে পর্যন্ত মৌসুনি গ্রাম পঞ্চায়েত সিপিআইএমের দখলে ছিল। ২০০৩ সালে কংগ্রেস সমর্থিত নির্দল জোট পঞ্চায়েত গঠন করে। ২০০৮ সালে তৃণমূল কংগ্রেস একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা নিয়ে পঞ্চায়েত গঠন করে। ২০১৩ পঞ্চায়েত নির্বাচনে সিপিআইএম আবারও একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা নিয়ে মৌসুনি গ্রাম পঞ্চায়েত গঠন করেন। তবে ২০১৩ সালে ১৫ টি আসনের মধ্যে সিপিআইএম পেয়েছিল৮ টি ও তৃণমূল কংগ্রেস পেয়েছিল ৭ টি। প্রায় আড়াই বছর সিপিএম পঞ্চায়েত চালানোর পর সিপিআইএম সদস্য আদালত খাঁন তৃণমূল কংগ্রেসে যোগদান করে। পরে তৃণমূল কংগ্রেস অনাস্থা প্রস্তাব আনলে সিপিআই এম একক সংখ্যাগরিষ্ঠ হারায়। ফলে আবারও তৃণমূল কংগ্রেস পঞ্চায়েত গঠন করে। প্রধান হন আদালত খাঁন। ২০১৮ সালের পঞ্চায়েত নির্বাচনে তৃণমূল কংগ্রেস একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা নিয়ে ভোটে জয়ী হয়। ১৫ টি আসনের মধ্যে তিনটি আসন পেয়েছিল বিরোধীরা ও নির্দল। বাকি ১২ টি আসন তৃণমূল কংগ্রেস পেয়েছিল। এবারের পঞ্চায়েত ভোটে বিরোধীরা রাস্তাঘাট, পানীয় জলের সমস্যা হাসপাতালে ২৪ ঘন্টা ডাক্তারি পরিষেবা,বেহাল নদী বাঁধ, আমফান দুর্নীতি সহ একাধিক অভিযোগ মানুষের কাছে তুলে ধরছে। শাসকের কাছে হাতিয়ার উন্নয়ন, রাস্তাঘাট থেকে শুরু করে সজল ধারা প্রকল্পের মাধ্যমে বাড়ি বাড়ি পানীয় জল পৌঁছে দেওয়া, হাসপাতালে ডাক্তার আসা, মৌসুনিতে ২৪ ঘন্টা বিদ্যু পরিষেবা চালু করা ও কংক্রিটের স্থায়ী নদী বাঁধ। এই সব উন্নয়ন নিয়ে মানুষের বাড়ি বাড়ি যাচ্ছে শাষক। দুপক্ষেরী দাবি এবারের পঞ্চায়েত গঠন করবে। এখন দেখার বিষয় শেষ পর্যন্ত মৌসুনি গ্রাম পঞ্চায়েত কার দখলে থাকে।

সাপের উপদ্রব থেকে বাঁচতে ভোট কর্মীদের কার্বলিক অ্যাসিড প্রদান

নিজস্ব প্রতিনিধি : বর্ষার শুরুতেই সুন্দরবন এলাকায় বিষধর সাপের উপদ্রব বেড়ে গিয়েছে। বিশেষ করে তীক্ষ্ণ বিষধর কালাজ ও কেউটে সাপের উপদ্রব। প্রতিনিয়ত সাপের কামড়ে আক্রান্ত হচ্ছেন এলাকার মানুষজন। এদিকে রাত পোহালেই পঞ্চায়েত নির্বাচন। শুরু হবে ভোট গ্রহন পর্ব।শুক্রবার সকাল থেকে দক্ষিণ ২৪ পরগনার সুন্দরবন এলাকার বিভিন্ন বুথে বুথে পৌঁছে গিয়েছেন ভোটকর্মীরা।বুথে রাত কাটাবেন ভোট কর্মীরা। সাপের উপদ্রব থেকে যাতে রেহাই মেলে তারজন্য নির্বাচন কমিশনের পক্ষথেকে ভোট কর্মীদের দেওয়া হল কার্বলিক অ্যাসিড। রাতে বুথের মধ্যেই ঢুকে পড়তে পারে বিষধর কালাজ কিংবা কেউটে। সেক্ষেত্রে যদি কোন ভোটকর্মী সাপের কামড়ে আক্রান্ত হন, ভোট গ্রহণ বাণচাল হতে পারে। তাই কোন প্রকার ঝুঁকি নিতে নারাজ। ভোটকর্মীদের দেওয়া হল কার্বলিক অ্যাসিড।

ভোট কর্মীদের কার্বলিক অ্যাসিড দেওয়া প্রসঙ্গে ক্যানিং মহকুমা হাসপাতালের সর্প বিশেষঞ্জ চিকিৎসক ডাঃ সমরেন্দ্র নাথ রায় বলেন, ‘সাপের উপদ্রব থেকে ভোট কর্মীদের বাঁচানোর জন্য যে উদ্যোগ নিয়ে রাজ্য নির্বাচন কমিশন ভোটকর্মীদের কে কার্বলিক অ্যাসিড প্রদান করেছেন তা অত্যন্ত প্রশংসনীয়। বিশেষ করে বর্ষাকালে মাঠে ঘাটে জল জমে যাওয়ায় সাপেদের বাসস্থান সংক্ষিপ্ত হয়ে যায়। সেই কারণেই সাপের উপদ্রব কয়েক গুণ হারে বেড়ে যায়। রাতে অন্ধকারে বুথের মধ্যে আক্রান্ত হতে পারেন ভোট কর্মীরা।কমিশনের পক্ষ থেকে কার্বলিক অ্যাড প্রদান করায় সেই বিপদ আর থাকছে না। মনে রাখতে হবে এশিয়া মহাদেশ তথা পৃথিবীর বিখ্যাত তীক্ষ্ণ বিষধর ফণাহীন সাপ হল “কালাজ”। এই সাপ ৯৯ শতাংশ বিছানায় কামড় দেয়। সুন্দরবন এলাকায় তার প্রভাব এবং আধিপত্য অত্যধিক। এই কালাজ সাপ কামড় দিলে ক্ষতস্থান ফোলা, জ্বালা, যন্ত্রণা, ব্যাথা কোন কিছুই অনুভব করা যায় না। ক্ষতস্থানে কোনপ্রকার কোনরুপ চিহ্ন বা দাগ থাকে না।উপসর্গ হিসাবে পেট ব্যথা, শরীরের গাঁটে গাঁটে ব্যথা, খিঁচুনী ভাব এবং দুচোখের পাতা পড়ে আসাই কালাজ সাপ কামড়ের একমাত্র উপলক্ষণ।

মৌশুনীর হাসপাতালে চালু হয়নি ২৪ ঘন্টা ডাক্তারি পরিষেবা

নিজস্ব প্রতনিধি : ভোট আসে নেতারাও প্রতিশ্রুতি দেয় কিন্তু আজও একই অবস্থায় থেকে গেছে মৌসুনি দ্বীপের বাগডাঙ্গা প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্র। বর্তমানে সপ্তাহে একদিন ডাক্তার আসে, কখনো কখনো তা দুদিন হয়। একজন কম্পাউন্ডার ও চারজন নার্স নিয়ে চলছে প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্র। প্রত্যেক বছর ভোট আসে নেতারা প্রতিশ্রুতি দিয়ে চলে যায় হাসপাতালে ২৪ ঘন্টা ডাক্তারি পরিষেবা চালু করার। স্থানীয় বাসিন্দাদের অভিযোগ

গত বিধানসভা ভোটের আগে হাসপাতালে ডাক্তার ছিল না। বর্তমানে সুন্দরবন উন্নয়ন মন্ত্রী বিধানসভা ভোটের আগে এসে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন হাসপাতালে ২৪ ঘন্টা ডাক্তারি পরিষেবা চালু করার ও দশ শয্যা বিশিষ্ট হাসপাতাল করার। বিধানসভা ভোটের পর ডাক্তার এসেছে ঠিকই কিন্তু তা সপ্তাহে মাত্র একদিন। কোন কোন সপ্তাহে এটা দুদিন হয়ে দাঁড়ায়। এখনো পর্যন্ত প্রসূতি মহিলাদের গর্ভপাত করানোর ব্যবস্থা চালু করা হয়নি। যার দরুন আবারও আসন্ন ত্রিস্তর পঞ্চায়েত নির্বাচনের আগে ক্ষোভে ফুঁষছে মৌসুনি দ্বীপবাসী। তবে এবারের পঞ্চায়েত ভোটে বিরোধীরা হাসপাতালকে ইস্যু করে লড়াইয়ের ময়দানে রয়েছে। তবে বিরোধীরা বলেন রাজ্যের স্বাস্থ্য ব্যবস্থাই এখন বেহাল। আমরাই ক্ষমতায় এলে মৌসুনিতে চব্বিশ ঘন্টা ডাক্তারি পরিষেবা চালু হবে। অবশ্য বিরোধীদের এই কথা গুরুত্ব দিতে নারাজ তৃণমূল কংগ্রেস। তৃণমূল কংগ্রেসের পক্ষ থেকে জানানো হয় মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সর্বোত্র উন্নয়ন করছে মৌসুনিতে হসপিটালে পরিকাঠামো উন্নয়ন হবে। ডাক্তার ছিল না এখন ডাক্তার আসছে। ভবিষ্যতে গর্ভবতী মাকে নদী পেরিয়ে না যেতে হয় তার ব্যবস্থা করা হবে এখানে।

ভোটদান থেকে বঞ্চিত বৃদ্ধাশ্রমের আবাসিকরা

নিজস্ব প্রতিনিধি : পঞ্চায়েত নির্বাচনকে কেন্দ্র করে ইতিমধ্যেই চরম ব্যস্ততার ছবি উঠে আসছে দক্ষিণ ২৪ পরগনা বিভিন্ন প্রান্ত থেকে। কোথাও বা ভোট কর্মীরা নিজেদের বুথে যাচ্ছে কোথাও বা এলাকা মুড়ে ফেলা হয়েছে শাসকবিরোধী পতাকা দিয়ে। যেন এক উৎসবের আমেজ। কিন্তু এই উৎসবের আমেজের মধ্যেও আক্ষেপের সুর জয়নগরের দক্ষিণ বারাসতের জন্মভূমি বৃদ্ধাশ্রমের প্রায় ৩০ জন আবাসিকের গলাতে। কেউ ভোট দিয়েছে ১৫ বছর আগে, কেউ বা ভোট দিয়েছে ১০ বছর আগে। এখন আর ভোট দিতে পারেন না তারা। তার কারণ মানসিক ভারসাম্যহীন হবার কারণে বা অন্য কোন সমস্যার জন্য পরিবারের লোকেরা এই বৃদ্ধাশ্রমে রেখে গিয়েছে। বৃদ্ধাশ্রমে রাখার পর থেকেই পরিবারের পক্ষ থেকে কেউ আর যোগাযোগ রাখেনি এদের সঙ্গে। অনেককে বা বৃদ্ধাশ্রমের কর্তৃপক্ষ বিভিন্ন রাস্তাঘাটে মানসিক ভারসাম্যহীন অসহায় অবস্থায় দেখতে পেয়ে তাদেরকে উদ্ধার করে এই বৃদ্ধাশ্রমে আশ্রয় দিয়েছেন। ভোট আসে ভোট যায় কিন্তু ভোট না দিতে পারাতে আক্ষেপের সুর বৃদ্ধাশ্রমের আবাসিকদের গলায়। ভোট না দিতে পেরে মন খারাপ অনেকের। ভোট দিতে পারলে ভালো হতো এমনটাই জানিয়েছেন অনেক আবাসিক।

রত্নাকর হালদার জন্মভূমি বৃদ্ধাশ্রম এর কর্মকর্তা। তিনি বলেন, বৃদ্ধ বয়সে পরিবার ও আত্মীয় স্বজনের কাছে বোঝা হয়ে যায় এই মানুষগুলি। এই মানুষগুলিকে কোন বৃদ্ধাশ্রম না পেলে রাস্তায় ছেড়ে দেয় পরিবারের লোকজনেরা। অসহায় হয়ে পড়ে এই মানুষগুলি তখন দুবেলা দুমুঠো খাবারের জন্য রাস্তায় রাস্তায় ঘুরতে থাকে। জন্মভূমি বৃদ্ধাশ্রমে প্রায় ৩০ জন এইরকম মানসিক ভারসাম্যহীন মানুষ রয়েছেন। এই মানুষগুলি দীর্ঘদিন ধরে নিজেদের ভোটাধিকার প্রয়োগ করতে পারেননি কিন্তু ভোটার লিস্টে তাদের নাম রয়েছে। মানুষগুলি যেন নেতাদের কাছেও মৃত। সরকারি উদ্যোগে বা সরকার যদি এই মানুষগুলিকে ভোট দেওয়ার সুযোগ করে দিতো তাহলে অনেক ভালো হতো। সকল জনগণের উচিত ভোট দেওয়া। কিন্তু সমাজের এই অবহেলিত মানুষগুলো সমাজে যেন ব্রাত্য হয়ে গিয়েছে। এদের কথা কেউ ভাবলো না।

আরপিএফ এর তৎপরতায় ছেলেকে ফিরে পেলেন মা

নিজস্ব প্রতিনিধি : আরপিএফ এর তৎপরতায় হারিয়ে যাওয়া ছেলে কে ফিরে পেলেন তার মা। ঘটনাটি ঘটেছে শুক্রবার শিয়ালদহ দক্ষিণ শাখার ক্যানিং ষ্টেশনে। স্থানীয় ও আরপিএফ সুত্রে জানা গিয়েছে গড়িয়া স্টেশন সংলগ্ন গোপালনগরের বাসিন্দা দম্পতি রাধাকান্ত ও শ্যামলী গায়েন। দম্পতির দুই সন্তান রয়েছে। এদিন সকালে শ্যামলি দেবী তাঁর ছোট ছেলেকে নিয়ে সুন্দরবনের বাসন্তী ব্লকের শিবগঞ্জ এলাকার বাপের বাড়িতে যাচ্ছিলেন। গড়িয়া স্টেশনে ছোট ছেলে সৌরভ গায়েনকে প্রথমে ডাউন ক্যানিং ট্রেনে তুলেদিয়ে নিজে উঠতে পারেন নি। ট্রেন ছেড়ে দিয়েছিল। তিনি সাথে সাথে পরবর্তী ট্রেন ধরে সোনারপুর স্টেশনে গিয়ে ঘটনার কথা আরপিএফকে জানায়। ঘটনা জেনেই ক্যানিং স্টেশন থেকে সৌরভ গায়েন নামে ওই শিশু কে উদ্ধার করেন ক্যানিং স্টেশনের কর্তব্যরত আরপিএফ। খবর দেওয়া হয় শিশুর পরিবার কে।খবর পেয়ে তড়িঘড়ি ওই শিশুটির মা হাজীর হয় ক্যানিং ষ্টেশনে। আরপিএফ এর তরফে উদ্ধার হওয়া শিশুকে তার মায়ের হাতে তুলে দেওয়া হয়। শ্যামলি দেবী হারিয়ে যায় সন্তানকে ফিরে পেয়ে প্রসংশা জানিয়েছেন আরপিএফ এর কর্মযজ্ঞক।

মহানগরে

সি এ বি'র থেকে বকেয়া বিনোদন কর জোর

নিজস্ব প্রতিনিধি : দি কলকাতা মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন অ্যাক্ট, ১৯৮০ – র ৪২২ ধারানুযায়ী বিনোদন কর(অ্যামিউজমেন্ট ফিজ) ধার্য করার ক্ষমতা কলকাতা পৌরসংস্থার আছে। কিন্তু অনেক ক্ষেত্রেই এই কর ফাঁকি দেওয়ার প্রবণতা দেখা যায়। যারা কোটি কোটি টাকা খরচ করে কলকাতা মহানগরে বিনোদনের ব্যবস্থা করে তাদের কাছে লক্ষ টাকা আদায় করতে কলকাতা পৌরসংস্থার এতো গড়িমসি কেন? কলকাতা পৌরসংস্থার মাসিক পৌর অধিবেশনে এই প্রশ্ন উত্থাপন করছেন কলকাতা পৌরসংস্থার ৪৮ নম্বর ওয়ার্ডের নবাগত তৃণমূলী পৌরপ্রতিনিধি ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশন অফ বেঙ্গলে'র(সি এ বি) প্রাক্তন সচিব বিশ্বরূপ দে। তিনি পৌর কর্তৃপক্ষের কাছে আরও প্রশ্ন তুলেছেন, বিগত ২০২২ – '২৩ অর্থবর্ষে কলকাতা পৌরসংস্থা প্রমোদকর বা বিনোদন কর বাবদ যে টাকা আদায় করেছে, এই অর্থবর্ষে সেই টাকার অঙ্ক কী বৃদ্ধির সম্ভাবনা আছে? যদি থাকে তাহলে কিভাবে? তিনি আরও জানতে চেয়েছেন, যারা সাম্প্রতিক কালে এই কর ফাঁকি দিচ্ছে কলকাতা পৌরসংস্থা কী তাদের বিরুদ্ধে কোনও আইনগত ব্যবস্থা নিয়েছে? যদি নিয়ে থাকে তা'হলে সেই মামলার সংখ্যা কত? আর যদি কোনও পদক্ষেপ না নিয়ে থাকে তাহলে কেন তা এখনও নেওয়া হয় নি?

এ বিষয়ে কলকাতা পৌরসংস্থার মহানাগরিক ফিরহাদ হাকিম বলেন, কলকাতা পৌরসংস্থার বিনোদন দফতরের সর্বদা বিনোদন কর আদায়ের প্রচেষ্টা থাকে। এর ফলে বিগত ২০২২ – '২৩ অর্থবর্ষে ৬ কোটি ১২ লক্ষ টাকা রেকর্ড পরিমান বিনোদন কর কলকাতা পৌরসংস্থা আদায় করতে পেরেছে। যদি বিশ্বরূপ দে'র কাছে বিনোদন কর না দেওয়ার এরকম কোনও সংস্থার নাম থেকে থাকে তাহলে পৌরসংস্থাকে জানালে এই কর আদায়ে সুবিধা হবে। বর্তমান অর্থবর্ষে বিনোদন কর দফতর নিয়মিত পরিদর্শনের মাধ্যমে নতুন নতুন সংস্থাকে বিনোদন করের আওতায় আনছেন এবং বিনোদন ফি আদায়ের প্রচেষ্টা জারি রয়েছে। কিন্তু কিছু বছর বিনোদন ফি'র কোনও পূনর্মূল্যায়ন হয়নি। এ বিষয়ে পৌর কর্তৃপক্ষ ভাবনাচিন্তা করছে। বর্তমানে নতুন নতুন কিছু এরিয়া নির্দিষ্ট করা হয়েছে। যেখানে পৌরসংস্থা বিনোদন কর নেবে। বিনোদন ফি আদায়ের জন্য নোটিশ অফ ডিমান্ড পাঠানো হচ্ছে। এবং মিউনিসিপ্যাল ম্যাজিস্ট্রেট কোর্টে মামলাও করা হয়েছে। আরও কয়েকটি সংস্থার বিরুদ্ধে অনুরূপ ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। এছাড়াও যাদের ৫০ হাজারের অধিক টাকা বিনোদন কর বকেয়া আছে। তাদের ক্ষেত্রেও পৌরসংস্থা চেষ্টা করছে, তাদের সঙ্গে আলাপআলোচনা করে যতটা সম্ভব বিনোদন কর নিয়ে নেওয়ার।

সি এ বি'র অনেক পরিমাণ বিনোদন কর বাকি ছিল। আপনিও যখন সি এ বি'র সচিব ছিলেন, আপনিও আলোচনা করেছিলেন। তারপরেও আলোচনা হয়েছে। আলোচনার মাধ্যমে যতটা পারা যায়, বিনোদন কর আদায় করা হচ্ছে। ইডেন গার্ডেনে আইপিএলের জন্য কলকাতা নাইট রাইডার্স কর্তৃপক্ষ কলকাতা পৌরসংস্থাকে বিনোদন কর বাবদ জুন মাঝামাঝি দু'কোটি টাকা মিটিয়েছে। এখনও দেড় কোটিরও বেশি টাকা বিনোদন কর বাবদ বকেয়া রয়েছে।

পৌর অধিবেশনে জনপ্রতিনিধি বিশ্বরূপ দে প্রশ্নোত্তর পর্বে বলেন, সি এ বি'র থেকে অনেকটা কর আদায় হয়েছে। সি এ বি বেশ কিছু জায়গায় কর দিয়ে থাকে। কিন্তু কলকাতা পৌরসংস্থার ক্ষেত্রে বিরাট ফাঁকির একটা জায়গা তৈরি হয়ে যাচ্ছে। সি এ বি কলকাতা পুলিশকে কর দিচ্ছে। বাকি সমস্ত জায়গায় কর দিচ্ছে। কলকাতা পৌরসংস্থার ক্ষেত্রে ফাঁকি দেওয়াটা বাঞ্ছনীয় নয়। এই যে ক্রিকেট বিশ্বকাপ কাপ আসছে, ইডেন গার্ডেনে পাঁচটি ম্যাচ হবে। সেই কলকাতা পৌরসংস্থার ক্ষেত্রে একই ইস্যু আসবে। সারা ভারতের সব দফতর তার কাছ থেকে কর আদায় করবে। কিন্তু কলকাতা পৌরসংস্থার ক্ষেত্রে পৌরসংস্থা ভদ্রতা দেখাবে। বিশ্বরূপ বাবু বলেন, আমার মনে হয়, একটা সামঞ্জস্য রেখে ভাবনাচিন্তা করা দরকার, যাতে কলকাতা পৌরসংস্থা বঞ্চিত না হয়।

মহানাগরিক বলেন, ডাইরেক্ট বেনিফিট কেবলমাত্র কলকাতা পৌরসংস্থা দিয়ে থাকে। কলকাতা পৌরসংস্থা পরিশ্রুত পানীয় জল সরবরাহ করবে। জঞ্জাল অপসারণের কাজ করবে। রাস্তা পরিষ্কার করে দেবে। আলোকায়নের ব্যবস্থা করে দেবে। আর এখানেই কর দিতে মানুষের সবথেকে বেশি অনীহা। মহানাগরিক জানান, এটাই কলকাতা পৌরসংস্থার কাছে একটা বড়ো দুর্ভাগ্য। আইন আছে, যদি একটু স্ট্রিক্ট হয়ে যাই তাহলেই নিশ্চিতভাবে মানুষের কর না দেওয়ার হ্যাবিটের পরিবর্তন হবে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, চলতি অর্থবর্ষে অ্যামিউজমেন্ট ফিজ বাবদ কলকাতা পৌরসংস্থা আদায়ের খাতে রেখেছে ৮ কোটি ৩৫ লক্ষ টাকা।

প্রতি মাসে নয়, ৩মাসে একটা স্বাস্থ্যশিবির পুর ওয়ার্ডে

বরুণ মণ্ডল

কলকাতা পৌরসংস্থার স্বাস্থ্য দফতরের পক্ষ থেকে এতদিন প্রত্যেক মাসে প্রতি ওয়ার্ডে একটি করে স্বাস্থ্য শিবিরের আয়োজন করা হতো। এই শিবিরে জেনারেল মেডিসিন ছাড়াও চোখ, ত্বক এবং হাড়ের সমস্যা সংক্রান্ত চিকিৎসা করা হতো। কিন্তু বর্তমান নির্দেশিকা অনুযায়ী প্রতি ওয়ার্ডে প্রতি মাসের বদলে প্রতি তিন মাসে একটি করে স্বাস্থ্য শিবির অনুষ্ঠিত হবে এবং সেই শিবিরে আবার জেনারেল মেডিসিন ছাড়া কেবলমাত্র একটি বিভাগের চিকিৎসা করা হবে।

এ বিষয়ে কলকাতা পৌরসংস্থার বেহালাস্থিত ১২১ নম্বর ওয়ার্ডের পৌরপ্রতিনিধি রূপক গঙ্গোপাধ্যায়ের প্রস্তাব, এতোদিনের প্রতি মাসের এই স্বাস্থ্য শিবির থেকে আমার ওয়ার্ডের বহু মানুষ চিকিৎসা পেত। ওয়ার্ডের প্রান্তিক মানুষজন এই শিবিরের জন্য অপেক্ষা করত চোখ, ত্বক এবং হাড়ের সমস্যা নিবারণে। বর্তমানে প্রতি তিনমাসে কেবল মাত্র একটি বিষয়ের চিকিৎসার সুযোগ থাকায় আমার ওয়ার্ডের প্রান্তিক মানুষজনকে খুবই অসুবিধার মধ্যে পড়তে হচ্ছে। তাই রূপক গঙ্গোপাধ্যায়ের প্রস্তাব, 'আমার ওয়ার্ডে প্রতি মাসেই এই 'স্বাস্থ্যশিবিরের' আয়োজন করা হোক। চোখ, ত্বক এবং হাড়ের বিশিষ্ট চিকিৎসকরা উপস্থিত থেকে ওয়ার্ডের মানুষজনের চিকিৎসার সুবন্দোবস্ত করুন।

এই প্রস্তাবের জবাবি বক্তব্যে কলকাতা পৌরসংস্থার স্বাস্থ্য দফতরের মেয়র পারিষদ উপ–মহানাগরিক অতীন ঘোষ বলেন, ১২১ নম্বর ওয়ার্ড পৌরপ্রতিনিধি যে প্রস্তাবটি রেখেছেন, সেই প্রস্তাবের পরিপ্রেক্ষিতে বলা যায়, কলকাতা পৌরসংস্থার স্বাস্থ্য দফতরের পক্ষ থেকে প্রতি মাসে প্রত্যেকটি ওয়ার্ডে একটি করে স্বাস্থ্য শিবিরের আয়োজন করা হতো। কিন্তু এই স্বাস্থ্য শিবির গত এপ্রিল মাস থেকে সল্টলেক সেক্টর ফাইভস্থিত রাজ্য স্বাস্থ্য ভাবনের নির্দেশানুযায়ী স্থগিত করা হয়েছে। এখন স্বাস্থ্য ভবনের নির্দেশানুসারে প্রত্যেক মাসের বদলে প্রতি তিন মাসে প্রতি ওয়ার্ডে একটি করে স্বাস্থ্য শিবির অনুষ্ঠিত হবে। এর প্রধানত তিনটি কারণ আছে। গত ১৭ এপ্রিল ন্যাশনাল হেলথ মিশনে'র কাছ থেকে একটি স্পেশাল ডিরেক্টরের নির্দেশিকা আসে। যেখানে বলা আছে, প্রথমত, বিশেষ স্বাস্থ্য শিবির প্রতি মাসের পরিবর্তে প্রতি তিন মাসে প্রতিটি ওয়ার্ডে একটি করে স্বাস্থ্য শিবির আয়োজিত হবে। সেই ভাবেই অর্থ বরাদ্দ করা হয়েছে। দ্বিতীয়ত, পঞ্চদশ ফিনান্স কমিশন থেকে প্রতিটি ওয়ার্ডে প্রতি ১৫ হাজার জনসংখ্যা প্রতি একটি সুস্বাস্থ্য কেন্দ্রে'র অনুমোদন পাওয়া গেছে। এখানে জেনারেল মেডিসিনের চিকিৎসক থাকবে। সকল প্রকার রোগের চিকিৎসা হবে। এবং প্রয়োজনানুযায়ী ওষুধ বিতরণও করা হবে।

মেয়র পারিষদ অতীন ঘোষ আরও জানান, এই প্রকার ৪০টি সুস্বাস্থ্য কেন্দ্রে'র জন্য জমি বা বাড়ি নির্বাচিত হয়ে গেছে। ইতিমধ্যে প্রায় ১০টি স্যাটেলাইট সেন্টারে'র উদ্বোধন হয়ে গেছে। আর ৭টি স্যাটেলাইট সেন্টার' উদ্বোধনের পথে। এই সমস্ত সুস্বাস্থ্য কেন্দ্র' গুলি থেকে ওয়ার্ডের প্রান্তিক মানুষরা উন্নত মানের স্বাস্থ্য পরিষেবা পাবে।

এছাড়াও ভৌগোলিক পরিসীমা অনুযায়ী ক্ষেত্রমানে বড় ওয়ার্ডের প্রান্তিক মানুষদের স্বাস্থ্য পরিষেবা দেওয়ার জন্য পাঁচটি ভ্রাম্যমাণ মোবাইল চিকিৎসা ইউনিট কলকাতা পৌরসংস্থার পক্ষ থেকে চালু করা হয়েছে। এই ইউনিট গুলি প্রত্যেকদিন সকাল ৯টা থেকে দুপুর ১২টা পর্যন্ত এবং দুপুর ১টা থেকে বিকেল ৪টে পর্যন্ত দু'টি ওয়ার্ডের ভিন্ন ভিন্ন জায়গায় অস্থায়ী স্বাস্থ্য শিবির পরিচালনা করে, সপ্তাহে মোট ১২টি ওয়ার্ডে পৌর প্রতিনিধির নির্দেশানুযায়ী ৬০টি স্থানে এই ইউনিট সাধারণ মানুষের রোগের চিকিৎসা, গর্ভবতী মায়েদের স্বাস্থ্য পরীক্ষা, রক্ত পরীক্ষা, ইসিজি করা হয় ও প্রয়োজন মতো ওষুধও দেওয়া হয়ে থাকে। ১২১ নম্বর ওয়ার্ডে কোনও জমি যদি পাওয়া যায়, সেখানে একটি সুস্বাস্থ্য কেন্দ্র' গড়ে তোলা যেতে পারে বলে পৌর স্বাস্থ্য দফতরের মেয়র পারিষদ অতীন ঘোষ বলেন। এতে এই ওয়ার্ডের প্রান্তিক মানুষদের উন্নতমানের স্বাস্থ্য পরিষেবা দেওয়া যেতে পারে।

কলকাতা পৌরসংস্থার নিজস্ব পাঁচটি মোবাইল ভ্যান কোন্ কোন্ ওয়ার্ডে সার্ভিস দিচ্ছে? গাড়ি নম্বর – ১ থেকে ১ নম্বর বরোর ১, ২, ৩ ও ৬ নম্বর ওয়ার্ডকে, ২ নম্বর বরোর ১২, ১৫ ও ১৮ নম্বর ওয়ার্ডকে, ৩ নম্বর বরোর ১৪ ও ২৯ নম্বর ওয়ার্ডকে, ৪ নম্বর বরোর ২১, ২৬ ও ২৮ নম্বর ওয়ার্ডকে পরিষেবা দিচ্ছে। গাড়ি নম্বর – ২ থেকে ৭ নম্বর বরোর ৫৬, ৫৭, ৫৮, ৫৯ ও ৬৬ নম্বর ওয়ার্ডে পরিষেবা দিচ্ছে। গাড়ি নম্বর – ৩ থেকে ১১ নম্বর বরোর ১০৩, ১০৪, ১১০, ১১১ ও ১১২ নম্বর ওয়ার্ডে পরিষবা দেয়। গাড়ি নম্বর – ৪ থেকে ১০ নম্বর বরোর ৯১, ৯২, ৯৫, ৯৭ ও ১০০ নম্বর ওয়ার্ডকে এবং ১৬ নম্বর বরোর ১২৪, ১২৬, ১৪২ ও ১৪৪ নম্বর ওয়ার্ডে পরিষেবা দিচ্ছে এবং গাড়ি নম্বর – ৫ থেকে ৯ নম্বর বরোর ৭৯ ও ৮০ নম্বর ওয়ার্ডকে এবং ১৫ নম্বর বরোর ১৩৩, ১৩৪, ১৩৫, ১৩৭, ১৩৮, ১৩৯, ১৪০ ও ১৪১ নম্বর ওয়ার্ডে পরিষেবা দিচ্ছে। ১২১ নম্বর ওয়ার্ডটি এই ভ্রাম্যমাণ মোবাইল চিকিৎসা গাড়ির তালিকার মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করা হবে বলে কলকাতা পৌরসংস্থার উপ মহানাগরিক জানান।

'শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জি ও তার উত্তরাধিকার'

নিজস্ব প্রতিনিধি : গত ৬ জুলাই শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জীর ১২২তম জন্মদিন উপলক্ষে এক আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়েছিল ভবানীপুরে তাঁরই বাস ভবনে মৌলানা আবুল কালাম আজাদ ইনস্টিটিউট অফ এশিয়ান স্টাডিজ কলকাতার পক্ষ থেকে। 'শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জি ও তার উত্তরাধিকার' শীর্ষক এই আলোচনা সভায় উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় সরকারের জাহাজ এবং জলপথ বিষয়ক প্রতিমন্ত্রী শান্তনু ঠাকুর, শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জির নাতি তথা মুম্বাই এবং কলকাতা হাইকোর্টের প্রাক্তন প্রধান বিচারপতি চিত্ততোষ মুখোপাধ্যায়, ভারত সেবাশ্রম সংঘের সন্ন্যাসী স্বামী দিব্যানন্দজী মহারাজ এবং আয়োজক সংস্থার ডিরেক্টর ডক্টর স্বরূপ প্রসাদ ঘোষ সহ ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অফ ম্যানেজমেন্টের প্রাক্তন প্রফেসর গম্বুজ মাহান্তি। সকলেই শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের বাংলার জন্য অবদান বিষয়ে আলোচনা করেন এবং তাঁর দেখানো পথ কিভাবে ভারতের এগিয়ে যাওয়ার পথ হতে পারে এ বিষয়ে আলোচনা করেন। সারাদিনব্যাপী এই অনুষ্ঠানে বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলোচনায় উপস্থিত ছিলেন চারুচন্দ্র কলেজের প্রফেসর বিমল শংকর নন্দ, কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রফেসর ডক্টর সুভাষ বিশ্বাস, বঙ্গবাসী কলেজের প্রফেসর রত্না ভট্টাচার্য, প্রফেসর রূপেন্দ্রকুমার চট্টোপাধ্যায়, কাটোয়া কলেজের প্রফেসর অর্পণ দাস, ডক্টর জিষ্ণু বসু, ডক্টর দেবদত্তা চক্রবর্তী সহ আরো অনেকে।

মেধা তালিকায় ৯২

নিজস্ব প্রতিনিধি : ৬ জুলাই এবছরের উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষার ফলাফলের স্ক্রুটিনি বা রিভিউয়ের ফলাফল প্রকাশিত হল। ৫৬০০ জনের ফলাফল পরিবর্তন হয়েছে। মেধা তালিকায় একাদশ স্থানে থাকা পাঁচ জন পরীক্ষার্থীর এক নম্বর করে বাড়ায়, তারা দশম স্থানে উঠে আসে, দশম স্থানে থাকা ১৭ জনের জায়গায় ২২ জন এই স্থানে উঠে এলো। এরই সঙ্গে এবারের উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষার ফলাফলের মেধাতালিকায় টোটাল র‍্যাঙ্ক হোল্ডারের সংখ্যা ৮৭ থেকে বেড়ে ৯২ জনে এসে দাঁড়ালো।

লেন্স বার্তা

চেতলা থেকে কুদঘাট, টালি নালায় পলি তোলার কাজ চলছে জোর কদমে, সাথে চলছে জোয়ার ভাটাও, হয়তো আবার আদি রূপে ফিরবে গঙ্গা।

আজ মঙ্গলবার, জঙ্গল পরিষ্কার করার দিন,তার ওপর আবার সামনেই পঞ্চায়েত ভোট, তাই অলিতে গলিতে চলছে উন্নয়নের জোয়ার।

ছবি : অভিজিৎ কর

পথ যন্ত্রণা (১) প্রচার চলছে জোর কদমে, রাস্তা আছে আগের মতোই। আশুতি গ্রাম পঞ্চায়েতের খানবেড়িয়া।

পথ যন্ত্রণা (২) যানজট ও বেহাল রাস্তায় জিনজিরা বাজারে বজবজ ট্রাঙ্ক রোডে চলা দায়। তার মধ্যে যন্ত্রণা বাড়িয়েছে পুরনো আমলের জলের পাইপ ফেটে।

পথ যন্ত্রণা (৩) বাস গেছে নির্বাচনে। তাই গুঁতোগুঁতি। ডায়মন্ড হারবার রোডে।

ছবি : অরুণ লোধ

আমাদের শিক্ষাঙ্গন

অগ্রগতির পথে নয়াচক হাই স্কুল (উঃ মাঃ)

রঞ্জনা মণ্ডল মুখার্জী

শিক্ষার আলোকে শিক্ষার্থীর অন্তর্নিহিত সত্তার পরিপূর্ণ বিকাশের মধ্যে দিয়ে গড়ে ওঠে একটা সুশিক্ষিত সমাজ। শিক্ষা একটি সম্মিলিত প্রক্রিয়া। বিদ্যালয় ব্যবস্থা ছাত্রছাত্রী, শিক্ষক ও অভিভাবক– এই চারটি উপাদানের পারস্পরিক সম্পর্কের উপর নির্ভর করে শিক্ষাব্যবস্থার সাফল্য। আজ আমাদের শিক্ষাঙ্গনে রয়েছে নয়াচক হাই স্কুলের কথা, যে বিদ্যালয়টি স্বাধীনতার পরবর্তী সময়ে এলাকার শিক্ষা মানচিত্রে দ্রুত নিজের স্বতন্ত্র জায়গা করে নিয়েছে। বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক শ্রী সুদীপ্ত চৌধুরীর সুদক্ষ পরিচালনায় বিদ্যালয়টির অগ্রগতি অব্যাহত রয়েছে।

বিদ্যালয়ের পথ চলা শুরু

নয়াচক হাইস্কুল (উচ্চমাধ্যমিক) বিদ্যালয়টি দক্ষিণ ২৪ পরগণার বজবজের উত্তর রায়পুর, নয়াচক এলাকায় ১৯৬১ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়। জমিদাতা ছিলেন শ্রী যতীন্দ্রনাথ আদক ও শ্রী যতীন্দ্রনাথ মণ্ডল মহাশয়। শুরুতে দুটি দরমা ঘেরা টিনের চালে সর্বসাকুল্যে কুড়ি বাইশটি ছাত্র–ছাত্রী ও পাঁচজন শিক্ষক নিয়ে যে স্কুল চালু হয়েছিল আজ সময়ের সঙ্গে তা মহীরূহে পরিণত হয়েছে। যে রকম অনাড়ম্বর, সাধারণ পরিকাঠামো নিয়ে এই বিদ্যালয়ের পথ চলা শুরু তার বিস্তার ও উন্নয়ন দীর্ঘদিনের সম্মিলিত প্রচেষ্টার ফল। এরজন্য বিদ্যালয়ের প্রাক্তন শিক্ষক–শিক্ষিকারা সচেষ্ট ছিলেন বলেই বিদ্যালয়ের পরিকাঠামো কখনোই শিক্ষার অগ্রসরতায় অন্তরায় হয়ে ওঠেনি। উপযুক্ত স্বাচ্ছন্দ্য ছাড়াই তখনো যেমন ছিল শিক্ষার মান, বর্তমানেও তা অব্যহত। যার অন্যতম কারণ হল, যথাযথ অনুশাসন। বিদ্যালয়ের অসংখ্য প্রাক্তন ছাত্রছাত্রী যেমন নিজক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠিত, রাজ্যের সীমা ছাড়িয়ে দেশের মধ্যে ইতিমধ্যেই বিখ্যাত ঠিক তেমনই বিদ্যালয়ের বর্তমান ছাত্রছাত্রী বজবজ ব্লকের মধ্যে মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষায় প্রথম স্থান সহ বিশেষ স্থান অধিকার করেছে। প্রধান শিক্ষক বলেন, এবছর উচ্চ মাধ্যমিকে ৪৮০ নম্বর পেয়ে রিয়াঙ্কা দাস বজবজ ব্লকের মধ্যে প্রথম স্থান অধিকার করেছে।

বিদ্যালয়ের পরিকাঠামো ও পঠনীয় বিভাগ

যে ছোট্ট বিদ্যালয়ে একদিন পাকা ঘর বা ছাদ ছিল না, ইলেকট্রিক পাখার বাতাস বা বিজলি বাতির আলো ছিল না, আজ সেই বিদ্যালয় ত্রিতল, পাঁচিল দিয়ে ঘেরা, পানীয় জলের সুব্যবস্থা ছাত্রছাত্রীদের জন্য পৃথক শৌচাগার, মাল্টিজিম,

এনসিসি, কম্পিউটার কক্ষ, ম্যাগাজিন, সাংস্কৃতিক মঞ্চ, উন্মুক্ত মাঠ ইত্যাদি নানা সুযোগ সুবিধায় সুসজ্জিত। ২০০৫ সালে বিদ্যালয়টি উচ্চ মাধ্যমিক বিভাগে উত্তীর্ণ হয়। বর্তমানে প্রায় ১২৫০ জনের মত ছাত্র ছাত্রী পাঠরত। যদিও ছাত্রীদের সংখ্যা তুলনামূলক ভাবে বেশি। বর্তমানে বিজ্ঞান ও কলা বিভাগে বিভিন্ন বিষয়ে পাঠদান করা হয়। উচ্চ মাধ্যমিকে সম্প্রতি নিউট্রিশন ও কম্পিউটার অ্যাপ্লিকেশন নতুন দুটি বিষয় অন্তর্ভূক্ত করা হয়েছে।

শিক্ষাদানের লক্ষ্য ও প্রদত্ত সুযোগসুবিধা

প্রধান শিক্ষক সুদীপ্ত বাবু বলেন, শুধুমাত্র পুঁথিগত পড়াশুনা নয়, শিক্ষার্থীর সামগ্রিক বিকাশের উপর জোর দেওয়া দরকার। তার জন্য তিনি সাংস্কৃতিক বিকাশের উপর গুরুত্ব দেন। প্রতিটি শিক্ষার্থীর মধ্যে যে সুপ্ত গুণ আছে তাকে তুলে ধরার কথা বলেন। সাংস্কৃতিক প্রেমী মানুষ হিসাবে তিনি নিজেও ছাত্রছাত্রীদের সঙ্গীত চর্চার অনুশীলনে সাহায্য করেন। বিদ্যালয়ে বার্ষিক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান সাড়ম্বরে পালন করা হয়।

বিদ্যালয়ে সহশিক্ষণ (কো–এডুকেশন) ব্যবস্থা প্রসঙ্গে তিনি বলেন, বয়ঃসন্ধিকালের কিছু কিছু সমস্যা ছাড়া শিক্ষাব্যবস্থায় সহ শিক্ষণ খুবই উপকারী ও ফলপ্রসূ। ছাত্র–ছাত্রী সহাবস্থান করায়, তাদের স্ব–নিয়ন্ত্রণ, নিজেকে সংশোধন পরিবর্তন ও পরিমার্জনের তাগিদ অনেকটা নিজে থেকেই গড়ে ওঠে।

বিদ্যালয়ে বর্তমানে বিভিন্ন সরকারী সাহায্য থাকলেও মেধাবী নিম্নবিত্ত ছাত্রদের আর্থিকভাবে এবং উচ্চশ্রেণি পুস্তক খাতা প্রদানের মাধ্যমেও পরীক্ষার ফি মুকুব, দুঃস্থ ছাত্রদের চিকিৎসার ব্যয় বহনের মাধ্যমেও বিদ্যালয় ছাত্রছাত্রীদের পাশে থেকেছে।

বিদ্যালয়ের কৃতী ছাত্র

বিদ্যালয় থেকে সাফল্যের সঙ্গে উত্তীর্ণ ছাত্র ছাত্রীরা আজ সুনামের সঙ্গে প্রতিষ্ঠিত। প্রতিষ্ঠিত ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে আছেন বিশিষ্ট অধ্যাপক স্মৃতিরতন ত্রিপাঠী, ডব্লুবিসিএস অফিসার জয়দীপ চক্রবর্তী বিডিও পদে আসীন, জন মণ্ডল হায়দ্রাবাদে ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অফ কেমিক্যাল সায়েন্স–এর বরিষ্ঠ বিজ্ঞানী, ডঃ অসীম কুমার মণ্ডল বর্ধমান মেডিক্যাল কলেজের অধ্যাপক, ডাক্তার ডঃ তরুণ আদক ও ডঃ রোজিফা খাতুন বিশিষ্ট চিকিৎসক সহ অগণিত শিক্ষক–শিক্ষিকা ও বিভিন্ন ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠিত ব্যক্তির শিক্ষার আঁতুড় ঘর হল এই বিদ্যালয়।

বর্তমান শিক্ষাব্যবস্থার প্রাসঙ্গিকতা

বর্তমান শিক্ষাব্যবস্থা সম্পর্কে সুদীপ্ত বাবু বলেন, বর্তমানে শিক্ষাকে সময়োপযোগী ও অর্থবহ করে তুলতে হলে নির্দিষ্ট পাঁচ বছরের ব্যবধানে সিলেবাস বা পাঠক্রমকে আপগ্রেড বা পরিবর্তন করতে হবে। (প্রসঙ্গত, উল্লেখ্য, তিনি নিজে পূর্বে পঃ বঙ্গ মধ্যশিক্ষা পর্ষদের সিলেবাস কমিটির সঙ্গে যুক্ত ছিলেন) তবেই, অন্যান্য বোর্ডের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে চলা যাবে।

স্কুলের হাতে আরো ক্ষমতা এবং সায়ত্বশাসন দিতে হবে, তবেই এলাকা, ছাত্রছাত্রী অনুযায়ী স্কুলগুলি তাদের শিক্ষা ব্যবস্থাকে যথাযথভাবে পরিকল্পনার মাধ্যমে পরিচালনা করতে পারবে। সামগ্রিকতার নিরিখে স্থানীয় সমস্যায় কিছু ফাঁকফোকর থেকেই যায়।

সুদীপ্ত বাবু মনে করেন, বর্তমানে আর্থ–সামাজিক উন্নয়ন না হলে পড়াশুনার সার্বিক উন্নতি কখনোই সম্ভব নয়, কারণ স্কুলের ছাত্রছাত্রীরা বেশ কিছু ক্ষেত্রে পারিবারিক সমস্যায় যুক্ত হয়ে পড়ে ও লেখাপড়ায় অনীহা তৈরি হয়।

মোবাইল পড়াশোনার বড় প্রতিবন্ধকতা বর্তমান প্রজন্মের জন্য। এছাড়াও তিনি পুঁথিগত শিক্ষার পাশাপাশি ভোকেশোনাল বিষয়গুলিকেও সমান্তরালে যুক্ত করার পক্ষপাতী। প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার ক্ষেত্রে অবশ্যই পাশ ফেল চালু করার পক্ষে মতপ্রকাশ করেন।

সর্বোপরি, প্রধান শিক্ষক হিসাবে সুদীপ্ত বাবু তাঁর ভবিষ্যৎ পরিকল্পনায় বিদ্যালয়ের সার্বিক উন্নতির কথা তুলে ধরেন। কঠোর অনুশাসন, নিয়মশৃঙ্খলা, অভিভাবকদের সঙ্গে যোগাযাগ বিদ্যালয়ের পঠন পাঠনের মানকে এগিয়ে নিয়ে চলেছে। তিনিও বিভিন্ন শিক্ষাবর্ষের ছুটি চলাকালীন নিয়মিত বিদ্যালয়ে এসে সহকর্মী ও ছাত্রদের সঙ্গে নিরন্তর নানা কাজে যুক্ত থাকেন। বিদ্যালয়ের মসৃণ কর্মকাণ্ডের জন্য বর্তমানে কর্মরত সকল শিক্ষক–শিক্ষিকা, অশিক্ষক কর্মীবৃন্দ ও পরিচালন সমিতির সদস্যদের ভূমিকা তুলে ধরেন। নয়াচক হাই স্কুলের উপর আলোকপাত করায় সুদীপ্ত বাবু 'আলিপুর বার্তা'কে আন্তরিক অভিনন্দন ও ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন।

মাঙ্গলিকী

থানা থেকে আসছি

কৃষ্ণচন্দ্র দে

জে বি পিসলে,
রূপান্তর অজিত গঙ্গোপাধ্যায়,
নির্দেশনা অভিনয়ে ইন্দ্রজিৎ পাল

গত ২৯ জুন তপন থিয়েটারে অভিনিত হল পূর্ব সিথি নাট্য সৃজনী প্রযোজিত ইন্দ্রজিৎ পাল নির্দেশিত নাটক থানা থেকে আসছি। মূল রচনা জে বি পিসলে, রূপান্তর অজিত গঙ্গোপাধ্যায়। বহু চর্চিত বহু অভিনিত কাহিনী 'থানা থেকে আসছি', একটি মেয়ের কার্বলিক অ্যাসিড খেয়ে আত্মহত্যা জনিত মৃত্যুকে কেন্দ্র করে তিনকড়ি হালদার নামে জনৈক পুলিশ অফিসারের তদন্তে কিভাবে একটি পরিবারের সকলেই জড়িয়ে গেল তা নিয়েই কাহিনী এগিয়েছে। তদন্তে দেখা গেল পরিবারের কর্তা চন্দ্রমাধব থেকে শুরু করে গৃহকর্তী রমা, পুত্র তাপস, কন্যা শীলা সহ ভাবি জামাই অমিত প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে সকলেই কোন না কোনওভাবে জড়িত। তদন্ত চলাকালীন প্রত্যেকের সঙ্গে প্রত্যেকের কথোপকথনই এই নাটকের মূল বিষয়। বস্তুত তিনকড়ি হালদার একটি কাল্পনিক চরিত্র। আসল তদন্ত শুরু হবে পরে। সেটাই দর্শকবৃন্দ আগেভাগেই জেনে গেল শেষ দৃশ্যে, এটাই নাটকের চমক। নাট্য সৃজনী নাট্য পত্রিকা প্রকাশ করে চলেছে প্রায় বিশ বছর ধরে। ওদের নিজেদের কোন নাট্য দল ছিল না। অন্তিকা নাট্যসৃনী নাট্য পত্রিকার সম্পাদক এবং ইন্দ্রজিৎ পাল সহ সম্পাদক ও মূল কার্য নির্বাহক। মূলত এই দুই জনের পরিশ্রমের ফলেই পত্রিকাটি চলছে। নাট্য সমাজে ভালো সুনামও কুড়িয়েছিল। আজো পত্রিকা সহজসরলভাবেই নির্দিষ্ট সময়ে প্রকাশিত হয়ে চলেছে। নাট্য সমাজে ওদের মূল্যায়ণ কেউ করুক না করুক তাতে ওদের কিছু আসে যায় না। ভাবি প্রজন্ম ওদের অবদান স্বীকার করবেই। আমিও ওদের সাথেই অনেক দিন ধরেই জড়িয়ে গিয়েছি। যাক এবারে আবার নাটকে ফিরে আসি। অভিনয়ে চন্দ্রমাধব চরিত্রে সব্যসাচী দাশগুপ্ত এবং রমা চরিত্রে অন্তিকা চ্যাটার্জী দুজনেই সাবলীল ও সপ্রতিভ বেশ জুতসই অভিনয় করে দেখালেন। তিন কড়ি চরিত্রে ইন্দ্রজিৎ মন্দ নয় তবে আরও একটু পেশাদারিত্বের দরকার ছিল। কিন্তু নির্দেশনার ক্ষেত্রে ও বর্তমানে ধীরে ধীরে নিজেকে অনেক পরিণত করে তুলেছে একথা স্বীকার করতেই হবে। তাপস চরিত্রে শঙ্কর দাসকে সংলাপ উচ্চারণে এবং সংলাপ থ্রোয়িং এর ক্ষেত্রে যত্নবান হতে হবে। তাপসের অনেক সংলাপ ঠিক মতো শোনা যায়নি। অমিত চরিত্রে রণদীপ নন্দী ও শীলা চরিত্রে রূপসা দাস বেশ ভাল। নাচের কোরিওগ্রাফি মন্দ নয়। এছাড়া আর যারা ছিলেন তারা হলেন সুখেন্দু, তপন অনিকেত, শায়ন, ব্রততী, রিমি, পার্থ ও পিঙ্কি। আলো বাবলু সরকার, সঙ্গীত সন্দীপ দে, আবহ সৌমিতা ভট্টাচার্য।

উপসংহারে দু একটি কথা বলতে চাই। বিশেষ করে নতুনদের জন্য। শুধু সংলাপ বলতে পারাটাই অভিনয় নয়।

কথা বলার আগে কথার মনোভাবটা তৈরি করতে হবে, না হলে কথা বলা সংলাপ প্রাণ পাবে না। শিল্পীকে নিজে থেকেই কিছু করতে হয় কারণ তিনি শিল্পী। নির্দেশক তোমাকে চরিত্রের বুনোটটা বলে দিতে পারে, অভিনয়টা শিল্পীকেই করতে হয়। নির্দেশক অভিনয় দেখাতে গেলেই একটা মুশকিল তৈরি হবে, কারণ শিল্পী তখন নির্দেশককেই নকল করতে থাকে। সঙ্গীত শিল্পীকে যেমন নোটেশন ধরে গান শেখানো হয়, কিন্তু গায়কিটা শিল্পীকেই আয়ত্ব করতে হয়। সহ শিল্পীদের সাথে সকল শিল্পীরই একটু বোঝাপড়া দরকার হয় না হলে একটা নাটক দানা বাঁধতে পারে না। তাছাড়া অভিনয়ে একটু বুদ্ধিমত্তারও প্রয়োজন হয়। শিল্পীর পথ চলা কথার ভঙ্গি স্টেজে দাঁড়ানো এবং কথোপকথন অনেক ডাইমেনশানাল হলে ভালো শিল্পী তৈরি হয়। যুগের প্রেক্ষিতে বদল আনতে হয় অভিনয়ে সংলাপে এমন কি মঞ্চ সজ্জায়।

পরিশেষে দুঃখের সাথে বলছি বিগত দুটি বছর কোভিড–১৯ বাংলা নাটককে একেবারে এফোঁড় ওফোঁড় করে দিয়েছে। তার মধ্য থেকে গত্রোত্থান করে যেন এক সঞ্জীবনী মন্ত্রে নাট্যদলগুলি আবার মাথা তুলে দাঁড়াবার চেষ্টা করে চলেছে এটা অত্যন্ত আশা ব্যঞ্জক। যে কয়েকটি নাট্যদল দলের বহির্ভূত শিল্পীকে ভাড়া না করে দলের সদস্যদের দিয়েই অভিনয় করান তাদের মধ্যে নাট্য সৃজনী অগ্রগণ্য বলেই বিবেচিত হবে। এই দুরূহ কাজটি সুচারু রূপেই করে চলেছেন দলের নির্দেশক ইন্দ্রজিৎ পাল। শুধু এই জন্যই আমার অনুজপ্রতীম ইন্দ্রজিৎকে এতো ভালো লাগে। ইন্দ্র শুধু একজন নির্দেশকই নয়, একজন ভালো দক্ষ নাট্য সংগঠকও বটে। ওকে জানাই একটা উষ্ণ অভিনন্দন। দলের সকল সদস্যবৃন্দকে জানাই অকৃত্রিম ভালোবাসা ও শুভেচ্ছা। নাটক যেন ওদের দিশা দেখাতে পারে এই কামনা করছি। নির্দেশক সহ সকলের মিলিত চেষ্টায় নাটকটা একটা জায়গায় দাঁড়িয়েছে। একটা ঠিক যে যুগের ভাষা অনুযায়ীই সংলাপ রচিত হওয়া উচিত। তবে একথাও ঠিক সকল শ্রেণীর দর্শককে তুষ্ট করা সম্ভব নয়। কারণ দর্শকশ্রেণী বহুধা বিভক্ত। অনেকেই আনপ্রেডিক্টেবল। অর্থাৎ নতুন পন্থী পুরনো পন্থী, আধুনিক এসব তো রয়েছেই। এ ধরনের নাটক দু একজন শিল্পীর অভিনয় দিয়ে বাজিমাত করা যায় না। দরকার টোটল টিমওয়ার্কের। ইন্দ্রজিতের টিমওয়ার্ক বরাবরই বেশ ভালো।

নাটকটা সমকালকে ধরতে পেরেছে। নাটকটা দেখতে ভালোই লেগেছে। নাটকে এখন অনেক পরিবর্তন এসেছে বিশেষ করে আলোর ব্যাপারে, এটা একটা ভালো দিক কারণ অনেক কিছু বোঝানো যায়, বোঝাতে হয়। নাটকে ছোটখাট অনুপুঙ্খগুলিকে গুরুত্ব দিতে হয়। কতগুলি জিনিস যুগে যুগে বদল হয়, কিছু জিনিসের বদল হয় না। যুগের প্রেক্ষিতে বদল আনতে হয়। ওদের নাটক যেন শুধু বিনোদন সর্বস্ব না হয়ে হয়ে উঠুক লড়াইএর হাতিয়ার হয়ে। এটাই আমার একমাত্র প্রত্যাশা। ওরা এগিয়ে চলুক কাঠবিড়ালির ভূমিকাটা আমি নিতেই থাকবো। ওদের চলার পথ কুসুমাস্তীর্ণ হোক। চরৈবেতি চরৈবেতি।

কেয়ার অফ ফুটপাথ

নিজস্ব প্রতিনিধি : যদি বন্ধু হও স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার উদ্যোগে অসহায় পথ শিশুদের পাশে দাঁড়াবার জন্য ওদেরকে আর্থিক সাহায্য এবং যথাসাধ্য সাহায্য করবার উদ্যোগ নিয়ে গত ২৫ জুন রবিবার কলকাতার ধনধান্য অডিটোরিয়ামে প্রথম সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে 'কেয়ার অফ ফুটপাথ' দিনটি উদযাপন হয়। নব নির্মিত এই অভিনব প্রেক্ষাগৃহে সেই সন্ধ্যায় সঙ্গীত পরিবেশন করেন প্রখ্যাত সঙ্গীতশিল্পী ইমন চক্রবর্তী ও বাংলা রক ব্যান্ড ফসিলস। অনুষ্ঠানটি সুচারুভাবে সঞ্চালনা করেন বাচিক শিল্পী রাজীব চন্দ্র। সামাজিক উদ্যোগে ফুটপাথ শিশুদের আর্থিক সাহায্য ও আনন্দ দান মূলক এমন বৃহৎ কর্মকাণ্ডকে সাফল্যমণ্ডিত করার জন্য প্রশংসার দাবি রাখে দুই কর্ণধার মৌমিতা দাস ও স্নেহাশিস দেব সহ তাদের টিম। প্রত্যেকেই কামনা করে প্রত্যেক স্বেচ্ছাসেবী সংস্থাকে অসহায় ফুটপাথ শিশুদের পাশে দাঁড়াবার জন্য অঙ্গীকার করার উদ্যোগ নেওয়ার জন্য।

রবীন্দ্রভারতী কলাকুশলীর ফিরে পাওয়া

নিজস্ব প্রতিনিধি : রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয় বাংলার প্রাতিষ্ঠানিক সংগীত চর্চার এক অনবদ্য আঁতুর ঘর। এই আঁতুর ঘরেই বড় হয়ে ওঠা সংগীত বিভাগের ছাত্রছাত্রীরা বহু বছর বাদে আবার নিজেরা তাদের চর্চার জায়গাকে মজবুত করে নিতে একত্রিত হয়ে গড়ে তুলেছে রবীন্দ্রভারতী কলাকুশলী নামে একটি প্রতিষ্ঠান যার উদ্দেশ্য, রবীন্দ্রভারতীর সংগীত বিভাগ ও অন্যান্য বিভাগের সাথীদেরকে একত্রিত করে নতুন করে জেগে ওঠা। আর তারই প্রকাশ দেখা গেল গত ২৬ জুন শিশির মঞ্চে রবীন্দ্রভারতী কলাকুশলী আয়োজিত ফিরে পাওয়া অনুষ্ঠানে।

অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূতপূর্ব উপাচার্য ডঃ পবিত্র সরকার বিশিষ্ট সংগীত শিল্পী ও শিক্ষক শুভেন্দু মাইতি, যন্ত্র সংগীত শিল্পী নিতাই দে এবং উদীয়মান সংগীত শিল্পী ও যন্ত্রী রূপক দে। প্রায় ১৬ জন শিল্পীর কণ্ঠে নানা স্বাদের একক সংগীত পরিবেশন এবং মাঝে মাঝে বিভিন্ন স্বাদের সমবেত সংগীত উপস্থিত পূর্ণ প্রেক্ষাগৃহের দর্শকমন্ডলীকে মাতিয়ে রাখে। কোনও কোনও গানের সঙ্গে নৃত্য পরিবেশনা

অনুষ্ঠানটিকে অন্য মাত্রায় পৌঁছে দেয়। বারাসত নৃত্যগুরু প্রসূন বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে থাকা ছান্দিক ডান্স সেন্টার ও চন্দ্রিমা নৃত্যাঙ্গণ প্রতিষ্ঠানের নৃত্যশিল্পীরা অসাধারণ নৃত্য পরিবেশনার মধ্য দিয়ে বহুদিন ধরে গানের চর্চা করা রবীন্দ্রভারতীর প্রাক্তনীদের অনবদ্য এই ব্যতিক্রমী প্রয়াসের মাঝে মাঝেই অনেক স্মৃতি জাগিয়ে দিলেন সঞ্চালনায় থাকা রণেন্দ্রনাথ খাঁড়া ও ড. সুমনা মিত্র। যন্ত্রানুসঙ্গে যারা ছিলেন তারা প্রত্যেকেই স্ব স্ব ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠিত। নজর কাড়লো তবলায় সৌভিক গাঙ্গুলীর বাজনা। গানে দৃষ্টিশক্তি হীন সংগীত শিল্পী অভিজিৎ সরকার, ভাস্বতী দে কুন্ডু সহ দিলীপ গুহ, চিত্রা দে, বহ্নি সেন, সঞ্জিতা মুখার্জি, পূর্ণা ঘোষাল, দিবেন গোস্বামী, শুক্লা সাহা প্রমূখ শিল্পীদের নানা স্বাদের গান অনুষ্ঠানটিকে বেশ আকর্ষণীয় করে তোলে।

এক দশক পার করল বন্ধু এক আশা

নিজস্ব প্রতিনিধি : অন্তর্বাহ মানুষের পাশে থাকার এক দশক পার করল বন্ধু এক আশা। ১ জুলাই মহানগরের অভিজাত হোটেল জে. ডব্লু ম্যারিয়ট–এ পালিত হল বন্ধু এক আশা–র ১৩ তম বার্ষিক সাধারন সভা।

এদিনের অনুষ্ঠানের মাধ্যমে আবারো নতুন করে মানুষের পাশে থাকার ভাবনায় অঙ্গীকারবদ্ধ হলো বন্ধু এক আশা। সংগঠনের নতুন কমিটির ভার পেলেন একরাশ নতুন সদস্য। তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য প্রধান পৃষ্ঠপোষক সত্যম রায়চৌধুরী এবং কাঞ্চন ব্যানার্জি। চেয়ারম্যানের পদ পেলেন অজয় ভৌমিক। প্রধান উপদেষ্টার স্থান পেলেন অসীম পান্ডে। সভাপতি হলেন প্রীতম সরকার আর সাধারন সম্পাদক পদে অঙ্গীকারবদ্ধ হলেন নুপুর রায়।

আজকের দিনে দাঁড়িয়ে মানুষের পাশে থাকার প্রতিশ্রুতি দিয়েও সেই অঙ্গীকার থেকে সরে দাঁড়ায় বহু সংস্থা। তবে হাজারো প্রতিকূলতা পেরিয়ে বন্ধু এক আশা আবারো প্রমাণ করলো আজও মানুষ মানুষের পাশে থাকার কাজে তারা অঙ্গীকারবদ্ধ। ১৩ তম বর্ষপূর্তিতে মানুষের পাশে থেকে মানুষের সহযোগিতায় আবারও একধাপ এগিয়ে এলো বন্ধু এক আশা।

অন্তর্বাহ ডান্স গ্রুপের বার্ষিক অনুষ্ঠান

নিজস্ব প্রতিনিধি : অন্তর্বাহ ডান্স গ্রুপ বার্ষিক সাংস্কৃতিক সন্ধ্যার আয়োজন করেছিল ১ জুলাই সিএলটিতে। বিক্রম ঘোষের তবলার তাল বাদ্যে শুরু হয় অনুষ্ঠান। বিশেষ অতিথিদের সংবর্ধনার মাধ্যমে বরণ করে নেওয়া হয়। বিশেষ অতিথি হিসেবে ছিলেন চলচ্চিত্র ব্যাক্তিত্ব অরিজিৎ গুহ, চলচ্চিত্র ও নাট্য ব্যাক্তিত্ব অনিন্দ্য ব্যানার্জী, সাংবাদিক ঋতব্রত ভট্টাচার্য ও সোমনাথ সিংহ রায়। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন সমাজসেবী ও পুর প্রতিনিধি তপন দাশগুপ্ত ও ভারতের গর্ব তাহলে সোনা বিজয়ী প্রণব বর্ধন।

পূজা, প্রেম ও প্রকৃতিকে নিয়ে রবীন্দ্র স্মরণ নিভৃত প্রাণের দেবতা উপস্থাপিত হয়। ভাষ্যপাঠ ও রচনা– মৌ দত্ত এবং নৃত্য পরিচালনা ও পরিকল্পনা রুমা বর্ধন। নৃত্যে অংশগ্রহণ করেন টিয়া, দোলা, সুস্মিতা, স্বাগতা, সাথী, আর্যা, শুভাঙ্গী, তন্দ্রা এবং রুমা বর্ধন। আধুনিক গানে অংশগ্রহণ করেন প্রতিরূপা বর্ধন। তবলায় সঙ্গতে ছিলেন সূর্যনীল আইন এবং কীবোর্ডে ছিলেন শ্যামল ঘোষ। অন্তর্বাহ এক্সপ্রেসে সুদূর গুজরাট থেকে বাংলায় যাত্রা।

কোলকাতার বুকে এই প্রথম অভিনব নৃত্য প্রদর্শন। চেনা গল্পকে নতুন আঙ্গিকে, বলিউডের বিখ্যাত সব গান নিয়ে নাচের এই ভঙ্গিমা সমস্ত দর্শককে আনন্দ দেয়। সবশেষে ছিল দেশ বন্দনা– 'দেশ কো সালাম'। সবাই দাঁড়িয়ে চোখের জলে সম্মান জানান দেশমাতাকে। পরিচালনায় ও নির্দেশনায় ছিলেন সূর্যনীল আইন। ভাষ্যপাঠে ছিলেন শমীপর্ণা চক্রবর্তী। রুমা বর্ধনের নৃত্যনির্দেশনায় নৃত্যে অংশগ্রহণ করেন শ্রীপর্ণা, মধুপর্ণা, স্নেহা, শ্রেয়া, টিয়া, দোলা, অন্বেষা, সুস্মিতা, অন্তরা, প্রিয়াঙ্কা, পায়েল, পিয়ানো ও রুমা বর্ধন। নক্ষত্র খচিত সাংস্কৃতিক সন্ধ্যা সকলে উপভোগ করেন।

রন্ধনে বাঙালির '৪–এ' পা

নিজস্ব প্রতিনিধি : রন্ধনে বাঙালি ফুড কমিউনিটির পথ চলা শুরু হয় কর্ণধার নবনীতা ব্যানার্জী বোসের হাত ধরে ১৩ মার্চ ২০১৯ ফেসবুকের মাধ্যমে। পরবর্তী সময়ে ওনার সঙ্গে গ্রুপটিকে আরো বড় করে তোলার জন্য হাল ধরেন তাঁর বিশিষ্ট বান্ধবী সুতীর্থা মোদক এবং পরবর্তী সময় প্রতিষ্ঠানটিকে আরো সুন্দরভাবে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য যুক্ত হন কলকাতা থেকে মিতা রায় এবং সুদূর চেন্নাই থেকে মহুয়া ঢোল।

রন্ধনে বাঙালির এই মঞ্চে মেলে ধরার সুযোগ করে দেওয়া হয়েছে সমস্ত হোমশেফদের যাদের মধ্যে বেশিরভাগই গৃহবধূ, সুগৃহিণী যাদের রান্নাঘরের চৌহদ্দির মধ্যেই জীবনের বেশিরভাগ সময়টা কেটে যায়। এছাড়াও রয়েছেন চাকুরিরতা, কেউ বা ব্যবসায়ী। নারী পুরুষ নির্বিশেষে সকল রাঁধুনী আর খাদ্য রসিক মানুষজন সকলেই রয়েছেন এখানে। প্রায় ১৪ হাজার সদস্য নিয়ে চলা রন্ধনে বাঙালি রান্নার গ্রুপটি সকলের ভালবাসায়, আদরে, সহযোগিতায় ছোট্ট ছোট্ট পায়ে চলতে চলতে ২০২৩ এ চতুর্থ বছরে পা দিল।

রন্ধনে বাঙালি হোমশেফদের সুযোগ করে দেন সারাবছর ধরে ফেসবুক ডিজিটাল দুনিয়ার মাধ্যমেই নানা রকম রান্নার প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করার জন্য এবং বিচারকদের মাধ্যমে বিজয়ী ঘোষিত হয় আর সঙ্গে থাকে অজস্র পুরস্কার।

গত ২৫ জুন, রবিবার রন্ধনে বাঙালির চতুর্থ বছর জন্মদিন

উপলক্ষে দমদম অঞ্চলে এ এয়ার অ্যান্ড ফায়ার রেস্টুরেন্টে ওদের বার্ষিক পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে ফুড আড্ডার আয়োজন করা হয়েছিল। যেখানে মিলিত হয়েছিলেন সমস্ত হোম শেফরা এবং বিশিষ্ট অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বিখ্যাত ফুড কলিউমিস্ট এবং কালিনারি এক্সপার্ট পাঞ্চালি দত্ত এবং কিচেন কুইন অফ বেঙ্গল শ্রদ্ধেয়া শুক্লা মুখোপাধ্যায়ের আত্মজা কুকিং এন্ড বেকিং মেন্টর রূপপর্ণা ভট্টাচার্য। এছাড়াও এই বছর বিশিষ্ট অতিথিদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন ডঃ অর্ণব দত্ত।

বহু ধরনের স্ন্যাক্স এবং সাথে মধ্যাহ্নভোজনের আয়োজন করা হয় সেখানে। এছাড়াও সসম্মানে হোমশেফদের হাতে এইদিন তুলে দেওয়া হয় সারা বছর ধরে অনুষ্ঠিত প্রতিটি রান্নার প্রতিযোগিতার অজস্র পুরস্কার। এতে বাদ পড়েনি শিশুরাও। শিশু দিবস উপলক্ষে রন্ধনে বাঙালি শিশুদের জন্য আয়োজন করেছিল আগুন বিহীন রান্নার প্রতিযোগিতার ডিজিটাল দুনিয়ার মাধ্যমেই। এছাড়াও এই দিন নেসলে এর মতন বিশাল ব্র্যান্ড কোম্পানির পক্ষ থেকে একটি কুকিং ওয়ার্কশপের এবং সকল হোম সেফদের জন্য রন্ধন প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়েছিল যা ছিল সকল সদস্যদের কাছে একটি চমকপ্রদ উপহার।

ফেসবুকের একটি ফুড গ্রুপ হিসাবে রন্ধনে বাঙালি শুধুমাত্র হোমশেফদের নিয়েই কাজ করছে তা নয় রন্ধনে বাঙালির স্তম্ভ নবনীতা, সুতীর্থার উদ্যোগে তৈরি ওদের গভর্নমেন্ট রেজিস্টার্ড স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন 'দর্পণ' এর মাধ্যমে ওঁরা শীতকালে কম্বল বিতরণ, শিশুদের শিক্ষা সামগ্রী বিতরণ, দুর্গাপুজো উপলক্ষে বৃদ্ধাশ্রমে বস্ত্র বিতরণ, লকডাউনে দরিদ্র মানুষের হাতে অত্যাবশ্যকীয় খাবার তুলে দেওয়ার মতন বিভিন্ন সমাজসেবামূলক কাজেও লিপ্ত হয়েছেন। এছাড়াও মেয়েদের আত্মনির্ভরশীল করার প্রচেষ্টায় এবং বিভিন্নভাবে মেয়েদের বিশেষ করে গৃহবধূদের যাদের সংসারের চাপে নিজেদের গুণাবলীগুলি চাপা পড়ে যায় তাদেরকে সকলের সামনে মেলে ধরার নিরন্তর চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে এই রন্ধনে বাঙালি। তাদের এই অনুষ্ঠানে এই বছর প্রথমবার তারা সুযোগ করে দেন কিছু শিল্পোদ্যোগী নারীদেরকে।

শেষে যার কথা না বললেই নয় নবনীতার এই বিশাল প্রয়াসকে সম্মান ও সর্বতোভাবে সমর্থন জানিয়ে নিরন্তর সাহস যুগিয়ে চলেছেন ওনার স্বামী দীপাঞ্জন বোস।

এছাড়াও রন্ধনে বাঙালির এই বিশাল উদ্যোগকে কুর্নিশ জানাতে পাশে রয়েছেন এই পরিবারেরই চেন্নাই–গুরগাঁও–ব্যাঙ্গালোর–মুম্বাই–দিল্লি–রাজস্থান–পশ্চিমবঙ্গ–কলকাতার এমনকি প্রবাসী বহু সদস্য ও সদস্যারা। শুধুমাত্র ফেসবুকের রান্নার গ্রুপ হিসেবে নয় প্রতিটি পরিবারের সদস্য হয়ে উঠুক এই রন্ধনে বাঙালি পরিবারটি।

সোনারপুর বলাকা সংসদ ও পাঠাগারের খুঁটিপুজো

সুব্রত মন্ডল : সোনারপুর বলাকা সংসদ ও পাঠাগারের ৬১তম শারদ উৎসবের শুভ সূচনা হলো গত ২ জুলাই রবিবার তাদের নিজস্ব খেলার মাঠে খুঁটি পুজোর মাধ্যমে। এই অনুষ্ঠানে বলাকা সংসদের সমস্ত কার্যকারী সমিতির সদস্য, সদস্যারা ছাড়াও প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জাতীয় দলের এবং কলকাতা ময়দানের সুপরিচিত প্রাক্তন ফুটবল খেলোয়াড় অমিত ভদ্র, প্রতাপ ঘোষ ও অশোক গুপ্ত। সংসদের সম্পাদক রঞ্জিত রায় এবং পুজো কমিটির সভাপতি

এবং সম্পাদক এক সাক্ষাৎকারে জানান, এই বছর তাদের ভাবনা 'মাটিতে পড়ে থাকবো না আর, আকাশ ছুঁয়ে দেখব'। এলাকার সমস্ত শুভানুধ্যায়ী এবং বিভিন্ন বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানের কাছেও তারা সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেওয়ার জন্য অনুরোধ করেন। সেই সঙ্গে আগামী শারদীয়া উৎসবের প্রত্যেকটা দিনই সাধারণ মানুষজনকে পুজো মণ্ডপে আসার জন্য আহ্বান জানিয়েছেন।

সাহিত্য সম্রাট ও মধুকবির স্মরণে প্রাক্তনী

শ্রেয়সী ঘোষ : প্রতিমাসের প্রথম মঙ্গলবার দুপুরে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের প্রাক্তনীর অধিবেশন বসে। স্থান ওই বিশ্ববিদ্যালয়ের ২০৯ নম্বর ঘর। গত তিনি মূল বক্তব্য রাখলেন। মুগ্ধ করলেন সবাইকে। এছাড়া বক্তব্য রাখলেন ড. নিরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় ও অভিযান বন্দ্যোপাধ্যায়। গান শোনালেন অপর্না ঘোষ বিশ্বাস।

মঙ্গলবার সেই অধিবেশনে শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করা হলো সাহিত্য সম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ও মেঘনাদবধ কাব্যের স্রষ্টা মধুসূদন দত্তকে। অনুষ্ঠানের সভাপতি ড. পিনাকেশ সরকার প্রাক্তনীর সভাপতিও বটে, কবিতা পাঠ করলেন বরুন দাস ও বিশ্বজিৎ। প্রাক্তনীর বর্তমান সম্পাদক অধ্যাপক অভিনেতা ড. শঙ্কর ঘোষ সমগ্র অনুষ্ঠানটি সুষ্ঠু সঞ্চালনা করলেন। তিনি সংগীত পরিবেশনও করেন।

বড়িশা প্লেয়ার্স কর্নারের ৫১তম দুর্গা পুজোর খুটি পুজো হল গত ২ জুলাই। উপস্থিত ছিলেন স্নেহাশিস গাঙ্গুলী ও ডোনা গাঙ্গুলী। ছবি : অরুণ লোধ।

শহরের উষ্ণতম দিনে

নিজস্ব প্রতিনিধি : বড়ো পর্দায় মুক্তি পেল বিক্রম–শোলাঙ্কির শহরের উষ্ণতম দিনে। দীর্ঘ ৮ বছর পর জুটি বেঁধেছে বিক্রম–শোলাঙ্কি। লোকের ঘরে ঘরে এই জুটি মন কেড়েছিলো দর্শকদের। বড় পর্দায়ে ঠিক একই ভাবে মন জয় করছে 'ইচ্ছে নদী' জুটি। শুধু প্রেমের সম্পর্ক নয়, ধরা পড়ল বন্ধুত্বের গল্পও। এই ছবিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকায় রয়েছেন অনিন্দ্য চট্টোপাধ্যায়, সুজয়প্রসাদ, অনামিকা চক্রবর্তী ও অন্যান্যরা।

আইকনিক জুটি থেকে শুরু করে নাম না জানা তিলোত্তমার সব অলিগলি.. 'শহরের উষ্ণতম দিনে' জুড়ে। আর বন্ধুত্বের মিশেলে তিলোত্তমা কতটা মন কাড়তে পারল, সেই উত্তর দিচ্ছে বক্স অফিস।

এই নিয়ে ৯ বার, গুরপ্রীতের অনবদ্য সেভেই সাফ চ্যাম্পিয়ন ভারত

সুমনা মণ্ডল

সেমিফাইনালে ছিলেন ত্রাতা। ফাইনালেও তাই। গুরপ্রীত সিং সান্ধু। যাঁর জাদুকরী হাতের ছোঁয়ায় আটকে গেল কুয়েতের সাডেন ডেথের শট। পরপর ২ ম্যাচে টাইব্রেকারে নায়ক গুরপ্রীত। রুদ্ধশ্বাস লড়াইয়ে কুয়েতকে হারিয়ে নবমবার সাফ চ্যাম্পিয়নশিপ জিতল ভারত। এর আগে ১৯৯৭ ও ১৯৯৯ এবং ২০০৯ ও ২০১১-য় টানা দু'বার সাফ চ্যাম্পিয়ন হয়েছিল। এই নিয়ে তৃতীয়বার তারা টানা দ্বিতীয়বার সাফ-সেরার খেতাব পেল। গতমাসেই ইন্টারকন্টিনেন্টাল কাপ জয়ের পর ফের ট্রফি ঢুকল ভারতের ঘরে। এই টুর্নামেন্টে প্রথম সাক্ষাতে কুয়েতের বিরুদ্ধে ড্র করেছিল ভারত। ফাইনালেও নির্ধারিত সময় পর্যন্ত ১-১ ছিল। অতিরিক্ত ৩০ মিনিটেও আসেনি গোল। শেষপর্যন্ত মীমাংসা হয় টাইব্রেকারে। টাইব্রেকারে ৫-৪ গোলে জিতে চ্যাম্পিয়ন হয় সুনীলের ভারত। ভারতের থেকে র‍্যাঙ্কিংয়ে অনেকটাই পিছিয়ে কুয়েত। ভারত যেখানে ১০০, কুয়েত সেখানে ১৪১। তবু ফাইনালে লড়াই হয় হাড্ডাহাড্ডি। প্রথমে পিছিয়েই পড়ে ভারত। ১৫ মিনিটের মাথাতেই গোল করেন আল খালদি। এরপরই ভারত আক্রমণের ঝাঁঝ বাড়ায়। ৩৫ মিনিটের মাথায় গুরুতর চোট পান আনোয়ার আলি। তাঁর পরিবর্তে নামেন মেহতাব সিং। ভারতের সাফল্য আসে ৩৮ মিনিটের মাথায়। ১-১ করেন ফুটবলে বর্ষসেরার পুরস্কার জিতেছেন ছাংতে। তবে এরপর আক্রমণ ও প্রতি আক্রমণ হলেও কোনো দলই গোলের খাতা খুলতে পারেনি। পেনাল্টি শুট আউটে ভারতের হয়ে গোল করেন সুনীল ছেত্রী, সন্দেশ ঝিঙ্গান, লালিয়ানজুয়ালা ছাঙতে ও শুভাশিস বোস। তবে মাঝে উদান্ত সিং বারের ওপর দিয়ে বল উড়িয়ে দিলে সেলিব্রেশনের জায়গায় স্টেডিয়াম কার্যত স্তব্ধ হয়ে যায়। টেনশন বেড়ে যায় আরও। পাঁচটি করে শটের পর ৪-৪ থেকে যাওয়ায় ম্যাচ গড়ায় সাডেন ডেথে। প্রথম শটে কোনো ভুল করেননি নাওরেম মহেশ সিং। কিন্তু কুয়েতের অধিনায়ক এল এব্রাহিম হাজিয়ার শট বাঁদিকে ঝাঁপিয়ে পড়ে সেভ করে শেষ রাতে ওস্তাদের মার দেখান বহু যুদ্ধের নায়ক গুরপ্রীত সিং। এদিন গ্যালারিতে বসেই খেলা দেখেন ইগর স্টিমাচ। ডাগ আউট সামলান মহেশ গাওলি। ম্যাচে একাধিক হলুদ কার্ড হয় এদিনও। ম্যাচের শেষে ম্যাচের নায়ক গুরপ্রীত বলেন, গোল খাওয়ার পরেও যে হাল ছেড়ে দেয়নি দলের ছেলেরা, সেজন্য পুরো কৃতিত্ব ওদের প্রাপ্য। কারণ, সারা ম্যাচে এই এক মুহূর্তেই দুর্বল হয়ে পড়ি আমরা। কুয়েতও নিজেদের লক্ষ্য থেকে একটুও নড়েনি। তবে ম্যাচ পেনাল্টিতে চলে গেলে যে কোনো দলই জিততে পারে। তবে আজকের দিনটা ছিল আমাদের'। অধিনায়ক সুনীল ছেত্রী বলেন, এই জয়ে শুধু আমরা নই, স্টেডিয়ামে উপস্থিত সবাই জড়িতে রয়েছেন, সেজন্যই আরও ভাল লাগছে। প্রতিপক্ষ হিসেবে কুয়েত মোটেই সোজা ছিল না। তবে আমরা যে এভাবে টুর্নামেন্টটা শেষ করতে পারলাম, সে জন্য আমি খুবই খুশি'। সারা টুর্নামেন্টে মোট ৬ গোল করে সর্বোচ্চ গোলদাতার পুরস্কারও জিতে নেন সুনীল ছেত্রী।

অঁাতস কাঁচে

রিঙ্কু ব্রাত্য

ক্যারিবিয়ান সফরে টি ২০ দলেতে সুযোগ পেলেন না আইপিএলে দুরন্ত খেলা রিঙ্কু সিং। ডাক পেলেন অবশ্য যশস্বী, তিলক। রয়েছেন বাংলার মুকেশ কুমাররা। তবে রোহিত-বিরাটসহ সিনিয়রদের বিশ্রাম দেওয়া হয়েছে। ভারতের টি২০ দল- ঈশান কিষাণ (উইকেটকিপার), শুভমন গিল, যশস্বী জয়সওয়াল, সূর্যকুমার যাদব (সহ-অধিনায়ক), তিলক বার্মা, সঞ্জু স্যামসন (উইকেটকিপার), হার্দিক পান্ডিয়া (অধিনায়ক), অক্ষর প্যাটেল, যুজবেন্দ্র চাহাল, কুলদীপ যাদব, রবি বিষ্ণোই, অর্শদীপ সিং, উমরান মালিক, আবেশ খান, মুকেশ কুমার।

বাগানের জয়

জয় দিয়ে মরসুম শুরু বাগানের যুবদের। দীর্ঘদিনবাদে প্রাণ ফিরল যেন কলকাতা লিগের। জয় দিয়েই যা রাঙিয়ে দিলেন বাস্তব রায়ের ছেলেরা। নৈহাটিতে প্রথম ম্যাচে পাঠচক্রকে ৩-১ গোলে হারিয়ে ময়দানের আবেগ ফিরিয়ে নিয়ে এল যেন গঙ্গাপাড়ের ক্লাব। মোহনবাগানের তিন গোলদাতা সুমিত রাঠি, এনসন সিং এবং টাইসন সিং। এই জয় দিয়েই এটিকে মুছে গিয়ে শুরু হল মোহনবাগান সুপার জায়ান্টের পথচলা।

শীর্ষেই অশ্বিন

হতে পারে তিনি বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপের প্রথম এগারোতেও সুযোগ পাননি। তবু তিনিই বিশ্বের সেরা বোলার রইলেন। রবিচন্দ্রন অশ্বিনই বোলিং র‍্যাঙ্কিংয়ের শীর্ষস্থান ধরে রাখলেন। তাঁর পয়েন্ট ৮৬০। রবীন্দ্র জাদেজাও অলরাউন্ডার তালিকায় শীর্ষস্থান ধরে রেখেছেন। তাঁর পয়েন্ট ৪৩৪। সেখানে রবিচন্দ্রন অশ্বিন রয়েছেন ২ নম্বরে। তাঁর পয়েন্ট ৩৫২।

ফিরছেন দীপা

নির্বাসন কাটিয়ে ফিরতে চলেছেন দীপা কর্মকার। গত ২১ মাস ধরে নির্বাসনে ছিলেন তিনি। ডোপিং পরীক্ষায় ব্যর্থ হওয়ার পর তার ওপর এই খাড়া নেমে নআসে। তবে নির্বাসনের মেয়াদ শেষ হতে চলেছে। দীপা এশিয়ান গেমস সিলেকশনের ট্রায়ালে অংশগ্রহণ করবেন। ১১ এবং ১২ জুলাই ওড়িশার ভুবনেশ্বরে এশিয়া গেমসের ট্রায়াল হবে।

নীরজের সোনা

লুজেন ডায়মন্ড লিগে ৮৭.৬৬ মিটার জ্যাভলিন থ্রো করে সোনা জিতলেন নীরজ চোপড়া। চোট সারিয়ে সদ্য প্রতিযোগিতায় নামেন তিনি। লুজেন ডায়মন্ড লীগে প্রথম থ্রো ও চতুর্থ থ্রো বাতিল হলেও পঞ্চম থ্রোতে বাজিমাত করেন নীরজ। তিনি দ্বিতীয় থ্রো করেন ৮৩.৫২ মিটার। তৃতীয় থ্রো ৮৫.০৪ মিটার এবং পঞ্চম থ্রো করেন ৮৭.৬৬। ষষ্ঠ এবং ফাইনাল থ্রো করেন ৮৪.১৫ মিটার।

হার পূর্বাঞ্চলের

দলীপ ট্রফির কোয়ার্টার ফাইনালে মধ্যাঞ্চলের কাছে ১৭০ রানে হারল পূর্বাঞ্চল। আলুরের কেএসসিএ স্টেডিয়ামে মধ্যাঞ্চলের হয়ে দুর্দান্ত বোলিং করে সৌরভ কুমার তুলে নেন মোট ১১ উইকেট। পূর্বাঞ্চলের অধিনায়ক অভিমন্যু ঈশ্বরণ দু' ইনিংসেই ব্যর্থ। মধ্যাঞ্চল দু' ইনিংসে করে যথাক্রমে ১৮২ ও ২৩৯ রান। পূর্বাঞ্চল করে যথাক্রমে ১২২ ও ১২৯ রান।

দলে মেহুলি

জাতীয় শুটিং দলে ফিরলেন বাংলার নামী শুটার মেহুলি ঘোষ। তাঁকে এশিয়ান গেমস ও বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপ দলে রাখা হয়েছে। চিনে হবে এশিয়ান গেমস, আর বাকুতে হবে বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপ ১৪ অগাস্ট থেকে, চলবে ১ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত। এই আসরের ওপর প্যারিস অলিম্পিকে যোগ্যতা পেতে পারেন শুটাররা। তাই বৈদ্যবাটির মেয়েটির কাছে গুরুত্বপূর্ণ এই আসর।

এখনও টালবাহানা, বিশ্বকাপের নিরাপত্তা খতিয়ে দেখতে ভারতে আসবে পাক প্রতিনিধি দল

নিজস্ব প্রতিনিধি : বিশ্বকাপ খেলার জন্য বাবরদের ভারতে আসার অনুমতি এখনও দেয়নি পাকিস্তান সরকার। তার আগে ভারতের নিরাপত্তা ব্যবস্থা খতিয়ে দেখতে আসবে পিসিবির প্রতিনিধি দল। বাবর আজমরা ভারত বিশ্বকাপে খেলবে কিনা নিয়ে তা নির্ভর করছে নিরাপত্তা ব্যবস্থা খুঁটিয়ে দেখার পরই সিদ্ধান্ত নেবে পাক সরকার। ফলে, বিশ্বকাপে বাবরদের খেলা বা না খেলা এখনও ঝুলেই থাকল। এই নিয়ে পিটিআই জানিয়েছে, পিসিবির পক্ষ থেকে নিরাপত্তা প্রতিনিধিদের পাঠানো হবে। মাঠগুলোর নিরাপত্তা ব্যবস্থা পরীক্ষা করবে তারা। ওই সফরে বিশ্বকাপের সময় কী ধরনের আয়োজন থাকবে তাও দেখা হবে। প্রতিনিধি দলটি চেন্নাই, বেঙ্গালুরু, হায়দরাবাদ, আহমেদাবাদ ও কলকাতায় যাবে।' বিশ্বকাপের সূচি অনুযায়ী পাকিস্তান তাদের ৯টি ম্যাচ খেলবে ৫টি ভেন্যুতে। ভারতে যাওয়ার অনুমতি দেওয়ার আগে এই পাঁচটি ভেন্যু পরিদর্শন করবে পাকিস্তানের একটি প্রতিনিধি দল। শুধু ক্রিকেটারদের নিরাপত্তাই নয়, পাকিস্তানের সমর্থক ও সাংবাদিকদের নিরাপত্তাও দেখবেন তাঁরা। পিসিবির পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, প্রতিনিধি দল বিসিসিআই কর্মকর্তাদের সঙ্গে আলোচনা করবে। সেখানে যেসব খেলোয়াড়, কর্মকর্তা, সংবাদমাধ্যমকর্মী ও সমর্থক যাবে, তাদের কেমন নিরাপত্তা দেওয়া হবে, তা পরিদর্শন করবে, ওখানে যাবে। কোনো সমস্যা খুঁজে পেলে পিসিবি রিপোর্টে বিসিসিআই ও আইসিসিকে জানাবে।' তবে কারা আসবেন, কতজনের দল আসবেন তা জানা যায়নি। এরপর বোর্ডের নতুন চেয়ারম্যান ঠিক করা হবে। নিরাপত্তা দল ভারতে পাঠানোর বিষয়ে নতুন চেয়ারম্যানই সিদ্ধান্ত নেবেন। ভারত-পাকিস্তান ম্যাচ হবে আহমেদাবাদে। সেখানেই খেলতে মূল আপত্তি ছিল পাকিস্তানের। তবে পিসিবি-র পছন্দের তালিকায় থাকা কলকাতা ও চেন্নাইয়েও ম্যাচ দেওয়া হয়েছে। এছাড়া বেঙ্গালুরু, হায়দরাবাদেও পাকিস্তানের ম্যাচ দেওয়া হয়েছে। বিশ্বকাপের সূচি অনুযায়ী ৬ অক্টোবর হায়দরাবাদে অভিযান শুরু করবে বাবর আজমের নেতৃত্বাধীন পাকিস্তান ক্রিকেট দল। যোগ্যতা অর্জনের মাধ্যমে যে দল বিশ্বকাপের টিকিট অর্জন করবে, তাঁদের বিরুদ্ধেই প্রথম ম্যাচে খেলতে নামবে পাক দল। এর আগে ২০১৬ সালে ভারতে যখন টি২০ বিশ্বকাপ হয়েছিল, তখনও নিরাপত্তার কথা জানিয়ে প্রতিনিধি দল পাঠিয়েছিল পাকিস্তান। এবারও একই রাস্তায় হাঁটল। মাস তিনেকও বাকি নেই আর বিশ্বকাপের। এখনও টালবাহানাই চালিয়ে যাচ্ছে পিসিবি। ঠিক কতদিন আগে এই সবুজ সংকেত আসে, তাই এখন দেখার।

ঈদের আনন্দে চাঁদা তুলে ফুটবল খেলা কুসুমগ্রামে

দেবাশিস রায়: ফুটবল যে আজও প্রত্যন্ত গ্রামবাংলার 'প্রাণের খেলা' তা আরও একবার প্রমাণ করে দিল পূর্ব বর্ধমান জেলার কুসুমগ্রাম এলাকা।একবার দু'বার নয়; পরপর দশ বছর ধরে এলাকার বাসিন্দারা বকরি ঈদ উৎসব উপলক্ষ্যে জমজমাট বাৎসরিক ফুটবল খেলার আয়োজন করে থাকেন।এবারও মন্তেশ্বর থানার অন্তর্গত কুসুমগ্রাম পঞ্চায়েতের বালিজুরি গ্রামে দিনভর এই ফুটবলের আসর বসে। ২ জুলাই রবিবার এলাকার সর্বস্তরের ক্রীড়ামোদী মানুষের আর্থিক সহযোগিতায় এবং বালিজুরি তরুণ সংঘের পরিচালনায় আয়োজিত এই নক-আউট ফুটবল টুর্নামেন্টে মোট ১৬টি টিম অংশগ্রহণ করে। জেলার অন্যতম আকর্ষণীয় এই ফুটবল ম্যাচে অংশগ্রহণের জন্য দূর-দূরান্তের একাধিক টিম কার্যত মুখিয়ে থাকে। এলাকার পাশাপাশি পার্শ্ববর্তী জেলাগুলি থেকে এবারও একাধিক টিম বালিজুরির টুর্নামেন্টে অংশগ্রহণ করে শত শত ফুটবলপ্রেমীকে আনন্দ দেয়। এবারের খেলায় চ্যাম্পিয়ন হয়েছে প্রবাসী তরুণ সংঘ। চূড়ান্ত পর্বের খেলায় মেমারী সর্দার একাদশ ২-০ গোলে প্রবাসী তরুণ সংঘের কাছে পরাজিত হয়। চূড়ান্তপর্বের ম্যাচে সেরা খেলোয়াড়ের শিরোপা ছিনিয়ে নেন চ্যাম্পিয়ন দলের মাসুদ মণ্ডল। টুর্নামেন্টের সেরা খেলোয়াড় নির্বাচিত হয়েছেন মেমারী সর্দার একাদশের শিবচন্দ হেমব্রম। চ্যাম্পিয়ন এবং বিজিত দলকে একটি করে খাসি এবং নগদ অর্থ সহ ট্রফি দিয়ে পুরস্কৃত করা হয়। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, কৃষি এবং শ্রমজীবী অধ্যুষিত বালিজুরি এলাকার অসংখ্য বাসিন্দা বিভিন্ন কর্মসূত্রে দেশের নানান রাজ্যে ছড়িয়ে রয়েছেন। তাঁরা সারা বছর কাজকর্মের চাপে বাড়ি ফিরতে পারেন না। তবে, শত ব্যস্ততার মধ্যেও তাঁরা এই সময় বাড়ি ফিরে পরিবারের সঙ্গে ঈদের আনন্দে মেতে ওঠেন। সকলে মিলে এই উৎসবের আনন্দ ভাগ করে নেওয়ার জন্যই কয়েকজনের প্রচেষ্টায় এক দশক আগে সূচনা হয়েছিল এই নক-আউট ফুটবল টুর্নামেন্টের। যা কিনা এখন এলাকার অন্যতম বাৎসরিক ক্রীড়া উৎসবে পরিণত হয়েছে। ভিনরাজ্যে কর্মরত বালিজুরির বাসিন্দা সহ উৎসাহীদের চাঁদার অর্থে আয়োজিত এই ম্যাচকে ঘিরে প্রতিবার জমজমাট ফুটবলের আসর বসে। খেলার আনন্দ উপভোগ করার জন্য সমাজের বিভিন্ন ক্ষেত্রের একাধিক বিশিষ্ট ব্যক্তি উপস্থিত থাকেন। বালিজুরির বাসিন্দা টোটোন শেখ জানালেন, ঈদ উপলক্ষ্যে আয়োজিত এই ফুটবল খেলা দেখার জন্য জাতি-ধর্ম নির্বিশেষে অসংখ্য মানুষ সারাটা বছর অপেক্ষা করে থাকে।

রাজকীয় সম্মান বিশ্ব গোলরক্ষক মার্টিনেজকে

মলয় সুর : হুগলির রিষড়ার বিখ্যাত মিষ্টান্ন বিক্রেতা ফেলু মোদকের উদ্যোগে মঙ্গলবার বিশ্বকাপ জয়ী ফুটবলে আর্জেন্টিনার গোলরক্ষক এমলিয়ানো মার্টিনেজকে প্রসিদ্ধ বাঙালি মিষ্টান্ন ব্যবসায়ী অমিতাভ দে সন্দেশ ও ক্ষীরের তৈরি ৫ কিলো ওজনের গোল্ডেন গ্লাভস ট্রফি তাঁরহাতে তুলে দিয়ে সম্মানিত করেন। শতাব্দী প্রাচীন মোহনবাগান ক্লাবের আহ্বানে মার্টিনেজ কলকাতায় আসেন। তিনি বাংলাদেশ হয়ে কলকাতায় পা রাখেন। এদিন অনুষ্ঠানটি জে ডাব্লু ম্যারিওয়ান হোটেলে অনুষ্ঠিত হয়। যদিও বিভিন্ন মুহূর্তে ফুটবল সম্রাট পেলে, ফুটবলের যুবরাজ মারাদোনা, ক্রিকেটের মাস্টার ব্লাস্টার শচিন তেণ্ডুলকারদের নিজেদের তৈরি প্রসিদ্ধ মিষ্টি খাইয়ে নজির সৃষ্টি করেছেন। উল্লেখ্য, অমিতাভবাবু প্রতি বিশ্বকাপ ফুটবলে সন্দেশের তৈরি গোল্ড কাপের রিপ্লেকা প্রতিটি দেশের জার্সি ও পতাকা দোকানে রাখেন।

আই লিগে বাড়ছে দলের সংখ্যা, ফিরছে ফেডারেশন কাপও

নিজস্ব প্রতিনিধি : সর্বভারতীয় ফুটবল ফেডারেশনের এক্সিকিউটিভ কমিটির বৈঠক হল বেঙ্গালুরুতে। কল্যাণ চৌবের নেতৃত্বাধীন এআইএফএফের তরফে একগুচ্ছ নয়া সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। যার মধ্যে অন্যতম ফেডারেশন কাপ ফেরানো এবং আই লিগে পাঁচটি কর্পোরেট দলকে নেওয়া ছিল গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত। পাঁচটি কর্পোরেট সংস্থা আই লিগে দল নামানোর ইচ্ছা প্রকাশ করে বিড জমা দিয়েছিল। উত্তরপ্রদেশের বারাণসীর হয়ে ওয়াইএমএস ফিনান্স, পাঞ্জাবের ভৈনি সাহিব ভিলেজের হয়ে নামধারি সিডস, বেঙ্গালুরুর নিমিডা ইউনাইটেড স্পোর্টস ডেভেলপমেন্ট, দিল্লির কঙ্কাটেনাট অ্যাডভেস্ট অ্যাডভাইসরি ও হরিয়ানার আম্বালা থেকে বাঙ্কারহিল প্রাইভেট লিমিটেড বিড জমা দেয়। এই পাঁচটি কর্পোরেট সংস্থাই আই লিগে দল নামাতে পারবে বলে বৈঠকে স্থির হয়েছে। ২০১৬-১৭ মরসুমের পর বন্ধ থাকা ফেডারেশন কাপ আসন্ন মরসুম থেকে চালু করছে ফেডারেশন। ভারতীয় ফুটবলের অন্যতম পুরোনো এই টুর্নামেন্টকে বেশ বড় আকারেই আয়োজনের সিদ্ধান্ত নিয়েছে এআইএফএফ। এই মিটিংয়েই সিদ্ধান্ত হয়েছে ফেডারেশন কাপের মতো প্রিমিয়ার টুর্নামেন্টকে ফিরিয়ে আনার। এছাড়া কর্নাটক স্টেট ফুটবল অ্যাসোসিয়েশনের জেনারেল সেক্রেটারি সত্যনারায়ণ এমকে ফেডারেশনের ডেপুটি সেক্রেটারি জেনারেল করা হয়েছে। পাশাপাশি ২০২৩-২৪ মরসুমের জন্য এআইএফএফের তরফে ভারতীয় ফুটবলের জন্য ১৩৪ কোটি টাকার বিপুল অঙ্কের বাজেটের ঘোষণাও করা হয়েছে। নয়া পাঁচ দল আই লিগ খেলার সুযোগ পাওয়ার ফলে এবার আই লিগে দল সংখ্যাও বেড়ে দাঁড়াচ্ছে ১৬টি। উল্লেখ্য এআইএফএফের বাজেট এবার আগের থেকে অনেকটাই বেড়েছে। ২০২২-২৩ মরসুমে এই বাজেট ছিল ৮৭ কোটি টাকার। যা বেড়ে হল ১৩৪ কোটি। প্রসঙ্গত, এআইএফএফ তাদের কমার্শিয়াল পার্টনারদের তরফে ৫০ কোটি টাকা পায়। যা তাদের দিয়ে থাকে এফএসডিএল কর্তৃপক্ষ। এছাড়াও ভারতের কেন্দ্রীয় সরকারের তরফে তারা এবার ২৫ কোটি টাকা পাওয়ার আশা করছে। পাশাপাশি ফিফার তরফ থেকেও তারা যে বার্ষিক অনুদান পায় তা দিয়েই এই ১৩৪ কোটির বাজেটকে বাস্তবায়ন করা সম্ভব বলে দাবি নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক এক এআইএফএফ কর্তার। এছাড়াও এক্সিকিউটিভ কমিটির তরফে প্রতিটি রাজ্যকে আলাদা করে ফুটবল উন্নয়নের জন্য ফান্ড হিসাবে ২৪ লক্ষ টাকা করে দেওয়ার সিদ্ধান্ত হয়েছে। ৬-১২ বছর বয়সি স্কুল পড়ুয়া বাচ্চারা যারা ফুটবলটি খেলে এই তহবিল তাদের পিছনে খরচ করা হবে। পাশাপাশি লাইসেন্স দেওয়ার ক্ষেত্রে এবার থেকে এআইএফএফ চাইলে ফিও নির্ধারণ করতে পারবে।

মেসির শট আটকেছি বলেই

আত্মবিশ্বাস পেয়েছিলাম সবারটা পারব: মার্টিনেজ

নিজস্ব প্রতিনিধি : সঞ্চালক প্রথম প্রশ্নটাই এমি মার্টিনেজে জন্য ছুড়ে দিলেন অন্যভাবে। আচ্ছা, এত তো টাইব্রেকার বাঁচিয়েছো, মেসির টাইব্রেকারের শট কি আটকানো সম্ভব? এমি মার্টিনেজ হাসলেন, তবে উত্তর দিতে দেরি করলেন না। বলে দিলেন, আটকেছি তো। কোপা আর বিশ্বকাপের অনুশীলনে আটকে দিয়েছি মেসির শট। তবেই তো আত্মবিশ্বাস পেয়েছিলাম, মেসির শট আটকাতে পেরেছি যখন বিশ্বের যে কোনো ফুটবলারের শটই আটকে দিতে পারব।' সত্যিই তো, ৩৬ বছর পর আর্জেন্টিনার বিশ্বকাপ জয়ে মেসি যদি নায়ক হন, পার্শ্বনায়ক অবশ্যই এমিলিয়ানো মার্টিনেজ। তাঁর টাইব্রেকার সেভই হাসি ফুটিয়েছিল মেসিদের মুখে। মোহনবাগান মাঠে এসে মেসি বন্দনাই করে গেলেন এমি। সঞ্চালক অবশ্য এরপরও জিজ্ঞাসা করলেন, টাইব্রেকারে যে অদ্ভুত অঙ্গভঙ্গি, তার জন্য কি সাইকোলজির ক্লাস নিয়েছেন! এমি জানান, সত্যি, তা শিখতেই হয়েছিল, সেইসঙ্গে ছিল কঠোর অনুশীলন। যদিও ফিফা এখন তা বন্ধই করে দিয়েছে কাতার বিশ্বকাপে বিতর্কের পর। এমি খুশি, তার আগেই এই ফায়দাটা তুলতে পেরেছেন বলে। মোহনবাগান মাঠ এমি মার্টিনেজের জন্যই হয়ে উঠেছিল উৎসবমুখর। পেলে-মারাদোনা-সোবার্সের নামাঙ্কিত গেট উদ্বোধন করেই সবুজ মেরুন তাঁবুতে পা রাখেন মার্টিনেজ। ড্রেসিংরুমেই তাঁকে উষ্ণ অভ্যর্থনা জানান মোহনবাগানের কর্তারা। মিষ্টি থেকে পুষ্পস্তবক তুলে দেওয়া হয়। মার্টিনেজও নতুন লাইফমেম্বারদের হাতে কার্ড তুলে হাসি মুখে ছবি তোলেন। তাঁকে পরিয়ে দেওয়া হয় মোহনবাগানের নতুন জার্সি। দেওয়ার হয় দিবু লেখা মোহনবাগানের আদলে গড়া স্মারকও। মোহনবাগানের লন থেকে লাইব্রেরী, ড্রেসিংরুম থেকে মাঠ সবই ঘুরে ঘুরে দেখেন। বাগান লাইব্রেরীর রেজিস্টার বুকে সইও করেন তিনি। মোহনবাগান মাঠে কলকাতা পুলিশের ফ্রেন্ডশিপ কাপ উদ্বোধনই শুধু করেন তাই নয়, ম্যাচও দেখেন। সমর্থকদের জন্য হুডখোলা জিপে মাঠও ঘোরেন। এত সমর্থকের আবেগ দেখে এককথায় অভিভূত। হ্যালো কলকাতা বলে নিজের বক্তব্য শুরু করলেও, জয় মোহনবাগান বলে শেষ করেন এমি। বিশেষ অঙ্গভঙ্গি করে যতই তিনি নিন্দিত হোন না কেন, মোহনবাগান মাঠে তিনি ছিলেন সহা হাস্যময়। যে যেভাবে ছবি তুলে স্মৃতি ধরে রাখতে চেয়েছেন, তাই করেছেন। সমর্থকদের উদ্দেশ্যে একাধিক বল ছোড়েন। এমনকী সিপির শট আটকাতে গোলবারের নীচেও দাঁড়িয়ে পড়েন তিনি। মোহনবাগান জনতার উদ্দেশ্যে বলে যান, আবার আসবেন। যা শুনে আবেগে ভাসেন সবুজ মেরুনের নীল সাদা জার্সির সমর্থকরা।

প্রথমবার বিশ্বকাপে নেই ওয়েস্ট ইন্ডিজ, স্বপ্নভঙ্গ জিম্বাবোয়েরও

নিজস্ব প্রতিনিধি : বিশ্বকাপ মানেই ওয়েস্ট ইন্ডিজ। ক্যারিবিয়ানদের দাপট। সেই ইতিহাস যেন মুছে যেতে বসল। এবারের বিশ্বকাপ শুরুর আগেই ছিটকে গেল ওয়েস্ট ইন্ডিজ। বিশ্বকাপে প্রথমবারের জন্য নেই ২ বারের চ্যাম্পিয়ন দল। শেষ ওয়ানডে বিশ্বকাপেও সুযোগ পেতে বাছাইপর্ব খেলতে হয়েছিল ওয়েস্ট ইন্ডিজকে। ইংল্যান্ড বিশ্বকাপে সেবার উতরে গেলেও এবার পারল না ক্লাইভ লয়েড থেকে ব্রায়ান লারার দেশ। ২০১৯ বিশ্বকাপের বাছাইপর্বে ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিপক্ষে ডাকওয়ার্থ লুইস মেথডে ৫ রানে হেরে শেষ হয়েছিল স্কটল্যান্ডের বিশ্বকাপ খেলার সম্ভাবনা। এবার স্কটিশদের কাছে হেরে থেমে গেল ক্যারিবিয়ানদের বিশ্বকাপ খেলার স্বপ্ন। বাছাইপর্বের সুপার সিক্সে স্কটল্যান্ডের কাছে ৭ উইকেটে হেরে ভারত বিশ্বকাপে খেলার আশা শেষ তাদের। টস হেরে আগে ব্যাট করতে নেমে স্কটিশদের বোলিং তোপে মাত্র ৪৩.৫ ওভারে মাত্র ১৮১ রানেই গুটিয়ে যায় শাই হোপ-পুরানরা। জবাবে ৩৯ বল হাতে রেখেই ৭ উইকেটে জয় পায় রিচি বেরিংটনের দল। এই জয়ে টিকে থাকল স্কটল্যান্ডের বিশ্বকাপ খেলার স্বপ্ন। ওয়ানডেতে প্রথমবারের মতো ওয়েস্ট ইন্ডিজকে হারাল স্কটল্যান্ড। গ্রুপ পর্বের দুই ম্যাচ থেকে কোনো পয়েন্ট না নিয়েই সুপার সিক্সে আসে বিশ্বকাপের প্রথম দুবারের চ্যাম্পিয়নরা। গ্রুপ পর্বে নেদারল্যান্ডসের বিপক্ষে সুপার ওভারে হেরেছে শাই হোপের দল। এর আগে জিম্বাবোয়ের বিপক্ষেও জিততে পারেনি ওয়েস্ট ইন্ডিজ। যে কারণে ভারত বিশ্বকাপের টিকিট পেতে সুপার সিক্সের তিন ম্যাচের সবকটা ম্যাচই জিততে হতো তাদের। পাশাপাশি অপেক্ষায় থাকতে হতো অন্য ম্যাচগুলির ফল পক্ষে আসার। কিন্তু প্রথম ম্যাচেই তারা হারল স্কটিশদের কাছে। অন্যদিকে ক্যারিবীয়ানদের পর আইসিসির আরও একটি পূর্ণ সদস্য দেশ জিম্বাবোয়েও। জিম্বাবোয়েরও হৃদয় ভেঙেছে সেই স্কটল্যান্ডই। বিশ্বকাপ বাছাইয়ে সুপার সিক্সের ম্যাচে স্কটিশদের বিপক্ষে ৩১ রানে হারে জিম্বাবোয়ে। ২৩৫ রানের লক্ষ্য তা।য় ২০৩ রানে গুটিয়ে যায় জিম্বাবোয়ে।ফলে ২০১৯ বিশ্বকাপের মতো এবারও দর্শক' হয়ে থাকতে হচ্ছে জিম্বাবোয়েকে। তাতে নিজেদের ওয়ানডে ইতিহাসে প্রথমবারের মতো ৪০০ রান, সর্বোচ্চ ব্যবধানে জয় এবং সিকান্দার রাজার দ্রুততম সেঞ্চুরি-সবই ভেস্তে গেল তাদের। এরই মধ্যে ২০২৩ বিশ্বকাপের টিকিট পেয়ে গেছে শ্রীলঙ্কা।

www.alipurbarta.org facebook.com/alipur.barta.5 6291206675 alipurbarta1966@gmail.com alipur_barta@yahoo.co.in

Printed by Sudhir Nandi Published by Sudhir Nandi on behalf of Nikhil Banga Kalyan Samity and Printed at Nikhil Banga Prakasani, Vivek Niketan, Vill- Samali, P.O.- Nahajari, P.S.-Bishnupur, South 24 Parganas and Published at 57/1A, Chetla Road, Kolkata- 27. Editor: Dr. Jayanta Choudhuri.

নিখিলবঙ্গ কল্যাণ সমিতি-র পক্ষে সুধীর নন্দী কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত এবং নিখিলবঙ্গ প্রকাশনী, বিবেক নিকেতন, গ্রাম-সামালি, পোস্ট-ন'হাজারি, থানা-বিষ্ণুপুর, দক্ষিণ ২৪ পরগনা হইতে মুদ্রিত এবং ৫৭/১এ, চেতলা রোড, কলকাতা-৭০০ ০২৭ (ফোন-২৪৭৯-৮৫৯১) হইতে প্রকাশিত। সম্পাদক : ড. জয়ন্ত চৌধুরী। সহ সম্পাদক : কুণাল মালিক। ফ্যাক্স নং : ০৩৩-২৮৩৯-১৫৪৪, ই-মেল-alipur_barta@yahoo.co.in/alipurbarta1966@gmail.com